উনবিংশ খন্ড উনবিংশ খন্ড উনবিংশ খন্ড

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধ্বতং প্রেম্না

(ঊনবিংশ খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

(প্রথম সংস্করণ, ১৩৭১ বাংলা)

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

মূ] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ সংখ্যা ১,০০০ এক হাজার
প্রকাশক :— শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম।
ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১
[1964]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :—

অযাচক আশ্রম,

ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১,
উত্তরপ্রদেশ।

কলিকাতার নিম্নলিখিত লাইব্রেরীসমূহে :—

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
৪। হিন্দুস্থান লাইব্রেরী, ৫৪।৯, কলেজ ষ্ট্রীট,
৫। তারা লাইব্রেরী, ১০৫, আপার চিৎপুর রোড,
৬। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, কালীবাড়ী
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৩৬

প্রিণ্টার :— শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
ডি ৪৬।১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

ঊনবিংশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭১ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার ঊনবিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" ঊনবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি।

পৌষ, ১৩৭১ বাংলা

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
—সী-১

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

ধৃতং প্রেম্ণা

(ঊনবিংশ খণ্ড)

(১)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা— ও স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা মঙ্গলময় নামে মন মজাইয়া রাখিও। নামে প্রেম, প্রেমে আনন্দ, আনন্দে পূর্ণতা, পূর্ণতায় শান্তি, শান্তিতে মঙ্গল, মঙ্গলে সার্থকতা। তোমাদের জীবন প্রেমময়, আনন্দময়, পূর্ণতায় ভরপুর, শান্তিস্নিগ্ধ ও সুসার্থক হউক। তোমাদের বিবাহ ঈশ্বরাভিপ্রায়ের পরিপূর্ণতা বিধান করুক। তোমাদের একজনের সাধনা অপরকে লাভবান্ করুক, একজনের নির্ম্মলতা অপরকে পবিত্র ও সুন্দর করুক, একজনের আত্মস্থতা অপরকে ব্রাহ্মী স্থিতি প্রদান করুক। লক্ষ্য অত্যুচ্চ রাখিয়া পথ চল। আমি সঙ্গে আছি। ভয় নাই। কোনও বিঘ্নকেই বিঘ্ন জ্ঞান করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২১শে শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা যাকে তাকে দীক্ষা নিবার জন্য পাঠাইও না। সত্য সত্য যাহার গুরুতে পূর্ণ বিশ্বাস আসিয়াছে, মাত্র তাহাকেই পাঠাইবে। অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বুনিলে, ব্রহ্মবীজ অবশ্য মিথ্যা যাইবে না কিন্তু নানা বিভ্রাট এবং বিপত্তির মধ্য দিয়া অত্যন্ত দেরীতে বীজে অঙ্কুরোদ্গম হইবে। দীক্ষার উদ্দেশ্য, দীক্ষার যাথার্থ্য, দীক্ষাদাতার জীবনাদর্শ ও দীক্ষার ভিত্তিভূত দার্শনিক তত্ত্বের সহিত যাহার পরিচয় হয় নাই, তাহাকে দীক্ষা নিবার পরে এসব কাজগুলি করিতে হয়। ইহা দীক্ষিতের পক্ষে ক্লেশ-দায়ক ও দীক্ষাদাতার পক্ষে মর্ম্মপীড়ক হইয়া থাকে।

দীক্ষা শুধু একটা সংস্কার মাত্রই নহে। ইহা জীবনের মহত্তম সংস্কার। বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতির অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক। একযুগে যখন উপনয়নটাই দীক্ষার সম্মান পাইত, তখন উপনয়নই জীবনের মহত্তম সংস্কার ছিল। 'ব্যাপ্‌টিজ্‌ম' বল, 'মোন্নত' বল বা 'কালেমা' উচ্চারণ বল, সবই এক প্রকারের দীক্ষা। কেবল হিন্দুদের মধ্যেই দীক্ষার প্রচলন আছে, তাহা নহে। প্রকারভেদে ধর্ম্মীয় বোধসম্পন্ন সকল মানুষের ভিতরেই ইহা আছে। ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহা আছে, প্রয়োজন না থাকিলে ইহা মানব-মনে ঠাঁইই পাইত না। প্রয়োজনটী এতই গভীর যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা

মানুষকে সংসারের হাজার রকমের প্রলোভনীয় বিষয়ে অনায়াসে বিরক্ত করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু গুরুদেবদের হাতে পড়িয়া কাহারও খোশখেয়ালীর চাপে, কাহারও অর্থলোভের দাবে, কাহারও ইন্দ্রিয়পরিতর্পণ-বুদ্ধির কূটচক্রে দীক্ষার দুরন্ত অপব্যবহার হইয়াছে। দীক্ষাকে নিজ নিজ প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনের উপায় রূপে বা অর্থার্জ্জনের কৌশলরূপে প্রয়োগ করিয়া অনেকে সাংসারিক দৃষ্টিতে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু ইহার ফলে তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও তপস্যা রসাতলে ডুবিয়াছে, আর দীক্ষা জিনিষটীর অমর্য্যাদা হইয়াছে। মানুষের দীক্ষার প্রয়োজন আছে, তাই তাহারা দীক্ষার জন্য ছুটিয়া যায় কিন্তু হায়, কি দীক্ষা নিল, কোথায় দীক্ষা নিল, কার চরণে দাসখত লিখিয়া দিল, কিছুই আগে ভাবিয়া দেখে না। ইহারই জন্য কত দীক্ষিতের অগ্রগমন ব্যাহত হইয়া রহিয়াছে, কত দীক্ষিত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অসামাজিক কুক্রিয়া সমূহের প্রশ্রয়দাতা ও সমর্থকে পরিণত হইয়া যাইতেছে।

তোমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, আমি এক অভ্রান্ত নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি, তাই একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে আমার ভাব, আমার আদর্শ, আমার চিন্তা, আমার জীবন-ধারা, আমার কর্ম্মনীতি ও আমার ধ্যানের ধরণী সম্পর্কে কোনও ধারণা যাহার নাই, সে যেন হট্ করিয়া দীক্ষার ঘরে না প্রবেশ করে।

যাহারা দীক্ষা নিয়াছে, তাহাদিগকে সাধন করিতে প্রবল উৎসাহ দিবে। যাহারা দীক্ষা নেয় নাই বা কদাচ কাহারো নিকটে নিবে না, তাহাদিগকেও নিজ নিজ মনোঽভিলাষানুযায়ী সাধন একনিষ্ঠ প্রযত্নে

(২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২১শে শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা যাকে তাকে দীক্ষা নিবার জন্য পাঠাইও না। সত্য সত্য যাহার গুরুতে পূর্ণ বিশ্বাস আসিয়াছে, মাত্র তাহাকেই পাঠাইবে। অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বুনিলে, ব্রহ্মবীজ অবশ্য মিথ্যা যাইবে না কিন্তু নানা বিভ্রাট এবং বিপত্তির মধ্য দিয়া অত্যন্ত দেরীতে বীজে অঙ্কুরোদ্গম হইবে। দীক্ষার উদ্দেশ্য, দীক্ষার যাথার্থ্য, দীক্ষাদাতার জীবনাদর্শ ও দীক্ষার ভিত্তিভূত দার্শনিক তত্ত্বের সহিত যাহার পরিচয় হয় নাই, তাহাকে দীক্ষা নিবার পরে এসব কাজগুলি করিতে হয়। ইহা দীক্ষিতের পক্ষে ক্লেশ-দায়ক ও দীক্ষাদাতার পক্ষে মর্ম্মপীড়ক হইয়া থাকে।

দীক্ষা শুধু একটা সংস্কার মাত্রই নহে। ইহা জীবনের মহত্তম সংস্কার। বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতির অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক। একযুগে যখন উপনয়নটাই দীক্ষার সম্মান পাইত, তখন উপনয়নই জীবনের মহত্তম সংস্কার ছিল। 'ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্' বল, 'সোন্নত' বল বা 'কালেমা' উচ্চারণ বল, সবই এক প্রকারের দীক্ষা। কেবল হিন্দুদের মধ্যেই দীক্ষার প্রচলন আছে, তাহা নহে। প্রকারভেদে ধর্ম্মীয় বোধসম্পন্ন সকল মানুষের ভিতরেই ইহা আছে। ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহা আছে, প্রয়োজন না থাকিলে ইহা মানব-মনে ঠাঁইই পাইত না। প্রয়োজনটী এতই গভীর যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা

মানুষকে সংসারের হাজার রকমের প্রলোভনীয় বিষয়ে অনায়াসে বিরক্ত করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু গুরুদেবদের হাতে পড়িয়া কাহারও খোশখেয়ালীর চাপে, কাহারও অর্থলোভের দাবে, কাহারও ইন্দ্রিয়পরিতর্পণ-বুদ্ধির কূটচক্রে দীক্ষার দুরন্ত অপব্যবহার হইয়াছে। দীক্ষাকে নিজ নিজ প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনের উপায় রূপে বা অর্থার্জ্জনের কৌশলরূপে প্রয়োগ করিয়া অনেকে সাংসারিক দৃষ্টিতে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু ইহার ফলে তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও তপস্যা রসাতলে ডুবিয়াছে, আর দীক্ষা জিনিষটীর অমর্য্যাদা হইয়াছে। মানুষের দীক্ষার প্রয়োজন আছে, তাই তাহারা দীক্ষার জন্য ছুটিয়া যায় কিন্তু হায়, কি দীক্ষা নিল, কোথায় দীক্ষা নিল, কার চরণে দাসখত লিখিয়া দিল, কিছুই আগে ভাবিয়া দেখে না। ইহারই জন্য কত দীক্ষিতের অগ্রগমন ব্যাহত হইয়া রহিয়াছে, কত দীক্ষিত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অসামাজিক কুক্রিয়া সমূহের প্রশ্রয়দাতা ও সমর্থকে পরিণত হইয়া যাইতেছে।

তোমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, আমি এক অভ্রান্ত নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি, তাই একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে আমার ভাব, আমার আদর্শ, আমার চিন্তা, আমার জীবন-ধারা, আমার কর্ম্মনীতি ও আমার ধ্যানের ধরণী সম্পর্কে কোনও ধারণা যাহার নাই, সে যেন হট্ করিয়া দীক্ষার ঘরে না প্রবেশ করে।

যাহারা দীক্ষা নিয়াছে, তাহাদিগকে সাধন করিতে প্রবল উৎসাহ দিবে। যাহারা দীক্ষা নেয় নাই বা কদাচ কাহারো নিকটে নিবে না, তাহাদিগকেও নিজ নিজ মনোঽভিলাষানুযায়ী সাধন একনিষ্ঠ প্রযত্নে

করিয়া যাইবার জন্য প্রেরণা দিবে। অসাধনে মানুষ বহির্মুখ হইয়া যায়। বহির্মুখ মানুষের জীবনে শান্তি দুরূহ ব্যাপার।

মণ্ডলীর কাজে তোমরা একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। যাহারা মণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ, যাহাদের নেতৃত্ব মণ্ডলীর পক্ষে অপরিহার্য্য, যাহারা এতকাল ধরিয়া মণ্ডলীটীকে ধারণ ও পোষণ করিয়া প্রাণান্ত শ্রমে বড় করিয়া তুলিয়াছে, তাহারা যে স্বেচ্ছায়, সানন্দে, সাগ্রহে অন্যতর নূতন ব্যক্তিদের হাতে সভাপতিত্ব, সম্পাদকত্ব প্রভৃতি দিয়া নিজেরা সাধারণ সভ্য রূপে মণ্ডলীর সেবায় নামিয়া আসিলে, ইহা একটী চমৎকার ঘটনা। নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব লইয়া অন্যত্র হয় কাড়াকাড়ি, আর তোমাদের ওখানে সেবকত্ব লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়া গিয়াছে। এই দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র অনুসৃত হইলে তোমাদের মহাবললাভ ঘটিবে। বলহীনেরা জগতে কোনও কাজ করিতে পারে না, পরন্তু প্রতিষ্ঠালোভ-বর্জ্জনে বল প্রত্যাশাতীত রূপে বাড়ে। তোমাদের নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে আমি অনুমোদন করিতেছি, সমর্থন করিতেছি, অভিনন্দন দিতেছি জানিও।

ছোট সাফল্যের সহিত আবার বড় বড় অসাফল্য তোমাদের আসিতে পারে। কিন্তু হাল ছাড়িও না। সাফল্য, আরো সাফল্য, চূড়ান্ত সাফল্য তোমাদের চাই। প্রবল বিক্রমে কেবল অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর। অপূর্ব্ব পৌরুষে দীপ্ত হৃদয় লইয়া সাহস সহকারে সকল অশান্তি-জনক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াও। কাজ তোমাদের করিতে হইবে এবং করিবে তাহা করিবার মত করিয়া। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২১শে শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ধানচাষের হিড়িকে কুলীমজুর মিলিতেছে না। তথাপি আজ জোর করিয়া কর্ণী ধরিলাম। দুইটী কুলী ও ছয়টী কামিন লইয়া একটী মাত্র রাজমিস্ত্রী সহ নভোজলী (Water Tower)র ঢালাই ধরিলাম। এই কাজটীতে যে কত ঢালাই, তাহা বলিবার নহে। দুই বৎসরে শেষ করিতে পারিলে খুব কাজ করিলাম, বলিতে হইবে। শ্রমদানী তিনটী ছেলে দীনবন্ধু, সুরেন্দ্র ও প্রসন্ন গাধার মতন খাটিতেছে। গুরুতর প্রয়োজনের সময়ে ইহাদের এই অল্প কয়টা দিনের শ্রমও অভাবনীয় সহায়তায় আসিতেছে।

প্রতি বৎসরই প্রতিটি মণ্ডলী হইতে এভাবে ১লা শ্রাবণ হইতে ৩০শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত কাজ করিবার জন্য শ্রমদানী পাঠাইবার ব্যবস্থাটা চালু করা যায় কিনা, দেখিও। এই প্রথা আমার অবর্ত্তমানেও ধারাবাহিক ভাবে যাহাতে শতাব্দী কাল ধরিয়া চলে, তাহা করতে হইবে।

এখন তোমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসি। তোমাদের এখন বয়স হইয়াছে, অনেকগুলি পুত্রকন্যাও হইল। এখন তোমরা স্বামি-স্ত্রী দুই জনে সংযম-পালন করিয়া চলিতে পার কিনা, চেষ্টা করিয়া দেখ। পারিবেই বলিয়া হঠাৎ জেদ করিও না, পারিবে না বলিয়া হতাশও হইও না। সংযম-পালনের চেষ্টা করিলে মনের ও দেহের কি কি পরিবর্ত্তন

ঘটে, কিছুকাল সংযত থাকিয়া তাহার পরখ লও। দুই একটী ছেলে-পিলে হইবার পরে স্বামী ও স্ত্রী ভাই-বোনের মতন থাকিবে, এইরূপ উপদেশ অনেক মহাপুরুষ দিয়াছেন। এভাবে থাকা সম্ভব বলিয়াই এই উপদেশ দিয়াছেন, অসম্ভব হইলে দিতেন না। তথাপি অন্তরে অহঙ্কার রাখিও না। যার অহঙ্কার বেশী, তার পতনও বেশী। অবশ্য, আত্ম-বিশ্বাস ও অহঙ্কার এক জিনিষ নহে। নিজের উপরে বিশ্বাস রাখিও। আত্মবিশ্বাস জীবনের মেরুদণ্ড। ইহা যাহার নাই, তাহার কিছুই নাই।

তোমরা ঘরে ঘরে দাম্পত্য পবিত্রতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌যোগী হইলে দশ বৎসরের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে। দেশ যে চোর, জুয়াচোর আর পকেটমারে ভরিয়া গেল, দেশের শ্রেষ্ঠ কর্ণধার হইতে শুরু করিয়া অর্দ্ধনগ্ন ভিখারী পর্য্যন্ত প্রত্যেকে যে আজ চুরির ধনে আরাম চাহে, ইহার প্রতীকার তোমাদের মত লক্ষ লক্ষ দম্পতীর গোপন দাম্পত্য ব্যবহারের মধ্যে রহিয়াছে। অন্যেরা গাছের ডালে আর পালায় জল দিতে চাহিতেছেন, আমি জল দিতে চাই মূল-দেশে। চিন্তা করিয়া আমার বক্তব্য বুঝিতে চেষ্টা করিও। মায়ের পেটে জন্মিলেই কেহ মানুষ হইবার সহজ পথটী খোলা পায় না, কেমন ভাবে কে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, কার মায়ের আর বাপের কি ছিল পুণ্য আর কৃতিত্ব, জন্মদান-কালে কার জনক-জননীর কি ছিল মনোভাব এবং অনুভূতি, ব্রাহ্মীস্থিতিতে না নারকীয় উল্লাসে সন্তানকে জন্ম দেওয়া হইয়াছে, এই কথাটীর উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২২শে শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার শরীর এখন ভাল আছে। পা ফেলিতে একটু সাবধানে ফেলি, নতুবা অন্য দিক দিয়া বেশ ভাল। কাল হইতে সিংহ-বিক্রমে কাজ শুরু করিয়াছি। কলঘরের পীড়ার (Plinth এর) উপরের লিণ্টেল পরশুই শেষ করিয়াছি, কিন্তু নিজে কাজে হাত দেই নাই। কাল হইতে নভোজলীর কাজে নিজে শ্রম করিতেছি। আজ সন্ধ্যার পরেও দেড় ঘণ্টা কাজ করিতে হইয়াছে। নভোজলীর মাটির তলার একটা বড় রকমের ঢালাই, যাহা একফুট পুরু, দুই দিনে শেষ করিলাম। কুলী কম, কামিন কম, এই অবস্থায় অন্য উপায় কি ছিল? সময় চলিয়া গেলে আর কি পাইব?

এবার কি ইহার পরের বার কোজাগরী পূর্ণিমায় পুপুন্‌কী উৎসব করিব না। এমন কি তার পরের বারও নয়। মালটিভারসিটির বাড়ী-ঘরগুলি না হইতে পুপুন্‌কীতে উৎসব অর্থহীন। লোকেও আসিয়া আহারে, বাসস্থানে, যত্ন-আদরে কষ্টই পাইবে।

আমি তোমাদের ওখানে আসিব, এই সংবাদটীকে প্রচার করাকে তোমরা সংগঠন-কার্য্য বলিয়া ভ্রম করিও না। আমার চিন্তাধারার প্রচারই প্রকৃত সংগঠন। সে কাজ এক তুড়িতে করা যায় না, কারণ, আমার চিন্তা মামুলী চিন্তা নহে। গতানুগতিকতার প্রবাহে চলিয়া

আমি নিজের সহিত নিজে পরিচিত হই নাই। আমার চিন্তায় বৈশিষ্ট্য আছে, গভীরতা আছে। তাহা বুঝিয়া একার্য্য-সাধনে তোমাদের সাধক-জনোচিত ধীরতা, স্থিরতা, গভীরতা, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা সঞ্চয় করিতে হইবে। এসব সদ্‌গুণ যাহাদের নাই বা এসব গুণের অনুশীলনে যাহারা সম্মত নহে, সংগঠন-কার্য্য তাহাদের দ্বারা হয় না।

প্রত্যেকে তোমরা সাধন-পরায়ণ হও। প্রত্যেকে তোমরা সতীর্থদের মধ্যে সাধনোদ্যম সৃষ্টি কর। সাধনা না করিয়া কেবল কথা কহিলে কেহ তোমাদের কথা শুনিবে না। শুনিলেও সে কথা হৃদয়ে গাঁথিয়া নিবে না; অন্তরে ধারণ করিবে না, ঐ কথায় নির্ভর করিয়া জীবন-সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার সাহস কেহ পাইবে না। আমি চাহি দিগ্বিজয়, খণ্ড জয়ে আমার রুচি নাই। দিগ্বিজয়ের বাতাবরণ কেবল কথার কারচুপিতে সৃষ্ট হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মণ্ডলীগুলি হইতে ঝগড়া-কলহকে একেবারে বিদায় দিয়া দাও। ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতা তোমাদের আশ্রয় হউক।

কলহ করাটা একটা কুটিল বিদ্যা এবং অপরের প্রত্যেক আচরণের একটা করিয়া কদর্থ বাহির করিবার চেষ্টা একটা মানসিক ব্যাধি। তোমরা প্রতিজনে প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহা পরিত্যাগ কর। কলহ করিতে এত কপটতার প্রয়োজন হয় যে, উহার খপ্পরে পড়িলে জীবনে আর সরল সোজা স্বাভাবিক হওয়া যায় না। কপটতা পরিহার কর।

ঝগড়া-কলহের মূলোৎপাটন মেয়েলি স্বভাবের কর্ম্ম নয়। এজন্য চাই দীপ্ত-দৃপ্ত পুরুষকার। সাহস সহকারে এক কথায় সত্যকে ধর। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া, অনেক বাগ্‌বিস্তারে কর্ণপাত না করিয়া সাধন-ভজনকে পরম বলিয়া স্বীকার কর। অন্য সব তুচ্ছ হউক।

প্রত্যেককে আমার স্নেহ-ভালবাসা দিবে। কাহাকেও আমি কম করিয়া আর কাহাকেও বেশী করিয়া ভালবাসি না। প্রত্যেকের প্রতি আমার প্রেম অপ্রমেয় এবং সীমান্তচিহ্নহীন। প্রতি জনের দেহে মনে প্রাণে, প্রতি রোমকূপে, প্রতি অণুপরমাণুতে আমি বাস করি। এই দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়া প্রত্যেকে বিগতকাম, বিগতকলুষ, বিগতত্রিতাপ হও।

ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তি দিয়া ভালবাসিবে। এ ভালবাসায় যেন ছল, ভান, ফাঁক বা ফাঁকী না থাকে। সবটুকু যেন অকৃত্রিম ও নিটোল হয়, সবটুকু যেন খাঁটি এবং নিরেট হয়।

যে যত ভালবাসিবে, সে তত উচ্চে উঠিবে, সে তত লাভবান্ হইবে। ইহার মধ্যে সাংসারিক বুদ্ধিকে আনিয়া ঠাঁই দিও না।

ভালবাসার মানেই হইতেছে সরস হওয়া, শুষ্কতা পরিহার করা, মরুভূমির রুক্ষ বালুকা-বিস্তারের মাঝেও খেজুরের স্নিগ্ধ সুপেয় রস

পাওয়া। ভালবাসার মানেই হইতেছে রূপান্তরিত হওয়া, জন্মান্তরিত হওয়া, নবজন্ম গ্রহণ করা।

এই জন্যই আমি বলি, ভালবাসা না আসিলে দীক্ষা হয় না, হয় শুধু প্রথা-রক্ষা, হয় শুধু মনকে আঁখি-ঠার দেওয়া, হয় শুধু নিজেকে নিজে প্রবঞ্চিত করা।

তোমার উপরে যে সকল বিপদ-আপদ যাইতেছে, তাহাতে বিচলিত হইও না। নামে নির্ভর কর। নামের গুণে সব বিপদ কাটিয়া যাইবে। নাম করিতে করিতে চিত্ত নিঃশঙ্ক ও নিরাসক্ত হয়। এই অবস্থায় উন্নীত চিত্ত সর্ব্বশক্তির আধার-স্বরূপ। ক্ষণভঙ্গুর জীবন নাম করিতে করিতে কাটাইয়া দাও। বিন্দুমাত্র অধীর না হইয়া অবিকম্পিত চিত্তে জীবনের দায়িত্বকে স্বীকার কর, গ্রহণ কর, পালন কর। বিপদ নাই, এমন মানুষ কোথায়? দুঃখ নাই, এমন জীবন কোথায়? মনুষ্যত্ব নাই, এই কথাটী যেন কদাপি তোমার সম্পর্কে প্রযোজ্য না হয়।

সম্পদে, বিপদে, উদ্বেগে, অভিনন্দনে, লাভে, শত্রুসঙ্কটে, দানে, দুর্ভিক্ষে, পুত্রলাভে, মহামারীতে, উৎসবে, উৎপীড়নে, সর্ব্বদা সর্ব্ব অবস্থায় অনুগত থাকিও সমবেত উপাসনার প্রতি। আমি বারংবার তোমাদের বলিয়াছি, "সমবেত উপাসনা আমার সঙ্গীতময়ী মূর্ত্তি, অখণ্ড-সংহিতা আমার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি, অখণ্ডমণ্ডলী আমার শরীর, অখণ্ডবিগ্রহ আমার প্রাণ আর তোমরা সকলে মিলিয়া আমার আত্মা।" সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া সমবেত ভাবে বিশ্বের সকল অকুশল বিদূরণের পন্থা প্রসারিত কর। সম্প্রদায়-বৃদ্ধির জন্য নহে, সকলের প্রতি সমান সম্প্রীতি সম্প্রসারণের জন্য এ সমবেত উপাসনা। সম্প্রদায়-বৃদ্ধির প্ররোচনায় নহে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিতে ইহার উদ্ভব।

ধারাবাহিক প্রযত্নে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কাজ চালাইয়া যাও। পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হউক, প্রাত্যহিক জোয়ারের যেমন পলিমাটি অদৃশ্য ভাবে পড়ে, ঠিক সেই ভাবে কাজ হইতে থাকিবে। শনৈঃ শনৈঃ ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করিও না। দ্রুত ফললাভ করিতে চাহে দুর্ব্বলেরা আর অপরিণামদর্শীরা। বটগাছ পাঁচ সাত সপ্তাহে বড় হয় না, ডাঁটা গাছের পক্ষে কিন্তু ঐ সময়টুকু যথেষ্ট। বট ও ডাঁটার প্রভাব ও প্রতাপ এক নহে।

জোর-জার করিয়া কুলি-কামিন যোগাড় করিয়া যখন যেমন পারিতেছি, নভোজল আর কলঘরের কাজ চালাইতেছি। নভোজলে পিলার ঢালাই করিবার কাজে একসঙ্গে বেশী কামিন দরকার হইতেছে। এদিকে কিছু সেদিকে কিছু এভাবে কুলী-কামিনের অনুপাতে কাজ চলিতেছে। আমার যোগাড়-যন্ত্র তৈরী, কেবল শ্রমিকের অপেক্ষা। বৃষ্টির অভাবে লোকের ধানচাষ শেষ হয় নাই বলিয়া কুলী একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। শ্রমদানী কর্ম্মীরা এই সময়টায় না থাকিলে চারিদিকে লণ্ডভণ্ড লাগিয়া যাইত। প্রতি বৎসর যাহাতে নানা স্থানের বিভিন্ন মণ্ডলী হইতে শ্রমদানী কর্ম্মীরা ঠিক পয়লা শ্রাবণ একদল এবং ১৫ই শ্রাবণ আর একদল আসিয়া পড়ে, এখন হইতেই তোমরা তাহা কর। শ্রমদানীরা এখানে কেবল শ্রমই দিল না, আগে জানিত না, কৃষির এমন অনেক কৌশল শিক্ষাও করিল।

কয়েকদিন হইল দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীমান্ সুশীল বসু শ্রমদান করিতে আসিয়াছে। ছেলেটা বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী।

শরীর আমার সুস্থ আছে। পায়ের ব্যথা কমিয়া গিয়াছে। ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিয়াছি। তোমরা সকলেই শ্রীচরণের কুশল জানি-

বার জন্য ব্যগ্র ছিলে। ভগবৎকৃপা তাঁহার শ্রীচরণ তিনি নিজেই সুস্থ করিয়া দিয়াছেন। শ্রম চলিতেছে অপ্রতিম। তোমরা নিজ নিজ স্থানে নিরলস রহিয়াছ কিনা, এই সংবাদটী আমার এখন প্রয়োজন। কুশল তোমাদের অবশ্যম্ভাবী, কারণ তোমরা আমার সন্তান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সারারাত্রি ঝিরঝির করিয়া শিশির-বিন্দুর মতন বৃষ্টি পড়িয়াছে। কাল প্রচণ্ড খাটুনি খাটিয়া নভোজ্বলের পিলারের ঢালাই করিয়াছি, বৃষ্টিটা কাজে আসিয়াছে। আজ কলঘরের পীঁড়ার উপরের কাজ সুরু হইবে। কলঘরটা কি? এই ঘরে খাদ্য বস্তুগুলি উৎপাদিত হইবে। একটা ঘরে ঘানি, একটা ঘরে ডালের কল, একটাতে চিঁড়ার কল, একটাতে আটার কল বসিবে। এইরূপ ছয়টী বড় বড় ঘর নিয়া একটা বাড়ি। দ্বিতলে ঠেকাপক্ষে ছাত্রেরা থাকিবে, নতুবা তৈরী মাল যথা তেল, ডাল, আটা, চিঁড়া আদির ভাণ্ডার থাকিবে। খাদ্য বস্তুর বিশুদ্ধতা এবং সুলভতা বিধান না করিতে পারিলে মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র কি করিয়া বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষাদানের জন্য নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ পরিবেশ সৃষ্টি

করিতে সমর্থ হইবে? অনেককাল আগে একবার স্কুল খুলিয়াছিলাম। কি কি কারণে চালু বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল, তাহা আমার মনে আছে। ভবী আর ভুলিবার নহে। খাদ্যের বিশুদ্ধতম নিশ্চিত ব্যবস্থা না করিয়া আর ছাত্রভর্ত্তির কথা উঠিতে দিব না। ঘর-বাড়ী গুলিও ইতিমধ্যে হইয়া যাওয়া দরকার। আমার দিক হইতে শ্রমের ও তত্ত্বাবধানের কোনও ত্রুটি হইতেছে না বা হইবে না। কিন্তু জনসাধারণের কাছ হইতে চাঁদা না তুলিয়া ভিক্ষা না করিয়া একমাত্র ঈশ্বরদত্ত দানে এবং নিজেদের শ্রমজাত অর্থে কি করিয়া দ্রুত প্রতিষ্ঠানের বাড়ী-ঘর গুলি যোগ্য ভাবে সমাপ্ত হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে যোগ্য চেতনা জাগিয়া উঠে নাই। কাহাকেও জোর করিয়া দান করিতে তোমরা বাধ্য করিও না।

এখন তোমাকে তোমার ব্যক্তিগত কথাগুলি বলি। সমস্ত দেহটাকে জানিবে ভগবানের মন্দির, এখানে প্রতি অণুপরমাণুতে, প্রতি রোমকূপে, প্রতি তন্তুতে, শিরায়, উপশিরায়, প্রতিটি মাংসকণায়, চর্ম্মকোণায়, অস্থিখণ্ডে ভগবানের পূজা করিতে হইবে। ভগবানের পূজার প্রকরণ জগৎ-কল্যাণ-চেষ্টা, উপকরণ জগৎ-কল্যাণ-চিন্তা। দেহের প্রতি অঙ্গে নিয়ত মনকে ভ্রাম্যমাণ রাখিবে আর তাহাকে অনুজ্ঞা দিবে,— "আমি জগৎকল্যাণকারিণী হইতেছি।"

এই কাজটী যে কি চমৎকার এক ব্যাপার, কিছুকাল অভ্যাস করিলেই ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইবে। উপদেশ সকলেই পাইতেছে, কিন্তু তাহার অনুসরণ কেহ করে না। ফল কি আকাশ হইতে আপনা আপনি নামিবে? নূতন এই সঙ্কল্প-ধারার প্রবলতম উচ্ছ্বাসের

মুখে নূতন বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া যাইবে, এই বিশ্বাস তোমরা রাখিও। অপর সাধন-প্রণালীর মধ্যে যেই সময়ে ব্যক্তিগত মোক্ষ সব চেয়ে বড় কথা হইয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে স্বরূপানন্দ তাহার প্রবর্ত্তিত সাধন-মার্গে প্রত্যেক সাধক-সাধিকার জন্য জগন্মঙ্গলের বাধ্যকর সঙ্কল্প দান করিয়াছেন। ইহা কাম-দহন-নিবারক, রোগ-জর্জ্জরতা-প্রশমক, নৈতিক দুর্ব্বলতার বিনাশক, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের অপহারক, অভাবনীয় চিত্তশান্তির প্রদায়ক। তোমরা প্রতিজনে জগন্মঙ্গল সঙ্কল্পে স্থায়ী ভাবে আরূঢ় হও।

আজ তিন তিন বার কাপড় জামা জুতা বৃষ্টির জলে ভিজাইয়াছি। এখনি পুনঃ আমাকে মাঠে নামিয়া পড়িতে হইবে। কাল মনসা-পূজার পরবে লোক আমোদ-প্রমোদ উপবাস-মেলা প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকিবে। জরুরী কাজ আজই সমাধা করা চাই। তাই লিখিতে লিখিতে ভাবটা যখন জমাট হইয়া আসিতেছিল, তখনি ছুটিতেছি মাঠে। আজ এই পর্য্যন্তই।

তবে হ্যাঁ, আর একটা কথা। জীবনটী প্রেমের আধার করিয়া তোল। পিতা, পতি, আত্মীয়, স্বজন প্রত্যেকে তোমার দর্শনে, স্পর্শনে, স্মরণে, মননে অন্তরে সুগভীর প্রেমভাবের অনুশীলন করিতে সমর্থ হউক। পিতৃ-সেবা অনেকেই করে কিন্তু পিতার প্রাণে প্রেমোদ্দীপন করিতে পারে না। স্বামিসেবা প্রত্যেক সধবা অল্প-বিস্তর করে কিন্তু স্বামীর অন্তরে প্রেম-ভাবকে নিরন্তর জাগরূক রাখিতে পারে না। আত্মীয় পরিজনের প্রতি স্নেহ-দয়া মায়া অনেক মেয়েরাই দেখাইয়া থাকে, কিন্তু দান, দয়া, উপহার ও উপঢৌকন তাহাদের লোভ-বৃত্তিতেই ইন্ধন দেয়, প্রেম জাগায় না। কৃতকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ফল লাভে এই যে ব্যর্থতা, ইহা মনুষ্য জীবনের একটী অপ্রকাশিত বিষাদান্ত নাটক। তুমি ঈশ্বরের নামে নিজেকে এমন ভাবে

নিমজ্জিত করিয়া দাও যেন, তোমার দৃক্‌পাত পড়া মাত্র, তোমার কণ্ঠধ্বনি শোনা মাত্র, তোমার করস্পর্শলাভ মাত্র, তোমার লিখিত লিপিপাঠ মাত্র জগতের প্রত্যেকের প্রাণে সুগভীর প্রেমের প্রবল বন্যা সুরু হইয়া যায়, যেই প্রেমে নাই কলুষ, নাই কলঙ্ক, নাই স্বার্থপরতা, নাই প্রবঞ্চনা, নাই দুর্ব্বলতা, নাই দুর্গন্ধ। প্রেমময় প্রভুর নাম করিতে করিতে এমন প্রেম-ময় স্বভাবটী লাভ কর যেন তোমার একের রূপান্তরে জগতের অসংখ্য জীবের রূপান্তর ঘটে।

তোমার স্বামীর সহিত বোধ হয় আমার কখনো সাক্ষাৎকার হয় নাই। আমি সম্ভবতঃ তাঁহার সম্পর্কে অধিক কিছু জানিও না। তুমি এক দেশে থাকিয়া দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরী করিতেছ, তিনি অন্য দেশে থাকিয়া অধিকতর দায়িত্ব বহন করিতেছেন। তোমাদের এই দৈহিক দূরত্ব তোমাদের আত্মার অসীম নিকটত্বকে যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহার দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখিও। স্বামী দণ্ডকারণ্যে গিয়াছেন বলিয়া মনে দুঃখ করিও না। বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েদিগকে এখন নিঃসঙ্কোচে নেফা, নাগাভূমি, আন্দামান, কেরল, কাশ্মীর, সৌরাষ্ট্র, গুর্জ্জর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র এবং লুসাই পাহাড়ে যাইতে হইবে। যে যেখানে পারে, সসম্মান জীবিকা নিজ ভুজবলে অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে। এই পৌরুষের আজ বিশেষ প্রয়োজন। সুভাষবাবুকে যেই দিন অপমান করিয়া কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল, তার আগ হইতেই বাঙ্গালীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিবার একটা ভুবনব্যাপী ষড়যন্ত্র সুরু হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে। তবে তাহা বিদ্বেষের বলে হইবে না। তাহা ব্যর্থ করিতে হইবে প্রথমত এই নৈতিক বলে যে, বাঙ্গালীর নিকটে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী প্রত্যেকে পাইবে প্রয়োজনে সেবা,

বিপদে সহায়তা, দুর্য্যোগে সহযোগিতা, রোগে ঔষধ, শোকে বান্ধবতা, ক্ষুধায় অন্ন, অবিদ্যায় জ্ঞান, দুর্ব্বলতায় চরিত্র, কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় পথ-নির্দ্দেশ। বাঙ্গালীর মনে প্রাদেশিকতার পাপ আর সাম্প্রদায়িকতার সাপ থাকিবে না। দ্বিতীয় উপায় নির্ভীক পৌরুষ। কাঁদিয়া নাঁদিয়া নহে, ভিক্ষাটন করিয়া নহে, অনুগ্রহ চাহিয়া নহে, কৃপা প্রার্থনা করিয়া নহে, সর্ব্বত্র নিজ-পৌরুষ-বলে আত্মপ্রতিষ্ঠা। মনে ইহাও রাখিতে হইবে যে, এই আত্মপ্রতিষ্ঠা ভারতের প্রত্যেক নরনারীর, জগতের প্রত্যেকটী জীবের কল্যাণ-সাধনের জন্যই চাই,—হীনতর নীচতর ন্যূনতর উদ্দেশ্য যেন অন্তরে ক্ষণকালের জন্যও ঠাঁই না পায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১লা ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

টাকা দিলেই দান হয় না। টাকাটার পশ্চাতে চাই একটা প্রাণবন্ত অনুভূতি যে, তুমি সৎকার্য্যে শুধু অর্থই নহে, নিজেকেও সমর্পণ করিতেছ।

তোমরা যে-কেহ যখনই যাহা-কিছু দান করিতেছ, তাহা পরিমাণে ছোট না বড়, এই কথাটা আমি কদাচ চিন্তাই করি না। আমি কেবল

খুঁজিতে থাকি, এই দানটুকুর পশ্চাতে তোমার অন্তরের শুভ-সাত্ত্বিক প্রেরণা কতটুকু। দান যদি এক মুষ্টি তণ্ডুল বা একটী তামার পয়সাও হয় কিন্তু তার পিছনে প্রাণঢালা সেবা-বুদ্ধি, হৃদয়ভরা প্রেম এবং অফুরন্ত উদ্দীপনা থাকে, তবে ঐ তুচ্ছ জিনিষটুকুই আমার নিকটে লক্ষ মুদ্রা বা কৌস্তুভ মণি হইয়া দাঁড়ায়।

চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে, দানে, সেবায়, শুশ্রূষায়, সাহায্যে, সহায়তায়, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক পরিবেশে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে তোমরা প্রতি জনে হও নির্ভীক, নিশ্চিন্ত, প্রেমিক, সহৃদয়, সদাজাগ্রত, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, নির্ম্মল ও অনবদ্য। প্রতি জনে সঙ্কল্প কর, তোমরা জগতের প্রত্যেকের কুশল সৃষ্টি করিবে, সঙ্কীর্ণতার পরিবন্ধন হইতে মুক্ত রহিয়া ব্যাপক জগদ্ধিত সাধন করিবে, বিশ্বের নবজাগরণে সভ্যতার ইতিহাসে তোমরা অপরিহার্য্য হইবে। তোমরা যে নরজন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ইহা উদ্দেশ্যহীন একটা নিতান্ত সাধারণ জান্তব ব্যাপার মাত্র নহে, এই প্রত্যয়ে সুস্থির থাকিও।

দেহে, মনে, বাক্যে এবং চিন্তায় সর্ব্বদা সুপরিচ্ছন্ন থাকিবে। যে-কেহ তোমার সংশ্রবে আসিবে, তাহাকেই পরিচ্ছন্নতর করিয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি দিবে। কুশ্রী, কদর্য্য, কলঙ্কিত এই ধরিত্রী তোমাদের সংস্পর্শে, চেষ্টায়, এবং প্রতিভার আলোকে সুশ্রী, সুন্দর এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

প্রেমের তোমরা প্রতিমা হও। তোমরা তোমাদের ঐশী শক্তির বলে জগৎ হইতে কামায়নের কুচর্চ্চা দূর করিয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

বিপদে সহায়তা, দুর্য্যোগে সহযোগিতা, রোগে ঔষধ, শোকে বান্ধবতা, ক্ষুধায় অন্ন, অবিদ্যায় জ্ঞান, দুর্ব্বলতায় চরিত্র, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় পথ-নির্দ্দেশ। বাঙ্গালীর মনে প্রাদেশিকতার পাপ আর সাম্প্রদায়িকতার সাপ থাকিবে না। দ্বিতীয় উপায় নির্ভীক পৌরুষ। কান্দিয়া নান্দিয়া নহে, ভিক্ষাটন করিয়া নহে, অনুগ্রহ চাহিয়া নহে, কৃপা প্রার্থনা করিয়া নহে, সর্ব্বত্র নিজ-পৌরুষ-বলে আত্মপ্রতিষ্ঠা। মনে ইহাও রাখিতে হইবে যে, এই আত্মপ্রতিষ্ঠা ভারতের প্রত্যেক নরনারীর, জগতের প্রত্যেকটী জীবের কল্যাণ-সাধনের জন্যই চাই,—হীনতর নীচতর ন্যূনতর উদ্দেশ্য যেন অন্তরে ক্ষণকালের জন্যও ঠাঁই না পায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১লা ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

টাকা দিলেই দান হয় না। টাকাটার পশ্চাতে চাই একটা প্রাণবন্ত অনুভূতি যে, তুমি সৎকার্য্যে শুধু অর্থই নহে, নিজেকেও সমর্পণ করিতেছ।

তোমরা যে-কেহ যখনই যাহা-কিছু দান করিতেছ, তাহা পরিমাণে ছোট না বড়, এই কথাটা আমি কদাচ চিন্তাই করি না। আমি কেবল

খুঁজিতে থাকি, এই দানটুকুর পশ্চাতে তোমার অন্তরের শুভ-সাত্ত্বিক প্রেরণা কতটুকু। দান যদি এক মুষ্টি তণ্ডুল বা একটী তামার পয়সাও হয় কিন্তু তার পিছনে প্রাণঢালা সেবা-বুদ্ধি, হৃদয়ভরা প্রেম এবং অফুরন্ত উদ্দীপনা থাকে, তবে ঐ তুচ্ছ জিনিষটুকুই আমার নিকটে লক্ষ মুদ্রা বা কৌস্তুভ মণি হইয়া দাঁড়ায়।

চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে, দানে, সেবায়, শুশ্রূষায়, সাহায্যে, সহায়তায়, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক পরিবেশে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে তোমরা প্রতি জনে হও নির্ভীক, নিশ্চিন্ত, প্রেমিক, সহৃদয়, সদাজাগ্রত, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, নির্ম্মল ও অনবদ্য। প্রতি জনে সঙ্কল্প কর, তোমরা জগতের প্রত্যেকের কুশল সৃষ্টি করিবে, সঙ্কীর্ণতার পরিবন্ধন হইতে মুক্ত রহিয়া ব্যাপক জগদ্ধিত সাধন করিবে, বিশ্বের নবজাগরণে সভ্যতার ইতিহাসে তোমরা অপরিহার্য্য হইবে। তোমরা যে নরজন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ইহা উদ্দেশ্যহীন একটা নিতান্ত সাধারণ জান্তব ব্যাপার মাত্র নহে, এই প্রত্যয়ে সুস্থির থাকিও।

দেহে, মনে, বাক্যে এবং চিন্তায় সর্ব্বদা সুপরিচ্ছন্ন থাকিবে। যে-কেহ তোমার সংশ্রবে আসিবে, তাহাকেই পরিচ্ছন্নতর করিয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি দিবে। কুশ্রী, কদর্য্য, কলঙ্কিত এই ধরিত্রী তোমাদের সংস্পর্শে, চেষ্টায়, এবং প্রতিভার আলোকে সুশ্রী, সুন্দর এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

প্রেমের তোমরা প্রতিমা হও। তোমরা তোমাদের ঐশী শক্তির বলে জগৎ হইতে কামায়নের কুচর্চ্চা দূর করিয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

মঙ্গলকুটীর
১লা ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্বামি-পত্নীর প্রেম স্বামীর পক্ষে দীর্ঘায়ু লাভের এক সুমহান্ উপায়। একথা অনেক মেয়েরা বোঝে না বলিয়া সম্ভাব্য প্রেমময় জীবনকে কলহময় এক জঞ্জালস্তূপে বা হিংস্র শ্বাপদের আবাসস্থল ঘন জঙ্গলে পরিণত করে।

স্বামীর সহিত স্ত্রী মিশিবে প্রত্যেকটী রোমকূপে, প্রত্যেকটী অণু-পরমাণুতে, অমিল তাহাদের কোথাও কিছুমাত্র থাকিবে না,—এমনটী হওয়া চাই। তবেই বিবাহ করা সার্থক। নতুবা বছর বছর সন্তান প্রসব কুক্কুরীরাও করে, বছর বছর সন্তান-জনন শূকরেরাও করে। কুক্কুর-শূকর অপেক্ষা মানুষ অনেক বড়, অনেক মহৎ, অনেক সুন্দর, অনেক উন্নত।

পুরুষ-নারীর পরস্পরের দেহের সহিত দেহের মিলন জৈব স্বভাব। এই স্তরে তাহারা আংশিক মানুষ, আংশিক পশু। এই দৈহিক মিলনকে সমাজ-বিধির অনুগত রাখা মানুষের স্বভাব। এই স্তরে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। এই দৈহিক মিলনকে দেহের সাময়িক ক্ষুধার দাবী পূরণ মাত্রে পর্য্যবসিত না করিয়া আত্মিক মিলনের অনুকূল করিবার চেষ্টা করা সাধকের স্বভাব। এই মিলনকে প্রধান বা অপ্রধান কোনও স্থানেই না রাখিয়া উভয়ের আত্মার অভিন্নতা স্থাপনের জন্য প্রয়াস পরিচালন যোগীর স্বভাব। সর্ব্বপ্রকার দেহজ সুখ বা অভ্যাসজ দেহা-

সক্তির ঊর্দ্ধে থাকিয়া দুই জনে মিলিয়া কেবলই আত্মিক উন্নতির পথে যুগপৎ ধাবিত হইবার চেষ্টা, সিদ্ধের স্বভাব।

তোমরা যোগী হও, সিদ্ধ হও, সিদ্ধযোগী হও।

নারী বরদা এবং বলদা। সে বরদান করিয়া স্বামীকে অভয় দিবে। সে অভয় দান করিয়া স্বামীকে বল দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

মঙ্গলকুটীর
হরিণ্ডি
১লা ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাকে পত্র লিখিতে বসিলে ফেলিয়া আসা দিনগুলির কথা মনে পড়ে।

একদা তুমি পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলে আমার নিকটে কুমিল্লা জেলার নবীপুর, সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী হইবে বলিয়া। ঘর ছাড়িয়া একা চলিয়া আসিয়াছিলে। এমন কতকগুলি গ্রামের মধ্য দিয়া তুমি একবস্ত্রে একাকিনী ছুটিয়া আসিয়াছিলে, যে সকল গ্রামের যে-কোনও পথের, যে-কোনও ঝাড়-জঙ্গলে যুবতী-নারীর সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যইতে পারে। তোমার মনে ডর ছিল না, ভয় ছিল না, আতঙ্ক ছিল না। লক্ষ্য কি? সন্ন্যাসিনী হইবে, জগতের সেবা করিবে।

আমি এবং সাধনা তোমাকে বুঝ-প্রবোধ দিতে দিতে হন্দ হইতে-ছিলাম। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যেই আমি কোনও স্ত্রীলোককে সাধারণ একটু ধর্ম্মোপদেশ পর্য্যন্ত দেই না, সেই আমি তোমাকে স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিতে বলিব ? তোমার ভিতরে এত সদ্‌গুণ ছিল যে, অন্য যে-কোনও সাধারন গুরুদেব হইলে তোমাকে চিরতরে নিজ আশ্রমে স্থান দিয়া হয়ত তোমার স্বামীর সঙ্গে নির্ল্লজ্জ ভাবে মামলা-মোকদ্দমা লড়িতেন। আমি তোমার আবদার মানিয়া লই নাই। তোমাকে গৃহে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম।

তারপরে পূর্ব্বহাটিতে। সেখানেও তোমার ঐ একই অবস্থা। হাজার লোকেও তোমাকে বুঝ-প্রবোধ মানাইতে পারিতেছিল না। কিন্তু আমি আমার শৃঙ্খলায় অটল ছিলাম। তোমাকে জোর করিয়াই তোমার স্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

তুমি যদি গৃহ ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে, চিরকাল তোমার স্বামীর বিদ্বেষ আশ্রমটীর উপরে থাকিত। তোমাকে গৃহে ফেরৎ পাঠাইয়া আমি তোমার স্বামীরও মহান্ উপকার করিলাম। ধীরে ধীরে সে তোমার প্রকৃত বৈরাগ্যের কারণ বুঝিল, প্রকৃতি বুঝিল, তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইল। আমার মনে হয়, শেষের দিক দিয়া সে তোমার প্রতি ভক্তিমান্‌ও হইয়াছিল।

ইহা তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা। সাধারণ সংসারী জীব সংসারের ভোগদুর্গন্ধি আত্মীয়তাটাকেই বোঝে, কিন্তু তোমার তপস্যার প্রতাপে তোমার স্বামী ত্যাগের, সংযমের, ঈশ্বরারাধনার মর্ম্ম বুঝিয়াছিল। ইহা তোমার জীবনেরও এক বিরাট বিজয়।

সেই তুমি আজ স্বামিহারা হইয়া বিধবার বেশে দেশান্তরিত হইয়া সমাজ-সেবার কাজে লগ্ন হইয়াছ। তুমি সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, তোমাকে শত শত বালিকার জীবনে মনুষ্যত্বের দীপ্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই কাজে যেন আলস্য না থাকে, এই কাজে যেন ফাঁকির প্রবেশাধিকার না হয়, একাজ যেন ষোল আনা অকপট হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৪ঠা ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ধর্ম্মের নামে কদাচার আর ব্যভিচার চলিতে দেওয়া হইবে না। এই পণ তোমরা কর। যে পাপ করিবে, সে তাহা পাপ জানিয়াই করুক। ফলে একদা তাহার সংশোধন সম্ভব হইবে। ধর্ম্মের নামে যাহারা পাপ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা অনেকে সমস্ত জীবনেই জানিবার অবকাশ পায় না যে, নিজের, পরের ও জগতের তাহারা কত ক্ষতি করিল।

ধর্ম্মচর্য্যা করিয়া মানুষ সাহসে, চরিত্রে, নৈতিক বলে কেবলই দুর্ব্বল হইতে থাকিবে, ইহা আমরা হইতে দিব না। এই পণ তোমরা কর। কত কত ধর্ম্মাচার্য্যদের আবির্ভাব হইতেছে আর অনুবর্ত্তীরা জগতের সংগ্রামে কেবলই পরাভূত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছে। কাহারও পক্ষে ইহা শ্লাঘনীয় নহে।

ধর্ম্ম যদি আমাদের মনুষ্যত্ব হরণ করে, তবে এমন ধর্ম্ম দিয়া আমরা কি করিব? ধর্ম্মকে যাচাই করিয়া গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবার অধিকার তোমাদের প্রত্যেকের আছে। গতানুগতিকতার নাম ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের সহিত দায়িত্ববোধের এবং জাগ্রত বিবেকের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

ধর্ম্মের জিকির দিয়া দেশব্যাপী অশান্তির অনল যাহারা প্রজ্জ্বলিত করিবে, তাহাদিগকে শাসন করিবার শক্তি আমাদের থাকা চাই। নতুবা চিরকাল প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা উৎপীড়িত হইবেন।

সম্প্রতি আমার খুবই খাটুনি আরম্ভ হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু বাবা, খাটিয়া আমি আনন্দ পাই। খাটিতে ভাল লাগে বলিয়াই আমি খাটি। শ্রমে আমার অরুচি নাই, ইহাই একমাত্র সত্য নহে, শ্রমে যে আমার প্রচুর আনন্দ, এই কথাটিও তাহার সহিত যুক্ত করিয়া নিতে হইবে। কাজ করা আর ব্রহ্মোপাসনায় রত হওয়া আমার নিকটে এক কথা। কর্ম্মকে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও দৃষ্টিতে আমি দেখি না অথবা অন্য কোনও অনুভূতিতে আমি পাই না। কর্ম্ম কেবল যোগই নহে, ইহা যোগাতীত প্রয়াসও বটে। কর্ম্মকে আসক্তির পঙ্ক হইতে যদি টানিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে কর্ম্ম তোমার ভক্তিদ, মোক্ষদ, জ্ঞানদ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের একটী বিশেষ সূক্ষ্ম বিভূতি। কাজের হিড়িক চলিয়াছে, না, আমি আনন্দের সমুদ্রে ডুব দিয়াছি। বিরাট কলঘরের পীঁড়া (Plinth) শেষ হইল। নভোজলীর (Water Tower এর) এখনো মাটীর সমতলে আসি নাই, তবে শীঘ্র আসিব। নভোজলীর ত মাটির তলাতেই কাজ বেশী। Embankment বা মঙ্গলবাঁধের

উপরে একটী স্ল্যাব হইবার পরে দুই ফুট ইট গাঁথিয়া একটা লিণ্টেল হইবে এবং তারপরে ছাত্রাবাসের দেওয়াল সুরু হইবে। স্ল্যাবটীর কাজ দুই তিন দিন মধ্যে ধরিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

মঙ্গলকুটীর

হরিওঁ

৬ই ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুত্রকে লইয়া অশেষ অশান্তিতে আছ। আজিকার দিনে তোমার মত শত শত মাতা অবাধ্য পুত্রের অশুদ্ধ জীবন-যাপন দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে নিয়ত আহত হইতেছে। কিন্তু এই অবস্থাকে চলিতে দেওয়া উচিত হইবে না।

আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্র তাহার জীবনের গতি-পরিবর্ত্তনের দ্বারা তোমার অক্ষয় শান্তির কারণ হউক। কিন্তু আমি কেবল আশীর্ব্বাদ করিলেই হইবে না, তোমাদেরও চেষ্টা করিতে হইবে।

পিতামাতা অধিকাংশ সময়েই পুত্রকন্যার সমক্ষে কোনও জ্বলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা তুচ্ছ বিষয়ে নিজ নিজ নীচ রুচির পরিচয় দিয়া পুত্রকন্যাদের মনোগতিকে বিকৃত করিয়া দিয়া

থাকেন। নিজেরা জীবন ভরিয়া যত অপকর্ম্ম করেন, তাহাকে অপ-ব্যাখ্যার দ্বারা দেবসুলভ আচরণ বলিয়া ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। ছোট ছোট চুরী করিয়া পুত্রকন্যাদিগকে বড় বড় চুরী সম্পর্কে বেপরোয়া করিয়া দেন। ছোট ছোট দুর্নীতিমূলক কাজ করিয়া পুত্রকন্যাদিগকে দুর্নীতির ঘূর্ণীপাকে নিক্ষেপ করেন। নিজেদের সুগুপ্ত ও নিগূঢ় জীবনের মধ্যে অনেকে এমন সব পাপের অনুশীলন করেন, যাহার বিষয়ে কেহই কিছু জানে না বলিয়া মনে মনে আত্মসন্তুষ্ট থাকিবার কোন্ রন্ধ্রপথে পুত্রকন্যারা তাহার খোঁজ পাইয়া যায়। তখন তাহাদের মনে জেদ বাড়ে, বাবা বা মা অমুক কাজ করিতে পারেন ত আমি তমুক কাজ করিলেই কেন দোষ হইয়া যাইবে?

অতীতকে আর সংশোধন করা যায় না কিন্তু অনুতাপের অশ্রুজলে অতীতের সন্তাপ নিবান যায়। পবিত্র সঙ্কল্পের বলে বর্ত্তমান জীবনকে আদর্শাভিমুখী করা যায়। অনির্ব্বাণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগাইয়া রাখিলে সৎসঙ্কল্পে সিদ্ধিলাভ করা যায়। জগাই-মাধাই পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। দস্যু রত্নাকর ঋষি বাল্মীকিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তোমরাও প্রতি জনে নিজ নিজ জীবনে যুগান্তর ও রূপান্তর সাধন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

মঙ্গলকুটীর

হরিওঁ

৬ই ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহও আশিস নিও।

জগন্ময় বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে-কোনও ছোট বা বড় প্রয়াস পাইবে, তাহাকেই আমি বলি সংগঠন। তোমরা প্রতি জনে আত্ম-কল্যাণের জন্য হইলেও এইরূপ সংগঠন-কার্য্যে সর্ব্বদা লগ্ন হইয়া থাকিবে। নিজেদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়া নহে, পিতৃমাতৃসেবা, পত্নীপুত্রসেবা, পরিজনগণসেবা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রতি জনের ইহা করা সম্ভব। যাহা সম্ভব, আমি তোমাদিগকে তাহাই করিতে বলিতেছি। বেশী কিছু বলিতেছি না।

কাজে তাড়াহুড়াও করিবে না, আবার কাজ ফেলিয়াও রাখিবে না। প্রত্যহ ছোট ছোট ভাল কাজ প্রতিজনে কর। ছোট ছোট সৎকাজ করিতে করিতে স্বভাব সৎ হইবে, রুচি সৎ হইবে। অনেকেরই সামর্থ্য থাকে কিন্তু রুচি থাকে না। সৎকাজে রুচির অভাব মানুষের পক্ষে বড় লজ্জাজনক। মানুষ পশু হইতে নিশ্চয়ই উন্নততর জীব।

তোমাদের পুত্রকন্যাগণের মতিগতি যাহাতে ধর্ম্মানুসারিণী, ন্যায়োপ-জীবিনী এবং সত্যানুসন্ধানী হয়, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য দাও। তোমাদের ধর্ম্ম, ত্যাগ ও আদর্শ তোমাদের নিয়াই ফুরাইয়া গেল ত' তাহাতে জগতের স্থায়ী লাভ কি হইল? সেবার আলোকবর্ত্তিকা তোমার হস্ত হইতে তোমার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রে কেন যাইবে না?

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

কয়েকটী মাতাল ও লম্পট একদা আমার কাছে আসিয়াছিল এবং মদও ছাড়িয়াছে, পরনারীসংশ্রবও বর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া লিখিয়াছ। ইহারা এখন প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিতেছে এবং নানা প্রতিষ্ঠানে দান করিতেছে। যদি ইহারা কদর্য্য অভ্যাস ত্যাগ না করিত, ধন ইহাদের হাতে কদাচ জমিত না যে দান করিবে। ইহারা আমাকে অর্থদান না করিয়া অন্যকে দান করিতেছে বলিয়া তুমি মনে এত ব্যথা পাইতেছ কেন? আমি কি লোকের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপকার করি তাহাদের ধনের আশায়? সেই লোভ কি আমার আছে? আমি নীতি ও ধর্ম্মের পসরা বিক্রয় করিবার জন্য দোকান সাজাইয়া বসিয়াছি? আমার সেবা নিষ্কাম, আমার দান স্বার্থগন্ধহীন। আমি লোকের সেবা করিয়া প্রতিদান-প্রত্যাশা করিব কেন? ইহারা ধনার্জ্জন করিতেছে এবং সেই ধনের কিয়দংশ বিভিন্ন সৎপ্রতিষ্ঠানকে দিতেছে, আমার আহ্লাদিত হইবার পক্ষে এইটুকুই কি যথেষ্ট নহে? তোমরা পৃথিবীর যে-কোনও অংশে যে-কোনও সৎকার্য্যের সহায়তা কর, সেই সহায়তা ত আমাকেই করা হইতেছে বাছা!

পুপুন্‌কীতে আমি কাজের হিড়িকে পড়িয়াছি। এত দিন সাধনা যখন কাজ দেখিত, আমি আসিয়া পত্র লিখিতে বসিতাম। আমি যখন কাজ দেখিতাম, সাধনা লোককে চিঠিপত্র লিখিত। জরুরী কাজে সাধনা বারাণসী এবং তথা হইতে কলিকাতা গিয়াছে। আমার একার উপরে চোট পড়িয়াছে। হাজার পত্র আমার লিখিবার ঘরে চারিদিকে কঁদিয়া মরিতেছে, উত্তর দিবার জন্য দুই একখানার বেশীকে স্পর্শসুখটুকুও দিতে পারিতেছি না। কত পত্রে কত কাতরতা, কত দুঃখের বারতা, কত শোকের কাহিনী, কত ব্যর্থতার বেদনা। এইগুলির প্রতি সুবিচার

না করাও অপরাধ। দুঃখার্ত্তা ধরিত্রী কাঁদিতে থাকিবে আর আমি নানা ছলছুতা দিয়া সেই ক্রন্দনকে উপেক্ষা করিব, ইহা এক রাজসিক বিমূঢ়তা। কিন্তু আমি নিরুপায়, সেক্রেটারী রাখিবার অর্থ নাই, আবার নির্ম্মাণ-কার্য্য ও কৃষিকার্য্য সবই নিজেকে দেখিতে হয়। আশ্রমে ত উড়ন্ত পাখীরা আসিয়া বাস করে, কয়জন কর্ম্মী স্থায়ী হয়? এখানে ত মালপোয়া ভোগের ব্যবস্থা নাই, অঢেল বিশ্রামের অবসর নাই, গল্প-গুজবের আসর নাই, ভিক্ষাসংগ্রহের বালাই নাই বলিয়া ভিক্ষাটনের নাম করিয়া গৃহস্থের ঘরে ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইবার সুযোগ নাই। কর্ম্ম-যজ্ঞের আগুন এখানে নিয়ত লেলিহান। যার শরীরের চামড়া পুরু ও শক্ত, একমাত্র সে-ই এই তাপ সহ্য করিয়া থাকিতে পারে ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

মঙ্গলকুটীর

হরিওঁ

৮ই ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ভিতরে অফুরন্ত শক্তি রহিয়াছে। সাধন করিয়া সেই শক্তিকে বিকশিত কর। সাধনে তোমাদের রুচি নাই বলিয়াই তোমরা তোমাদের অন্তর্নিহিত পরম সম্পদ সম্পর্কে একেবারে অন্ধকারে রহিয়াছ।

ভিতরের শক্তিকে জাগাইবে, এই জন্যই ত দীক্ষা নিয়াছিলে। হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্য ত বাবা দীক্ষা নাও নাই।

যাহারা ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও কদর্য্য কার্য্য সমূহকে চালাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের প্রতি তোমরা খড়্গহস্ত হও। পল্লীবাসীদের নৈতিক জীবনকে কলুষিত করিবার এই সকল ষড়যন্ত্রকে তোমরা সমূলে উৎখাত করিতে যত্নবান্ হও। একবার কোনও প্রকারে গুরুর পদবী-লাভ করিতে পারিলে শিষ্যোপশিষ্যদের পরিবারে অসংযম ও অনৈতিকতার চর্চ্চা করিবার প্রলোভন যেই সকল পশুর রহিয়াছে, তাহাদের জন্য শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন। দেশবাসীর নৈতিক চরিত্রের মর্য্যাদার দিকে তাকাইয়া এই সকল বিষয়ে তোমরা কঠোর হও। একটা নর-পশুকে দেবতা বানাইয়া তাহার পূজা আর অর্চ্চনা নিতান্তই অন্ধের কাজ, মূর্খের কাজ। তোমরা জনগণের অন্ধত্ব ও মূঢ়তা দূর কর।

অবশ্য, এই জন্য ব্যক্তি-বিশেষের নিন্দায় আত্মনিয়োগ করা তোমাদের উপযুক্ত হইবে না। পরনিন্দায় নিজের চরিত্রে নিন্দনীয় প্রবণতা সঞ্চারিত হয়।

পুত্রকন্যার বিবাহের কথা লিখিয়াছ। বিয়া-শাদী জানা-শুনা পরিবারের মধ্যেই হওয়া ভাল। অপরিচিত-চরিত্র পরিবারে বিবাহাদি দেওয়ায় বা করায় যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। অনেক দূরদেশে পুত্রকন্যার বিবাহ দিলে বিরহ-ক্লেশ অসহনীয় হয়। কিন্তু দূরদেশে অবস্থান যেখানে কন্যা-জামাতার জীবনে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব আনয়ন করিবে, সেখানে দূরত্বের বাধাকে হেলায় লঙ্ঘন করা উচিত, নিকট বা দূর যেখানেই বিবাহ স্থির কর, জানাশুনা পরিবারের সহিত আত্মীয়তা করিও।

আগেকার দিনে কুলগুরু প্রথা ছিল। তাহার তাৎপর্য্যও কতটা এইরূপ। জানাশুনা পরিবার হইতে গুরুদেবের আবির্ভাব হইলে অনেকগুলি বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির নাম শুনিয়া তাহাকে গুরু করিয়া অনেক সংসারে আগুন লাগিয়াছে। শরৎচন্দ্র "গৃহদাহ" বহিখানাতে বর্ণনা করিয়াছেন, বন্ধু সুরেশ বন্ধু মহিমের কি করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। অনেক নরপশু গুরুদেব সাজিয়া শিষ্যের গৃহে এর চেয়ে ভয়ঙ্করতর আগুন জ্বালিয়াছে।

তোমার অসুস্থতার সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলাম। নিয়ত সঙ্কল্প করিতে থাক, তুমি সুস্থ হইবে। রোগ কেবল ঔষধেই সারে না, মনের বলেও সারে। মনের অবিরাম অনুজ্ঞা শরীর শুনিতে বাধ্য হয়। সুস্থ হইব, সুস্থ হইব, অবিরাম ভাবিতে ভাবিতে তুমি সুস্থ হইয়া যাইবে। কাজ করিয়া দেখ, ফল পাইবে। কাজ না করিলে ফল কি করিয়া পাইবে? তীব্র চিন্তার চেয়ে অধিক ফলপ্রদ কার্য্য জগতে আর কিছু নাই। এই জন্যই মহান্ চিন্তাবীরেরা মহত্তম কর্ম্মবীর।

দেহ তোমার জগতের কল্যাণের জন্য। জন্ম-মরণ সব-কিছু তোমার জগতের কল্যাণের জন্য। নিয়ত জগৎকল্যাণ চিন্তা কর। তোমার রোগ, তোমার স্বাস্থ্য, তোমার দারিদ্র্য, তোমার সম্পদ, তোমার নির্ব্বান্ধবতা, তোমার বহুবান্ধবতা, সবই জগতের কল্যাণের জন্য। জগৎ-কল্যাণের জন্য নিঃসঙ্গ থাকিবে, জগৎকল্যাণের জন্য জনসমারোহে মাতিবে।

সর্ব্বদা মনকে উচ্চচিন্তায় পূর্ণ রাখিও। আমাদের চিন্তাই আমাদের

জীবন! উচ্চ চিন্তাই উচ্চ কর্ম্মের প্রস্তুতি। চিন্তাকে স্বচ্ছ কর, জীবন স্বচ্ছ হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৯ই, ভাদ্র ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

যখনি যে গুরু-ভাইবোনকে দেখিবে, কেবল সৎপ্রসঙ্গ করিবে, বাজে কথায় সময়াতিপাত করিবে না; তোমাদের পরস্পরের পরিচয়কে একটা গ্রাম্য ব্যাপারে পরিণত হইতে দিবে না। একে অন্যকে সাধন-বিষয়ে ভজন-বিষয়ে পারমার্থিক উন্নতির বিষয়ে কেবল উৎসাহ দিবে। পরস্পর পরস্পরকে প্রেরণা দিয়া দিয়া শক্তিবর্দ্ধন করিবে।

গুরু-ভাইবোনের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক রাখা ভাল নহে। নীচ স্বার্থ উচ্চ আধ্যাত্মিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ-পরতা বৃদ্ধির জন্য যত্ন নিবে। ইহা এক সুমহৎ কর্ত্তব্য, ইহা এক সুগভীর আনন্দ। ত্যাগের ব্রতে, দানের ব্রতে, পরহিতের ব্রতে প্রতি-জনে প্রতিজনের উত্তরাধার হও। কতকগুলি লোক মাঝে মাঝে

মিলিত হইয়া খিচুড়ী খাইবে আর খুব হৈ-রৈ করিবে, এজন্য একজন আর একজনকে গুরুভাই রূপে পাও নাই। আমি এক আনন্দ-লোকের সৃষ্টি করিতে চাহি। তোমরা তাহার অগ্রদূত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১০ই ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনকে একমুখ কর। একলক্ষ্য হও। গুরুদত্ত নামে অচলা নিষ্ঠা লাভ কর। নিষ্ঠার বলে সাধনে জোর বাড়াও। সাধনবলে অপরাজেয় হও।

দুঃখ-দারিদ্র্যের সর্ব্বনাশা নিষ্পেষণের মধ্যেও জোর করিয়া সরল মেরুদণ্ডে পথ চল, এককণা দুর্ব্বলতাকে মনের মধ্যে আসিতে দিও না কোনও দুর্যোগকেই গ্রাহ্য করিও না। দুর্গতি, দুর্ভোগ, দুঃসহ দুঃখ সব কিছু হাসিমুখে বরণ কর।

যুদ্ধ করিবার জন্যই জন্মিয়াছি। আরাম করিবার জন্য নহে। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জয় মিলিয়া জগতের মহত্তম দিগ্বিজয়ে পরিণত হইবে। থমকিয়া দাঁড়াইবার বা চমকিয়া পিছু হটিবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

এক স্থানে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছি বলিয়া থামিয়া যাইব? না, অন্য দিক্ দিয়া আমার সেনাবাহিনীর আমি করিব পরিচালন। সম্মুখে যে গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে আর একতিল অগ্রসর হইতে না দিয়া অন্য দিক দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিব, আক্রমণ করিব, জয় করিব। জীবনের দায়িত্ব সংগ্রাম, সংগ্রামের দায়িত্ব বিজয়। বিজয়ের দায়িত্ব বিশ্বসেবা, বিশ্ব-জন-সেবার দায়িত্ব নিষ্কপট নিষ্কলুষ সর্ব্বালিঙ্গনকারী অপরিমেয় অনবগাহ প্রেম।

সম্মুখে বিরাট কাজ, দেশব্যাপী জগদ্ব্যাপী, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কাজ। এই কথা মনে রাখিয়া সাধনে বসিবে। বিনা সাধনে শক্তি আসিবে না। বিনা শক্তিতে জয়লাভ সম্ভব নহে। কেবলই দৈবের উপরে নির্ভর করিয়া পাঁচ সাত দশ শতাব্দী পার করিয়া দিয়াছ। আর কত কালাত্যয় ঘটিতে দিবে?

পৃথিবীতে সকল কাজ তোমাকেই একা করিতে হইবে, তাহা নহে। একা কেহ তাহা পারেও না। কিন্তু তোমার কাজের ঢং এমন হওয়া চাই যেন তুমি কাজে হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা উহা করিতে প্রলুব্ধ হয়, আকৃষ্ট হয়, অবারণীয় আগ্রহ অনুভব করে। কাজ করিবার এই ঢংটাকেই বলে প্রচার। তোমরা প্রচার-কার্য্যকে অনাবশ্যক জ্ঞান করিও না বাবা।

যখন হাজার লোককে একই লক্ষ্যে নিয়োগ করিতে হইবে, তখন তোমার কাজের যে ঢং, যে শৃঙ্খলা, যে গতি হইবে, তাহার নাম সংগঠন। তোমাদের প্রত্যেকের সংগঠনেও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর
১০ই ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

গুরুভ্রাতা দর্শনে তাহাদের গুরুদর্শনের আনন্দ হয়, যাহাদের অকৃত্রিম গুরু-ভক্তি আছে। পুত্রে যেমন পিতা বর্ত্তমান, সৃষ্টিতে যেমন স্রষ্টা বিদ্যমান, গুরুভ্রাতাতে তেমনি গুরুদেব সূক্ষ্মভাবে রহিয়াছেন।

গুরুভক্তির আর এক লক্ষণ গুরুস্মরণে আনন্দ-সঞ্চার। গুরুতে যার ভক্তি নাই, তার এই আনন্দের আস্বাদন হয় না। এই আনন্দে সকলেরই প্রয়োজন-বোধ জন্মে, তাহা নহে কিন্তু যে এই আনন্দ পায়, সে-ই ইহার মর্ম্ম বোঝে, অন্যে বোঝে না। আমি তোমাদিগকে গুরুভক্তির শিক্ষা দেই নাই, দিয়াছি আদর্শ-নিষ্ঠার শিক্ষা। এই কারণে তোমাদের অনেকেরই গুরুভক্তি গভীর নহে। এই জন্য তোমরা অনেকেই এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু যাহারা বঞ্চিত নহে, তাহারা অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন পাইয়া যাইতেছে।

গুরুভক্তের আনুগত্য স্বাভাবিক, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত। গুরুভক্তের সেবা অকপট, নিঃসর্ত্ত ও অন্তর-অভিসন্ধি-বর্জ্জিত। গুরুভক্তের কর্ম্ম নিষ্কাম, প্রতিদানলোভহীন ও বাহ্যাড়ম্বর-মুক্ত।

গুরুভক্তের সবই ভাল, তবু আমি তোমাদিগকে গুরুভক্তির শিক্ষা গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দেই নাই কেবল এই জন্য যে, আমি পৃথিবীতে একদল ক্রীতদাস সৃষ্টি করিয়া কোটি-গণ-পতি হইতে চাহি না।

এক স্থানে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছি বলিয়া থামিয়া যাইব? না, অন্য দিক্ দিয়া আমার সেনাবাহিনীর আমি করিব পরিচালন। সম্মুখে যে গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে আর একতিল অগ্রসর হইতে না দিয়া অন্য দিক দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিব, আক্রমণ করিব, জয় করিব। জীবনের দায়িত্ব সংগ্রাম, সংগ্রামের দায়িত্ব বিজয়। বিজয়ের দায়িত্ব বিশ্বসেবা, বিশ্ব-জন-সেবার দায়িত্ব নিষ্কপট নিষ্কলুষ সর্ব্বালিঙ্গনকারী অপরিমেয় অনবগাহ প্রেম।

সম্মুখে বিরাট কাজ, দেশব্যাপী জগদ্ব্যাপী, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কাজ। এই কথা মনে রাখিয়া সাধনে বসিবে। বিনা সাধনে শক্তি আসিবে না। বিনা শক্তিতে জয়লাভ সম্ভব নহে। কেবলই দৈবের উপরে নির্ভর করিয়া পাঁচ সাত দশ শতাব্দী পার করিয়া দিয়াছ। আর কত কালাত্যয় ঘটিতে দিবে?

পৃথিবীতে সকল কাজ তোমাকেই একা করিতে হইবে, তাহা নহে। একা কেহ তাহা পারেও না। কিন্তু তোমার কাজের ঢং এমন হওয়া চাই যেন তুমি কাজে হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা উহা করিতে প্রলুব্ধ হয়, আকৃষ্ট হয়, অবারণীয় আগ্রহ অনুভব করে। কাজ করিবার এই ঢংটাকেই বলে প্রচার। তোমরা প্রচার-কার্য্যকে অনাবশ্যক জ্ঞান করিও না বাবা।

যখন হাজার লোককে একই লক্ষ্যে নিয়োগ করিতে হইবে, তখন তোমার কাজের যে ঢং, যে শৃঙ্খলা, যে গতি হইবে, তাহার নাম সংগঠন। তোমাদের প্রত্যেকের সংগঠনেও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১০ই ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

গুরুভ্রাতা দর্শনে তাহাদের গুরুদর্শনের আনন্দ হয়, যাহাদের অকৃত্রিম গুরু-ভক্তি আছে। পুত্রে যেমন পিতা বর্ত্তমান, সৃষ্টিতে যেমন স্রষ্টা বিদ্যমান, গুরুভ্রাতাতে তেমনি গুরুদেব সূক্ষ্মভাবে রহিয়াছেন।

গুরুভক্তির আর এক লক্ষণ গুরুস্মরণে আনন্দ-সঞ্চার। গুরুতে যার ভক্তি নাই, তার এই আনন্দের আস্বাদন হয় না। এই আনন্দে সকলেরই প্রয়োজন-বোধ জন্মে, তাহা নহে কিন্তু যে এই আনন্দ পায়, সে-ই ইহার মর্ম্ম বোঝে, অন্যে বোঝে না। আমি তোমাদিগকে গুরুভক্তির শিক্ষা দেই নাই, দিয়াছি আদর্শ-নিষ্ঠার শিক্ষা। এই কারণে তোমাদের অনেকেরই গুরুভক্তি গভীর নহে। এই জন্য তোমরা অনেকেই এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু যাহারা বঞ্চিত নহে, তাহারা অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন পাইয়া যাইতেছে।

গুরুভক্তের আনুগত্য স্বাভাবিক, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত। গুরুভক্তের সেবা অকপট, নিঃসর্ত্ত ও অন্তর-অভিসন্ধি-বর্জ্জিত। গুরুভক্তের কর্ম্ম নিষ্কাম, প্রতিদানলোভহীন ও বাহ্যাড়ম্বর-মুক্ত।

গুরুভক্তের সবই ভাল, তবু আমি তোমাদিগকে গুরুভক্তির শিক্ষা গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দেই নাই কেবল এই জন্য যে, আমি পৃথিবীতে একদল ক্রীতদাস সৃষ্টি করিয়া কোটি-গণ-পতি হইতে চাহি না।

যাহারা মন দিয়া প্রাণ দিয়া সাধন করিবে, তাহাদের মধ্যে ভক্তির মন্দাকিনী আপনি কুলুকুলু নিনাদে পাষাণ ভেদিয়া বহিতে সুরু করিবে। তোমরা সাধন করিতেছ, এইটুকু শুনিলেই আমি সুখী, তোমাদের নিকটে স্থূল বা সূক্ষ্ম আর কিছু আমার পাইবার চেষ্টা নাই, দাবী নাই, লিপ্সা নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

কলিকাতা

১৯শে ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বড় বড় সহর হইতে গ্রামগুলিতে আমাদের কর্ত্তব্যের দায় অধিক। শহরে বন্দরে মনীষী পুরুষেরা বাস করেন, গ্রামগুলি প্রতিভাধরের সৃষ্টির আলোক হইতে বঞ্চিত। সেখানেই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। গ্রামের তুচ্ছ লোকগুলিকে অবহেলা করিয়া লাভ নাই। রাজনীতিকেরা ভোটের সময়ে একবার ইহাদের খোঁজ নেন, তাহার পরে গ্রামের পথ সেই তিমিরে সেই তিমিরে। তুমি ও আমি সাধারণ লোক। আমাদের কোনও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। পল্লীর প্রাণে প্রদীপ জ্বালিবার পুণ্যভার আমাদের উপরেই পড়িয়াছে জানিও।

পল্লীবাসীর প্রতিজনের প্রাণে নূতন উদ্দীপনা ও নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিতে হইবে। তোমরা নিজেরা যদি আদর্শবাদী এবং আদর্শনিষ্ঠ হও, তাহা হইলে এই কার্য্য সুগম ও সফল হইবে। বক্তৃতা দেশে প্রচুর

হইয়াছে, তাহার কিছু ফলও হইয়াছে কিন্তু কেবল বক্তৃতায় মানুষের মন ভরে না। কথা অনুযায়ী কাজও চাই। দশ মণ কথার ফলে যদি মাত্র এক রতি কাজ হয়, তবে তাহা অলাভজনক। এক রতি কাজ কথা ছাড়াও হইতে পারে।

ভক্তির প্লাবনে সহর ভাসাইয়া দাও। কর্ম্মের প্লাবনে গ্রামগুলিকে ডুবাও। পল্লীতে পল্লীতে লক্ষ লক্ষ ভক্তিমান্ পুরুষ-নারী বাস করিতেছে। তাহাদের এখন প্রয়োজন কর্ম্ম। কর্ম্মে আস্থাবান্ সহস্র সহস্র পুরুষ-নারী সহরগুলিতে আছে। তাহাদের এখন প্রয়োজন ভক্তি। যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহাকে তাহা লাভ করিবার সহায়তা দাও, শক্তি দাও, প্রেরণা দাও।

সঙ্ঘ কখনও বাগ্মিতার বা বাচালতার শক্তিতে বড় হয় না। সঙ্ঘ বড় হয় নিষ্ঠার শক্তিতে। নিষ্ঠা সহকারে ব্রতপালন এবং কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন যখন একযোগে অনেকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সঙ্ঘ তখনই হয় শক্তিশালী। তোমরা শক্তির উপাসক হও, বাগ্মিতার বা বাচালতার নহে।

সাধন না করিলে মন বহির্ম্মুখ হইবেই। প্রত্যেকে সাধন-পরায়ণ হও। তোমাদের কাজ সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে কিন্তু সে কাজে সফলতা আহরণ করিতে হইলে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাধন-বলও চাই। ফাঁকি দিয়া মহৎ কার্য্য সম্পাদন সম্ভব বলিয়া একজনেও জ্ঞান করিও না। শ্রম, সুকঠোর শ্রম, দিবারাত্র শ্রম, নিষ্কাম, নিষ্কপট শ্রম তোমাদের করিতে হইবে। শ্রম হইতে শ্রমান্তরে ঝাঁপাইয়া পড় এবং এই কর্ম্মান্তর গ্রহণকে বিশ্রাম বলিয়া অনুভব করিবার অভ্যাস কর।

কাজ না করিলে কেহ আত্ম-শক্তির পরিচয় পায় না। ঘরে বসিয়া ঘুমাইলে বা বৃথা বাচালতা করিলে সময় কাটিতে পারে কিন্তু শক্তি বাড়ে না, নিজ শক্তির ওজন ও মহিমা নিজের নিকটে ধরা পড়ে না।

কাজ করিতে হইবে এবং ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। পৃথিবীতে সব চেষ্টাই সফল হয় না। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলও হয় না। যেখানে কোনও ফল হইবার সম্ভাবনা নাই, এমন স্থানেও শ্রমের ফল পাওয়া গিয়াছে, ইহা আমাদের প্রতিজনের জীবনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা। ইহা কবিকল্পনাও নহে, আশ্চর্য্য ব্যাপারও নহে। হয়ত বিফল হইতে পারি, এই ভাবিয়া কাজ হইতে দূরে থাকা বোকামি ছাড়া আর কি? বিফল হই, সফল হই, সদুদ্দেশ্যে সৎপ্রয়াসে কদাচ কার্পণ্য করিব না, এই জিদ্ থাকা চাই।

ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের ভিত্তি কর। ভিত্তি শক্ত হইলে হর্ম্ম্য অক্ষয় হয়, ভূকম্পে তার কিছু করিতে পারে না। অতীতে যে অব্রহ্মচর্য্য করিয়াছ, তাহার জন্য মনকে আর দুর্ব্বল হইতে দিও না। অতীতে যাহা হইবার হইয়াছে, তাহাকে নিজের কবর নিজে খুঁড়িতে দাও। ভবিষ্যৎ লইয়া এখন তোমার কারবার। তাই বর্ত্তমানকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। অন্তরভরা উৎসাহ নিয়া তোমার অবস্থায় যেটুকু ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব, তাহা পালন কর। গান্ধীজী ব্রহ্মচর্য্য পালন সুরু করিয়াছিলেন পঞ্চাশ বৎসর বয়স পার হইবার পরে। ইহার পূর্ব্বে তিনি চলিয়াছেন সাধারণ লোকদেরই মত। কিন্তু যখন ব্রহ্মচর্য্য ধরিলেন, তখন ইহাকেই ধ্যান, ইহাকেই জ্ঞান করিলেন, নানা যুক্তিতর্কে বা হেতুবাদে নিজের সঙ্কল্পকে দুর্ব্বল হইতে দিলেন না। তাঁহার বর্ষীয়ান্ জীবনের সেই ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাকে দুর্দ্ধর্ষ ও সঙ্কল্পবান্ পুরুষে পরিণত করিয়াছিল।

যদি আকৈশোর ব্রহ্মচর্য্য পালন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে তিনি আরও দুর্দ্ধর্ষ, আরও দৃঢ়সঙ্কল্পবান্ হইতে পারিতেন। ব্রহ্মচর্য্য শক্তির উৎস, জীবনের সকল অবস্থাতেই ইহা অমৃত স্বরূপ। ইহা জীবনের প্রতিপদবিক্ষেপে বীর্য্যদ, শৌর্য্যদ, শুভদ। তোমরা ব্রহ্মচর্য্যকে তাহার যোগ্য সম্মান, যোগ্য মূল্য, যোগ্য সমাদর দিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইও না। তবে মনে রাখিও, ব্রহ্মচর্য্যের অভিনয় আর ব্রহ্মচর্য্য এক কথা নহে।

আবাল্য আমি ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিয়াছি। যেখানে আমার কণ্ঠ-স্বর পৌঁছিয়াছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে শান্তির হাওয়া বহিয়াছে। যাহারা এই কণ্ঠ শোনে নাই, এই লেখনীর লিপিকা পায় নাই, তাহারা কুসঙ্গলব্ধ কুসংস্কারগুলির কবলে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি করিয়াছে। একাই আমি একাজ করি নাই, নাম-গোত্র-পরিচয়হীন আত্ম-গোপনকারী প্রচ্ছন্নচারী আরও শত শত মহাপ্রাণ পুরুষ সেই সময়ে এই কাজ করিয়াছেন। কাজের ঢং একটু আধটু তফাৎ থাকিলেও ইঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এক ছিল। সে উদ্দেশ্য নবভারতের সৃষ্টি, নিদ্রিত ভারতের নবজাগরণ, মহাজাতির সুপ্তি হইতে বীর্য্যময় গাত্রোত্থান। সেদিন ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া দেশ-সেবা হইত না, দেশসেবার গোড়ার কথা ছিল আত্মগঠন, চরিত্রসাধন, দুর্জ্জয়-সাহস-প্রযুক্ত আত্মদানের সঙ্কল্প। সেদিন খুঁত নিয়া কেহ বলি হইতে চাহিতেন না, নিখুঁত দেহ নিখুঁত মন দেশমাতৃকার চরণে বলি দিতে হইত। ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনের মহনীয় চেষ্টায় যে কয়জন প্রাণ দিয়াছিলেন বা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের প্রতিজনের ছিল সাগ্রহ নিষ্ঠা এবং অটুট বিশ্বাস।

সেই দিনটীকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সেই দিনটীর

প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব নহে। সেই দিনটীর পুনরাগমন দেশ, দশ, সমাজ ও জাতির জন্যই প্রয়োজন। সেই দিনটীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজ তোমাদিগকে পথ-পরিক্রমায় নামিতে হইবে। যৌনবাদী জড়সমর্থকেরা যতই শাণিত কুযুক্তি আর ক্ষুরধার কুতর্ক সৃষ্টি করুন, তাঁহাদের সমগ্র চেষ্টাকে উপেক্ষার হাসিতে চিরবিদায় দিয়া তোমাদের কাজে নামিতে হইবে। জড়বাদী অজ্ঞেয়তার উপাসকেরা পাশ্চাত্য মরীচিকার ধাঁধায় পড়িয়া যতই কুপন্থার আবিষ্কার ও প্রচলন করিয়া থাকুন না কেন, অথবা এই কুপ্রচেষ্টায় জনসাধারণের অর্থের যতই আপত্তিজনক অপচয় করুন না কেন, আদর্শবাদী তোমরা ধীর পরাক্রমে অগ্রসর হইতে থাক। জাতিকে নিয়া ছিনিমিনি খেলিবার ভার উহাদের উপরে থাকিতে পারে, কিন্তু জাতিকে গড়িবার ভার তোমাদেরই উপরে, যাহারা ভোটের কাঙ্গাল হইয়া নির্ব্বাচনের সময়টুকুতেই কেবল গণ-সংযোগ কর না, যাহারা ক্ষমতার সিংহাসনে বসিবার কামনা কদাচ কর না। যাহারা স্বদেশ-সেবা ও সমাজসেবার সহিত আত্মীয়পোষণ এবং দুর্নীতিতোষণকে অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার কর না। সততায় তোমরা অভেদ্য হও, অভ্রস্পর্শী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি ওঁ

কলিকাতা

২০শে ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেকে নিজেরা কাজ করিতে পারে না কিন্তু যোগ্য নেতা পাইলে

অসাধ্যসাধন করে। এই স্থানেই নেতার প্রয়োজনীয়তা। সকলকে নিজ নিজ উপযুক্ত কাজে লাগাইয়া রাখিয়া একটী সুমহৎ উদ্দেশ্যকে সিদ্ধির দিকে ক্রমশ আগাইয়া নিবার পৌরুষের নামই নেতৃত্ব।

অসাধ্যসাধনের নেশা তোমাদের হউক। দিগ্বিজয়ের অভীপ্সা তোমাদের জাগুক। সাধারণ লোকের মতন তুচ্ছ আশা আর তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা লইয়া কেন তোমরা কাল কাটাইবে? নিজেদিগকে কেন তোমরা অসাধারণ জ্ঞান করিবে না? কোন্ অসাধ্য কাজ তোমাদের দ্বারা সুসাধ্য নহে?

জগতে সকলেই ধনী হয় না কিন্তু ঐক্যের অনুশীলন সকলেই করিতে পারে। প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে সাধনপরায়ণ হও এবং সমষ্টিগত ভাবে যুগপৎ শক্তি-পরিচালনে অভ্যস্ত হও। তাহারই নাম ঐক্য। ঐক্যে যে বল, আর সাধনে যে তৃপ্তি, বচভাষণে তাহা নাই। তোমরা ঐক্যবলপ্রবুদ্ধ হও, তোমরা সাধনবলে-মহিমান্বিত হও।

গুরু ভাইবোনদিগকে সাধনে উৎসাহ দাও। অনেকেই নামে মাত্র অখণ্ড, কাজে কিছু করে না। ইহারা সঙ্ঘের আবর্জ্জনা। যাহারা নিজেরা সাধন করে না আবার অপরের সাধনানুরাগ হ্রস্বীভূত করিবার মত কাজ করে, তাহারা সঙ্ঘের কলঙ্ক।

যাহাকে দেখিবে, কেবল সাধন করিতে বলিবে। আজে বাজে অকেজো কথা তুলিতেই দিবে না। মনে রাখিও, জগতে তোমাদের অনেক করিবার আছে। করিবার মত কাজ যাহার আছে, সে কেন কথায় সময় নষ্ট করিবে? যে কথা কাজের সহায়ক, সে কথা অবশ্য দোষের নহে। তাহাকে কর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিবে।

চতুর্দ্দিকের প্রত্যেকটী প্রাণীকে ঈশ্বরানুরক্ত করা তোমার এক মহৎ কর্ত্তব্য। ইহার ফলে তুমি পাইবে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং জগৎ হইবে সুপ্রচুররূপে লাভবান। আমাদের কোনও কাজই একা নিজের জন্য নয়। আমাদের সকল কাজ জগতের সকলের জন্য।

যে-কোনও সমাজের অভ্যুদয়ের প্রথম সোপান ব্রহ্মচর্য্য। তারপরেই প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষার সহিত লব্ধ জ্ঞানকে সৎকার্য্যে বিনিয়োগের অনুশীলন ইহার পরেই প্রয়োজন। এই গুলি যেই সমাজে নাই, সেই সমাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া গড়িয়া ওঠে না।

প্রত্যেকটী ব্যাপারে তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের উপরে জোর দাও। বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ প্রত্যেকের জীবনের প্রতি অবস্থা-স্তরে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অন্তরের টান এবং গভীর শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। পুরুষ-নারী প্রত্যেকের মনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি সশ্রদ্ধ আন্তরিকতা থাকা আবশ্যক। প্রজাপতির জীবন নহে, পুরুষসিংহের জীবন তোমাদের কাম্য হউক।

ব্রহ্মচর্য্যের কথা উঠিলে যাহারা টিটকারী দেয়, তাহারা হতভাগ্য। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মনের রোগী, কেহ কেহ জ্ঞানপাপী। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা মনে মনে বোঝে না, এমন নরপশু জগতে অধিক নাই। কিন্তু ভণ্ডামি যেখানে প্রতিষ্ঠালাভের চটকে করে সহায়তা, সেখানে মূর্খোচিত মন্তব্য মানুষের মুখে আটকায় না।

ঈশ্বরে রাখিও মন, সাধনে রাখিও নিষ্ঠা, সাফল্যে রাখিও বিশ্বাস। রুচি আর বিশ্বাসকে সাত্ত্বিকতার চরমোর্দ্ধে স্থাপন করিবে। রুচি যেন হেয় না হয়, বিশ্বাস যেন শিথিল না হয়।

অমিত শক্তির আধার তোমরা, সর্ব্বশক্তি লইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে লাগো। নিজেদের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর। তোমাদের শক্তি পরমেশ্বর-দত্ত মহাবস্তু, ইহা কদাচ ক্ষুদ্র হইতে পারে না। তুমি তোমার শক্তিকে সদ্ব্যবহারে আনিবার বা ব্যাপক ব্যবহারে লাগাইবার কৌশলটী আয়ত্ত করিতে পার নাই, ইহা তোমার অনুশীলনের ত্রুটি মাত্র। দুর্ব্বলতার দার্শনিকতা আমার কাছে পাইবে না, আমি বীর্য্যময় মহদ্ধর্ম্মের উদ্গাতা, আমি শক্তিস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসক, আমি পৌরুষের প্রদীপ-ধারক, আমি আজীবন আমরণ তোমাদিগের অন্তরে শক্তিরই সঞ্চার করিব।

ছাত্র-ছাত্রী-সমাজের ভিতরে তোমরা প্রবল উদ্যম লইয়া প্রবেশ কর। প্রায় সকল স্থানেই দুই চারিজন করিয়া মহিলা-কর্ম্মী সীমিত পরিবেশের মধ্যে হইলেও কাজে লাগিয়াছে কিন্তু তোমাদের ওখানে একাজটী আরম্ভ হয় নাই। দ্রুত এই কাজটীতে হাত দাও। ছাত্র-সমাজ, ছাত্রী-সমাজ যেন অবহেলিত না হয়। তাহারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, তাহারা আমাদের জাতির সম্পদ। তাহারা জগতের অলঙ্কার, তাহারা সভ্যতার গৌরব। তাহাদের সহিত তোমরা আজকাল যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছ, ইহা তোমাদের সংগঠনের এক নিদারুণ পক্ষাঘাত বলিতে হইবে।

একই বিষয়ের পত্র যে একজনকে লিখিলে হয় না, শত শত জনকে লিখিতে হয়, ইহা তোমাদের সংগঠনের কলঙ্ক। এক কথা একবার লিখিলে যে হয় না, শতবার যে লিখিতে হয়, ইহা তোমাদের মনুষ্যত্বের কলঙ্ক। আমি তোমাদিগকে নিষ্কলঙ্ক দেখিতে চাহি। কোথাও

কোনও কল্যাণ-কথা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মর্ম্ম এবং নিগূঢ় তত্ত্ব দিকে বিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য। সৎসংবাদ দোষদর্শী বা গুণগ্রাহী সকলেরই জানা থাকা কর্ত্তব্য। কেহ অবহেলা-পরায়ণ বলিয়া তাহাকে তোমরা প্রয়োজনীয় সংবাদটুকু হইতে বঞ্চিত করিও না। কেহ সমালোচনাপরায়ণ বলিয়া তাহার নিকটে কল্যাণবাণী পরিবেশনে কুণ্ঠিত হইও না। আবশ্যকীয় কথা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া যাও। যাহা ছড়াইতেছ, তাহার ভিতরে শুভ-প্রেরণা কিছু থাকিলে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী সকলেরই ভিতরে সে তাহার কাজ করিবেই করিবে।

যাহারা বিশ্বাসী ও আগ্রহী, তাহারা যদি তোমাদের প্রচারশীলতার অভাবে বা অসম্পূর্ণতায় আবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তাহা তোমাদের যে চূড়ান্ত অযোগ্যতার পরিচায়ক, এই কথাটী কদাচ ভুলিবে না। সবল আগ্রহ ও প্রবল উদ্যম লইয়া তোমরা প্রতিজনকে প্রতিনিয়ত সেই সকল কথা জানাইতে থাক, যেই সকল কথার ভিতরে মঙ্গল নিহিত আছে। সমগ্র জগতের প্রতি প্রেমদৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিও, তাহা হইলেই আর কাজে ভুল হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৬ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঐক্য এবং শৃঙ্খলা অল্পবল সংঘকেও মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা দেয়, সুযোগ দেয়।

পারস্পরিক প্রেম দেয় ঐক্য, সকলের সহিত সকলের সহযোগ দেয় শৃঙ্খলার আবশ্যকীয়তা-বোধ।

ব্যক্তিগত মান-অভিমানের বোধকে প্রবল করিয়া তোমরা সর্ব্বশুভের সুযোগে সমাধি রচনা করিতেছ। একাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭ ভাদ্র, ১৩৭১

নারায়ণেষু :—

প্রাণভরা আশিস জানিবেন। আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি।

ধর্ম্ম মানুষকে মানুষের আপন করিবে, পর নহে, ইহাই ধর্ম্মের বিশেষত্ব। ধর্ম্ম নিয়া যখন কলহ জন্মে, তখন মনে বড় বেদনা পাই। যে যে-ভাবে ভগবানকে ডাকিতে রুচি পায়, অপরের প্রতি অবিদ্বেষী চিত্ত নিয়া এবং সমাজের সুনীতি, সদাচার ও সৎসঙ্গতির বিরোধ না করিয়া সে তাহা করুক। ধর্ম্ম সকলকে পরমেশ্বরের নিকট করে, ফলে বড় ছোট সব সমান হইয়া যায়। আপন হইলেই জীব এক হয়।

কোনও কল্যাণ-কথা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মর্ম্ম এবং নিগূঢ় তত্ত্ব দিকে বিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য। সংবাদ দোষদর্শী বা গুণগ্রাহী সকলেরই জানা থাকা কর্ত্তব্য। কেহ অবহেলা-পরায়ণ বলিয়া তাহাকে তোমরা প্রয়োজনীয় সংবাদটুকু হইতে বঞ্চিত করিও না। কেহ সমালোচনাপরায়ণ বলিয়া তাহার নিকটে কল্যাণবাণী পরিবেশনে কুণ্ঠিত হইও না। আবশ্যকীয় কথা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া যাও। যাহা ছড়াইতেছ, তাহার ভিতরে শুভ-প্রেরণা কিছু থাকিলে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী সকলেরই ভিতরে সে তাহার কাজ করিবেই করিবে।

যাহারা বিশ্বাসী ও আগ্রহী, তাহারা যদি তোমাদের প্রচারশীলতার অভাবে বা অসম্পূর্ণতায় আবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তাহা তোমাদের যে চূড়ান্ত অযোগ্যতার পরিচায়ক, এই কথাটী কদাচ ভুলিবে না। সবল আগ্রহ ও প্রবল উদ্যম লইয়া তোমরা প্রতিজনকে প্রতিনিয়ত সেই সকল কথা জানাইতে থাক, যেই সকল কথার ভিতরে মঙ্গল নিহিত আছে। সমগ্র জগতের প্রতি প্রেমদৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিও, তাহা হইলেই আর কাজে ভুল হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৬ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ঐক্য এবং শৃঙ্খলা অল্পবল সংঘকেও মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা দেয়, সুযোগ দেয়।

পারস্পরিক প্রেম দেয় ঐক্য, সকলের সহিত সকলের সহযোগ দেয় শৃঙ্খলার আবশ্যকীয়তা-বোধ।

ব্যক্তিগত মান-অভিমানের বোধকে প্রবল করিয়া তোমরা সর্ব্বশুভের সুযোগে সমাধি রচনা করিতেছ। একাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭ ভাদ্র, ১৩৭১

নারায়ণেষু :—

প্রাণভরা আশিস জানিবেন। আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি।

ধর্ম্ম মানুষকে মানুষের আপন করিবে, পর নহে, ইহাই ধর্ম্মের বিশেষত্ব। ধর্ম্ম নিয়া যখন কলহ জন্মে, তখন মনে বড় বেদনা পাই। যে যে-ভাবে ভগবানকে ডাকিতে রুচি পায়, অপরের প্রতি অবিদ্বেষী চিত্ত নিয়া এবং সমাজের সুনীতি, সদাচার ও সৎসঙ্গতির বিরোধ না করিয়া সে তাহা করুক। ধর্ম্ম সকলকে পরমেশ্বরের নিকট করে, ফলে বড় ছোট সব সমান হইয়া যায়। আপন হইলেই জীব এক হয়।

হাজার ধর্ম্মের উপাসক হইয়াও মানবজাতি এক হইতে পারে। হাজার দেশে জন্মিয়াও মানুষ এক হইতে পারে। এই এক হইবার শিক্ষা যাঁহারা দেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৩১শে ভাদ্র, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গরীব তাহার দারিদ্র্য-মোচনের জন্য পরিশ্রম করিবে না, খুঁজিবে দারিদ্র্যহরণ মাদুলী আর সঙ্কটতারণ তাবিজ, শরণাপন্ন হইবে তন্ত্রবিশারদ আর গ্রহাচার্য্যের, প্রত্যাশা করিবে লটারির টিকিটের আর ঘোড়দৌড়ের বাজির, ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। অদৃষ্টবাদের দাসত্ব হইতে তোমাদের মনকে মুক্ত কর। অদৃষ্টবাদের পূজারীরা ভারতের সীমাহীন ক্ষতি করিতেছে।

সহস্র বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার পৌরুষ লইয়াই যে তুমি জন্মিয়াছ, এই কথাটী তোমার বিশ্বাস করা প্রয়োজন। চতুর্দ্দিকের দুর্য্যোগ দেখিয়া ভীত হইও না। আমার সন্তান সৎসাহস হারাইবে কেন?

অনেক দরিদ্রকে আমি দেখিয়াছি কোটিপতির দুঃসাহস অন্তরে পোষণ করিতে। সেই দরিদ্রদের মধ্যে আমিও অন্যতম। এই পুপুন্‌কী

আশ্রমটায় বসিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। না খাইতে না খাইতে পেটে পিঠে এক হইয়া গিয়াছে। শুনিলে তোমাদের গল্পের মত মনে হইবে যে, বছরে ত্রিশটী দিনও দুই বেলা আহারীয় গ্রহণ করিতে পারি নাই, এমন দুর্ব্বৎসর, এমন দুর্দ্দিনও গিয়াছে। কিন্তু সাহস হারাইয়াছিলাম কি? তোমাদের মধ্যে সেই দুঃসাহস, সেই সৎসাহস, সেই অজেয় অদম্য সাহস জাগে না কেন? তোমরা আমার চাইতে নিকৃষ্ট কিসে?

সমগ্র ভারত জুড়িয়া আজ অন্নের জন্য হাহাকার পড়িয়াছে। চাউল আছে, তবু লোকে পাইবে না। তৈল আছে, তবু তাহা উধাও। ইংরাজ রাজত্বের শেষ যামে সুরাবর্দ্দী-ইস্পাহানী শয়তানী করিয়া বাংলার মানুষের জন্য যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল, নিতান্ত অযোগ্য কর্ণধারের হাতে পড়িয়া সেই দুর্ভিক্ষ গত সতের বৎসরে আস্তে আস্তে সমগ্র ভারতে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেকে কাতর, একা তুমি নহ। দুর্ভাগ্যকে আজ শুধু একার দুর্ভাগ্য বলিয়া কেন ভাবিতেছ? বাঁচিতে হইলে সকলকে একসঙ্গে বাঁচিতে হইবে। সবাই না খাইয়া মরিবে আর চুরী করিয়া, ফাঁকি দিয়া তুমি এক ফাঁকতালে বাঁচিয়া যাইবে, এই দুরাশা রাখিও না।

জাতির অধিকাংশ লোককে পরদ্রব্যে নির্লোভ, পরনারীতে অনাসক্ত, অসত্যভাষণে পরাঙ্মুখ, অসত্য ব্যবহারে অনিচ্ছুক, পরপীড়নে অনাগ্রহী, পরদুঃখে সুকাতর, দুর্ব্বলের উপরে সবলের অত্যাচার নিবারণে নির্ভীক এবং দেশের কল্যাণঘাতক স্বদেশী ও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহস সহকারে অগ্রসর করিয়া তুলিবার চেষ্টার নামই জাতিগঠন। ক্ষমতার

অধিকারী হইয়াও পরস্বাপহারীর লোভকে দমন করিল না, প্রশ্রয় দিল, কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগ না করিয়া বক্তৃতামঞ্চেই অন্তরের কল্যাণ-বাসনাকে তুবড়ীর মত ছাই করিয়া সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দিল এবং ভবিষ্যতের মহিমাবর্ণনে ললিতবচনে ভাষার মধু বর্ষণে লোকের দৃষ্টি সদ্য-সজল করিয়া দিয়া চিরতরে গুলাইয়া দিল, তাহারা জাতিগঠক নহে। মুখে যাহারা সাম্যবাদের বুলি আওড়াইল আর জীবন ভরিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিল কেবল আত্মীয়-পরিজনের প্রতিষ্ঠা ও ধনসম্পদবর্দ্ধনে, মরণকালে ব্যক্তিগত ধন দান করিল রক্তসম্বন্ধি আত্মীয়দের আর জনসাধারণকে শুষ্ক শুভেচ্ছা জানাইয়া কিস্তিমাৎ করিল, তাহারা আর যাহাই করিয়া থাকুক, জাতিগঠন করে নাই।

আমাদের শক্তি অল্প কিন্তু এস আমরা একবার নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তি সর্ব্বজনের দারিদ্র্যমোচনে নিয়োগ করিয়া দেখি। সকলের দুঃখ দূর করিতে হইলে নিজের দুঃখ ভুলিতে হইবে।

প্রলোভন আসিবে,—বিহ্বল হইও না। উহা তোমাকে জয় করিতে হইবে। ভয়ের কারণ আসিবে,—হতভম্ব হইও না। উহাও তোমাকে জয় করিতে হইবে। পঙ্কিল স্বার্থপরতা এবং রাজনীতির জঘন্যতা যদি ক্ষমতাবান্ মানুষদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া থাকে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সর্ব্বজনপ্রেম তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পতনের ঊর্দ্ধে রাখুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১লা আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি যে সকল সমস্যার কথা লিখিয়াছ, ইহার প্রায় প্রত্যেকটারই প্রতীকার রাজনীতির পথে, ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মাচার্য্যদের হাতে ইহার প্রতীকার-পন্থা বর্ত্তমানে নাই। জাতি চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছে, নেতাদের অধিকাংশেরই চরিত্র-সাধনার উপরে আস্থা নাই, নীত জনসাধারণ উন্মার্গগামী প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিদের নিন্দিত ও নিন্দনীয় আচরণকে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত-স্থানীয় বলিয়া মনে করিতেছে। নীতিভ্রষ্টতাকে একটা বাহাদুরীর আসন দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা নিবারণে লক্ষ লক্ষ লোকের মনে ত্যাগপ্রবৃত্তি জাগাইয়া সংযম পালনে উৎসাহ দানের বুদ্ধি কাহারও মগজে ঢুকিল না, কৃত্রিম জন্মশাসনকে ঢক্কা-নিনাদে প্রকাশ্যে জয়জয়কার দেওয়া হইল এবং তাহার জন্য রাজকোষ হইতে কোটি কোটি মুদ্রার অপচয় হইল। ভারতে অর্দ্ধকোটির অধিক সন্ন্যাসী সন্তানের পিতা হন নাই শুধু আদর্শবাদের প্রেরণায়। এই দৃষ্টান্তকে গৃহস্থ সাধারণের জীবনে সীমাবদ্ধভাবে অনুসরণ করিলেও অসংখ্য নবজাতকের আবির্ভাব আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইবে না। সন্ন্যাসীরা যদি দল-বিশেষের হাতের ক্রীড়নক হইয়া না চলিতে পারেন, তবে তাঁহারা সমাজের জঞ্জাল, জাতির তরপনেয় বোঝা। ত্যাগকে আদর্শ রূপে স্বীকার করিতে হইলে কিছু কিছু সন্ন্যাসীকে সম্মান না দিয়া উপায় নাই, সুতরাং ত্যাগ কদাচ জাতির আদর্শ হইবে না, জাতির আদর্শ হইবে জীবন-যাত্রার

অধিকারী হইয়াও পরস্বাপহারীর লোভকে দমন করিল না, প্রশ্রয় দিল, কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগ না করিয়া বক্তৃতামঞ্চেই অন্তরের কল্যাণ-বাসনাকে তুবড়ীর মত ছাই করিয়া সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দিল এবং ভবিষ্যতের মহিমাবর্ণনে ললিতবচনে ভাষার মধু বর্ষণে লোকের দৃষ্টি সদ্য-সজল করিয়া দিয়া চিরতরে গুলাইয়া দিল, তাহারা জাতিগঠক নহে। মুখে যাহারা সাম্যবাদের বুলি আওড়াইল আর জীবন ভরিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিল কেবল আত্মীয়-পরিজনের প্রতিষ্ঠা ও ধনসম্পদবর্দ্ধনে, মরণকালে ব্যক্তিগত ধন দান করিল রক্তসম্বন্ধি আত্মীয়দের আর জনসাধারণকে শুষ্ক শুভেচ্ছা জানাইয়া কিস্তিমাৎ করিল, তাহারা আর যাহাই করিয়া থাকুক, জাতিগঠন করে নাই।

আমাদের শক্তি অল্প কিন্তু এস আমরা একবার নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তি সর্ব্বজনের দারিদ্র্যমোচনে নিয়োগ করিয়া দেখি। সকলের দুঃখ দূর করিতে হইলে নিজের দুঃখ ভুলিতে হইবে।

প্রলোভন আসিবে,—বিহ্বল হইও না। উহা তোমাকে জয় করিতে হইবে। ভয়ের কারণ আসিবে,—হতভম্ব হইও না। উহাও তোমাকে জয় করিতে হইবে। পঙ্কিল স্বার্থপরতা এবং রাজনীতির জঘন্যতা যদি ক্ষমতাবান্ মানুষদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া থাকে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সর্ব্বজনপ্রেম তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পতনের ঊর্দ্ধে রাখুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১লা আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি যে সকল সমস্যার কথা লিখিয়াছ, ইহার প্রায় প্রত্যেকটারই প্রতীকার রাজনীতির পথে, ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মাচার্য্যদের হাতে ইহার প্রতীকার-পন্থা বর্ত্তমানে নাই। জাতি চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছে, নেতাদের অধিকাংশেরই চরিত্র-সাধনার উপরে আস্থা নাই, নীত জনসাধারণ উন্মার্গগামী প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিদের নিন্দিত ও নিন্দনীয় আচরণকে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত-স্থানীয় বলিয়া মনে করিতেছে। নীতিভ্রষ্টতাকে একটা বাহাদুরীর আসন দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা নিবারণে লক্ষ লক্ষ লোকের মনে ত্যাগপ্রবৃত্তি জাগাইয়া সংযম পালনে উৎসাহ দানের বুদ্ধি কাহারও মগজে ঢুকিল না, কৃত্রিম জন্মশাসনকে ঢক্কা-নিনাদে প্রকাশ্যে জয়জয়কার দেওয়া হইল এবং তাহার জন্য রাজকোষ হইতে কোটি কোটি মুদ্রার অপচয় হইল। ভারতে অর্দ্ধকোটির অধিক সন্ন্যাসী সন্তানের পিতা হন নাই শুধু আদর্শবাদের প্রেরণায়। এই দৃষ্টান্তকে গৃহস্থ সাধারণের জীবনে সীমাবদ্ধভাবে অনুসরণ করিলেও অসংখ্য নবজাতকের আবির্ভাব আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইবে না। সন্ন্যাসীরা যদি দল-বিশেষের হাতের ক্রীড়নক হইয়া না চলিতে পারেন, তবে তাঁহারা সমাজের জঞ্জাল, জাতির তর্পনেয় বোঝা। ত্যাগকে আদর্শ রূপে স্বীকার করিতে হইলে কিছু কিছু সন্ন্যাসীকে সম্মান না দিয়া উপায় নাই, সুতরাং ত্যাগ কদাচ জাতির আদর্শ হইবে না, জাতির আদর্শ হইবে জীবন-যাত্রার

মানোন্নয়ন, মাসিক খোরাকী খরচের হার বাড়ান, বস্ত্র, বেশভূষা, ক্রীড়া শিক্ষা, পর্য্যটন সবকিছুকে নিদারুণ দুর্ম্মূল্য ব্যাপারে পরিণত করা। সন্তোষকে জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, যাহারা জমাইতে জানে, তাহারা চখ মুখ বুজিয়া কেবল ব্যাঙ্কে টাকা জমাইবে, অধিক হইতে অধিকতর অর্থলাভের লালসায় চাল, চিনি, নুন, তেল, ঘৃত, বস্ত্র, দেয়াশলাই, থার্ম্মোমিটার, ঔষধ এবং হাসপাতালের পথ্য সব-কিছু নিয়া দুর্নীতির মহামোহৎসব চলিবে।

এই সকল অবস্থার প্রকৃত প্রতীকার রাজনীতির পথে। কিন্তু আমরা রাজনীতি ইচ্ছা করিয়াই বর্জ্জন করিয়াছি। রাজার পর রাজা তখ্‌ত্‌-তাউসে বসিবে আর অন্তর্হিত হইবে, কেহ চালবাজি করিয়া বাজি মাৎ করিবে, কেহ সমাজের ভাল করিতে গিয়া গদিচ্যুত হইবে, কেহ পাপ করিয়া পুণ্যবানের পূজা ও যশ পাইবে, কেহ পুণ্য করিয়া পাপীর প্রাপ্য নিন্দা কুড়াইবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ইহা ঘটিবে। আমরা নীরব দর্শক মাত্র থাকিব। আমাদের লক্ষ্য বহু শত বর্ষের পরবর্ত্তী মানবসমাজ।

সুতরাং চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, ঈশ্বর-সাধনা, জীবে প্রেম, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনীতিতে শ্রদ্ধা আমরা কদাচ পরিত্যাগ করিব না, এই কথাটী খেয়াল রাখিয়া চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৩রা আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জীবন-সংগ্রাম কঠোর বলিয়া হতোদ্যম হইও না। লড়াই করিয়াই বাঁচিতে হইবে। আধমরার মত বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ সকলের মূল কথা ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের পরিপন্থী মনোভঙ্গী সৃষ্টি করে যে শাস্ত্র, এমন শাস্ত্র যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দাও। কাব্যচর্চ্চার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, যাহা ব্রহ্মচর্য্যমূলক দৃঢ়তাকে শিথিল করে। ঐ জাতীয় কাব্যের চর্চ্চা সাধন-ভজনে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের বর্জ্জনীয়। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, রূপকথা এবং রম্যরচনা একটা জাতির উৎকর্ষমূলক অবস্থার পরিচায়ক জানিও। যেই উৎকর্ষের ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যমূলক, সেই উৎকর্ষ কবির উৎকর্ষ না হইতে পারে কিন্তু তাহা নিঃসন্দেহে বীরের উৎকর্ষ। কবিরা কল্পনাকুশলতায় মানুষের অবসর-বিনোদনকে মধুর করিয়া দিতে পারেন কিন্তু বীরেরা জাতির ভাগ্য-নির্দ্ধারণ করেন। তোমার সাহিত্য উৎকৃষ্ট বলিয়া চীৎকার না করিয়া তোমাদের ঘরে বীরের মত বীরেরা, কর্ম্মবীরেরা, জ্ঞানবীরেরা, ত্যাগবীরেরা, ভক্তিবীরেরা দলে দলে আবির্ভূত হইতেছেন, এই কথাটী বলিবার মত যোগ্যতা আহরণ কর। কেবল দর্পে, দম্ভে, অতীত গরিমার বাখানিতে কোনও জাতির বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার বাড়েনা। বীরপ্রসবিনী হউন প্রতিটি মাতা, বীরের জন্মদাতা। হউন

প্রতিটি পিতা, বীরের আত্ম-প্রকাশে সহায়তা করুন প্রতিটি শিক্ষক, গুরু, আচার্য্য বা উপদেষ্টা।

কাব্যচর্চ্চাকে ধর্ম্মচর্য্যা বলিয়া ভুল করিও না। কাব্যচর্চ্চা মনে সরসতা, প্রসন্নতা, পেলবতা এবং হর্ষাস্বাদন প্রদান করে। ধর্ম্মচর্য্যা দেহে বল, মনে বীর্য্য, আচরণে সাহস, চেষ্টায় শৌর্য্য, অধ্যবসায়ে দুর্দ্ধর্ষতা এবং অদৃষ্টবাদে অনাস্থা প্রদান করে। কাব্যচর্চ্চা ললিতবচনে মধুর ভাষণে বলিতে ভাবিতে পটুত্ব দেয়। ধর্ম্মচর্য্যা কঠোর কর্ম্মে, দুর্দ্দম্য প্রয়াসে, পরার্থে আত্মত্যাগে সামর্থ্য দেয়। ধর্ম্ম যদি বলহীন করিল, তবে তাহা ধর্ম্মপদবাচ্য নহে।

প্রেম কথাটাকেও ভুল বুঝিও না। যে যাহাকে প্রেম দেয়, সে তাহার জন্য প্রাণও দেয়। প্রাণ দিবার ক্ষমতা যে মনোধর্ম্ম দিতে পারিল না, তাহার নাম অন্য কিছু দিও, তাহাকে প্রেম আখ্যায় সংজ্ঞাত করিও না। ঈশ্বরপ্রেমের নাম করিয়া আমরা ভক্তির আড়ালে কয়েক হাজার বছর ধরিয়া জান্তব প্রেমেরই অনুশীলন করিয়াছি কি না, এই কঠিন প্রশ্নের জবাব চাহিবার এবং দিবার আজ দিন আসিয়াছে। "সংসার-পীড়নে কাঁদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই",—কবি মিথ্যা কহেন নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৫ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কয়েকটা দিন মনের সাধে খাটিলাম। কেবল ইট, কাঠ, পাথর, সিমেণ্ট, লোহা আর বালি নয়, কেবল কর্ণি আর শাবলের আস্ফালন নয়, ঋতু প্রায় পার করিয়া হইলেও হাজার কুড়ি মাদায় জিনিয়া ফুলের বীজবপন-পর্ব্ব বিপুল শ্রমে সুরুও করিলাম। সজিনা ও বেলের বীজগুলি নিজ হাতে বপন সারিয়া আজ তোমাদের এক বছর আগেকার লেখা চিঠিগুলির জবাব দিতে বসিয়াছি। কাল সন্ধ্যার পরে যাইব ধানবাদ, পরশু প্রাতে বর্দ্ধমান, অপরাহ্ণে কলিকাতা।

আগে ট্রেণে বসিয়াও চিঠি লিখিতাম, আজকাল চোখে কষ্ট হয়। তাই ট্রেণে কাটাইবার সময়টুকু নামজপ করিয়া সার্থক করি। ভগবানের নাম যেভাবে পার, যেখানে পার যখন পার, জপিয়া যাইও। জপিতে জপিতে রুচি আসিবে, জপিতে জপিতে নেশা জমিবে, জপিতে জপিতে প্রেমের সাগর উথলিয়া উঠিবে।

নাম কল্পতরু। যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। তবে সকাম মনে নাম না করাই ভাল। নিষ্কাম চিত্তে নাম করিলে নামের প্রতাপ বিপুল শক্তি সহকারে প্রকাশ পায়। নিষ্কাম সাধনাতেই তোমার লাভ বেশী।

নাম মৃতসঞ্জীবনী সুধার খনি। ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুস্বাদু বস্তুর একত্র সম্মেলনে যে অপরূপ সুখোদয় হয়, নামের সেবা তার কোটি গুণ সুখ দান করে। নাম করিয়া তাহার স্বাদ চাখিয়া দেখ।

নাম পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বজন, গুরু এবং পরমেশ্বর। নামের চেয়ে আপন নাই, ছিল না, থাকিবে না। ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে নামে আবৃত করিয়া লও। তাহা হইলেই সকলকে প্রেম দিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

৭ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিশেষ কারণে বর্দ্ধমান ও কলিকাতা যাওয়া স্থগিত হইল। শরীরটাও ভ্রমণ চাহিতেছিল না। ভ্রমণ স্থগিত রহিলেও এখানে কাজের কামাই নাই। কলঘরে পাঁচ খানা চৌকাঠ বসিয়া গেল। আশা করা যায়, আগামীকল্য বাকী দুই খানা চৌকাঠ বসিয়া যাইবে। দৈনিক প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন কুলী-কামিন ও রাজমিস্ত্রী খাটিতেছে। আশ্রমের কর্ম্মী সাত আট জনকে বাদই দাও। কাজের কোলাহল চলিয়াছে। কর্ম্মই ধর্ম্ম। কাজ কর, না নামজপ? কাজের সঙ্গে সঙ্গে সাধন আমার আবাল্যের রুচি। প্রত্যেককে আমি কর্ম্মপর ও যুগপৎ সাধনপর দেখিতে চাহি। তোমরা সাধন করিবে ত কাজ ছাড়িয়া দিবে, কাজ করিবে ত সাধন ছাড়িয়া দিবে। কেন দিবে? কাজ করিতে করিতে কি সাধন করা যায় না? সাধন করিতে করিতে কি কাজ করা যায় না? চেষ্টা করিয়াই দেখ না, যায় কি না। পরীক্ষা করিয়াই দেখ না, সেই যোগ্যতা তোমাদের আছে কি না। তোমরা প্রতিজনেই এমন অনেক সুদুর্ল্লভ যোগ্যতার অধিকারী, নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সৎসাহসের অভাবে যে যোগ্যতার পরিচয় না পাইলে তোমরা, না পাইল জগদ্বাসী অপর কেহ।

দাম্পত্য জীবনে সংযম সম্পর্কেও সেই কথা। তোমরা নিজেদের সাধারণ সংসারী মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাক। পূজ্যপাদ

লোকাচার্য্যদের অনেকে তোমাদিগকে বিষ্ঠার কীট, কামকূপের গোবরা পোকা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তোমরা প্রাণপণে সেই কথাগুলি আবার বিশ্বাস করিয়াছ। তোমরা ইচ্ছা করিলে দাম্পত্য জীবনে সংযম পালন করিতে পার কি না, তাহার পরীক্ষা নিতে কদাচ সাহস কর নাই। দুঃসাহস করিয়া এই কাজটীতে নামিয়া গেলে তোমরা প্রত্যেকেই হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে যে দুর্দ্দমনীয় কামের তাণ্ডব চলিবার কালেও হঠাৎ তুমি নিজেকে সংযত করিয়া লইতে পারিয়াছ। যে ব্যক্তি নিজেকে অর্দ্ধ সেকেণ্ডের জন্য সংযত করিতে পারে, সে নিজেকে অর্দ্ধ শতাব্দীর জন্যও সংযত করিতে পারিবে। যোগীরা কুম্ভক আবিষ্কার করিয়াছিলেন কি ভাবে? শ্বাস নিতে ও ছাড়িতে ক্ষণকালের বিরতি আছে। এই বিরতি স্বাভাবিক। ইহা ক্ষণিক হইলেও ইহা কুম্ভক। যে এই ক্ষণিক কুম্ভক লক্ষ্য করিয়াছে, সে অনুশীলনের দ্বারা কুম্ভককে দীর্ঘকালস্থায়ীও করিতে পারে। যাহা তুমি আজ অল্প পার, কাল তুমি তাহা বেশী পারিবে, পরশু তুমি তাহা আরও বেশী পারিবে। চাই শুধু অনুশীলন।

কামের জ্বালা দেহমনকে প্রতপ্ত করে, কামের প্রশমনে দেহমন শান্তিতে স্নিগ্ধতায় পূর্ণ হইয়া যায়। ইহা মানুষ মাত্রেরই প্রত্যক্ষ করা ব্যাপার। কাম যাহাকে সারারাত্রি নিদ্রা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, কামের উপশম তাহাকে স্বল্পকালে নিদ্রা-সুখমগ্ন করিয়াছে। অকামুকতার এত বড় গুণ প্রত্যক্ষ করিবার পরেও যে মানুষ কামেরই উপাসনা করিতেছে, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তোমরা প্রতিজনে জিতকাম হও। সংযতেন্দ্রিয় জিতকাম পুরুষ-নারীরাই ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িবে।

কামোপাসক বাচালেরা কথাই বলিবে সাত কাহন, জাতি গড়িতে পারিবে না। কামের বস্তুতে পরমোপাস্য পরমেশ্বরকে দর্শন কর, পূতি-গন্ধি কামকে দিব্যসুরভি প্রেমে রূপান্তরিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৭ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে তোমাদের নিত্য অধিকার। সাধন করিয়া সেই আনন্দ প্রতিক্ষণে তোমরা অর্জ্জন কর। দাও দাও বলিয়া কাঁদিলে ইহা পাওয়া যায় না, ভগবানের ভাণ্ডার হইতে ইহা সাধনবলে কাড়িয়া লইতে হয়।

ভগবানের নিকটে কেবল দয়ারই ভিখারী হইও না, তাঁহার নিকটে পৌরুষের পূর্ণতা প্রত্যাশা করিও। দেহি দেহি বলিয়া লাভ নাই। তিনি সবই তোমাকে দিয়াছেন, শুধু বিকশিত করিয়া তোলার প্রশ্ন।

তাঁর নাম করিবে তাঁকে খুশী করিবার জন্য নয়, তাঁকে খোশামুদি করিবার জন্যও নয়. তোমার ভিতরে তিনি যে যে মহাবস্তু দিয়া রাখিয়া-ছেন, তাহাদের পূর্ণ বিকাশের জন্য, তোমার তুমিত্ব যে কি পরম সত্য, তাহা জানিবার জন্য, বুঝিবার জন্য, আবিষ্কার করিবার জন্য। তিনি সকল পৌরুষের আকর, এই জন্যই তাঁহাকে পরমপুরুষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

নাম করিতে করিতে প্রেম আসে, প্রেম এক সুমহৎ পৌরুষ, এক সুমহৎ বীর্য্য, প্রেম এক মহা-অশ্বমেধ। প্রেম যে লাভ করিয়াছে, সে সব-কিছু পাইয়াছে, তার আর কিছুই পাইবার প্রয়োজন নাই। নাম করিতে করিতে তোমরা প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৮ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের জেলাটার ভিতরে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মহত্ত্বের সমা-বেশ হইয়াছে, যাহার সম্পর্কে জেলার লোক অজ্ঞ বলিয়া তুচ্ছ প্রলোভনে দিল্লীতে গিয়া দরবার করিয়া জেলার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার কল্পলতিকায় কুঠার হানিল। এ জেলাও ত্রিপুরার ন্যায় আলাদা রাজ্য হইতে পারিত এবং কেন্দ্রীয় অর্থের প্লাবনে ভাসিতে পারিত। নিজেদের জেলার মহত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত হীন ধারণার জন্যই কতকগুলি লোক জনপ্রতিনিধি সাজিয়া অতি তুচ্ছ জিনিষের অলীক লোভে ভ্রান্তি-বিলাসে মজিল এবং একূল ওকূল দুকূল হারাইল। বর্ত্তমানে এই জেলা একটা সমস্যা-সঙ্কুল স্থান হইয়াছে এবং এই জেলার আভ্যন্তরীণ জটিলতা ভাঙ্গিতে সহস্র জনের গুরুতর শ্রমের প্রয়োজন।

কিন্তু এই সকল ব্যাপার সত্ত্বেও জেলার ভিতরে অভ্যুদয়ের বীজ গোপনে লুকাইয়া রহিয়াছে। তোমরা সমবেত উপাসনার প্রচার ও প্রচলনের দ্বারা সেই বীজকে দ্রুত অঙ্কুরিত হইতে সাহায্য করিতে পার। আমি রাজনীতির চর্চ্চা করি না, রাজনৈতিক কর্ম্মসাধনায় আমার রুচিও নাই। আমি রাজনীতির পথে যাইব না। আমি ধর্ম্মের বলে তোমাদের সর্ব্বশক্তিকে জাগাইয়া তুলিব। কিন্তু তোমরা আমার নির্দ্দেশ পালন করবে, তবে ত ফল-প্রত্যাশা সঙ্গত হইবে! আমার মত ভাল, পথ উত্তম, আদর্শ অত্যুচ্চ এই বলিয়া বক্তৃতা ভাজিলেও কিছু হইবে না। কাজ করিতে হইবে। পরমেশ্বরের সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বমন্ত্রালিঙ্গনকারী নামটী সাধন করিবার জন্য সমবেত প্রয়াস তোমাদিগকে করিতে হইবে। সকলকে লইয়া একত্র বসিয়া সাধন করিলে কি আনন্দ, তাহা তোমাদিগকে আস্বাদন করিতে হইবে। এই একটী মহৎ আস্বাদনের মধ্য দিয়া তোমাদের ভিতরে কত প্রকারের সুকুমার বৃত্তি ও স্বাস্থ্যকর প্রবৃত্তি বিকশিত হইবে, দেখিয়া একদা অবাক্ হইবে। প্রত্যেকে কাজে নামো। কথা কমাইয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৯ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদৃষ্ট-নির্ভরশীলতা জাতির বীর্য্যবত্তা কমাইয়া দেয় ঈশ্বরে নির্ভরই

মহাবীর্য্যের জনক। ক্রমওয়েল বলিয়াছেন, "Trust in god but keep your pouder dry,—ঈশ্বরে বিশ্বাস কর কিন্তু বারুদ শুষ্ক রাখ, ভিজিতে দিও না।" ঈশ্বরবিশ্বাসে আর পুরুষকারে বিরোধ নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাসের নাম করিয়া কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য মারাত্মক রোগ।

শোকে, দুঃখে, সন্তাপে, সঙ্কটে সর্ব্বক্ষণ রাখিবে ঈশ্বরে অবিচল বিশ্বাস। বিশ্বাসের বলে দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্নের হিমাচল দূরে সরিয়া পথ খুলিয়া দিবে। কিন্তু সে পথে তোমাকে চলিতে হইবে, নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিলে চলিবে না। পুরুষকার ত ঈশ্বরদত্ত ধন। কেন তুমি তাহার প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার করিবে না?

জীবন-সংগ্রামকে ভয় করিও না। পরিণামে তুমি জয়ী হইবে। বিশ্বাস রাখিয়া চল। কোনও অবস্থাতেই ভগ্ন-মনোরথ হইবে না। দিব্য উৎসাহে কর্ত্তব্য করিয়া যাও।

কর্ত্তব্য পালনে যে কি আনন্দ, তাহা অলসের উপলব্ধিতে কদাচ আসে না। পরোপকার এবং কর্ত্তব্যপালন দুইটী আনন্দের উৎস-স্বরূপ। এই দুইটী গুণ যাহাদের আছে, তাহাদের ভগবৎ-সাধন গভীর হয়। কয়লা এবং লোহা না থাকিলে যেমন সভ্যজগৎ অচল, পরোপকার এবং কর্ত্তব্য-পালন না থাকিলে তেমন সাধন-জগৎ অচল। কর্ত্তব্যে উদাসীন ব্যক্তির পূজা পরমেশ্বর সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করেন না। পরোপকার না করিলে ভগবানে মন বসিবার মত চিত্তশুদ্ধি হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ধর্ম্ম নিয়া যাঁহারা অত্যধিক মাতিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভক্তদিগকে মাতার প্রতি, পিতার প্রতি, সন্তানের প্রতি, দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে নিরুৎসাহ করিয়াছেন। অনেকে পরোপকার-প্রবৃত্তিকে মনের বিকৃতি বা রোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

অথচ অপরে তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য করুক, ইহা তাঁহারা চাহেন। অপরে তাঁহাদের প্রতি দানবৃত্তির সেবাবুদ্ধির অনুশীলন করুক, ইহাও তাঁহারা চাহেন। এই মনোভঙ্গী দুর্ব্বোধ্য।

মানুষের উপকার করিয়া শেষ করা যায় না। একবার একজনের বিপদুদ্ধার করিলে ত কিছুদিন পরে সে পুনরায় বিপদে পড়িতে পারে। একবার একজনকে অন্নদান করিলে বা বস্ত্রদান করিলে ত দু'ঘণ্টা পরে পুনরায় তাহার ক্ষুধা পাইবে, দু' বছর পরে তার বস্ত্রখানা ছিন্নবাসে পরিণত হইবে। সুতরাং তাহার অভাব দূর করাই তোমার পরোপকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইবে তোমার চিত্তশুদ্ধি, চরম উদ্দেশ্য হইবে পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন। সুতরাং পরোপকার তোমার প্রয়োজন।

কর্ত্তব্য-পালন সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। একটী কর্ত্তব্য পালন করিলে আর একটা কর্ত্তব্য আসিয়া ঘাড়ে চাপে। জীবন ভরিয়া খাটিয়াও কর্ত্তব্য আর শেষ করিতে পারিবে না। অতএব সব কর্ত্তব্য শিকায় তুলিয়া রাখ, ঈশ্বরের নাম লইয়া ভিক্ষাটনে বাহির হইয়া পড়, পরের উপরে খাও, বাকী কালটুকু কেবল নাম-জপে, কীর্ত্তনে, সৎসঙ্গে আর স্বাধ্যায়ে কাটাও। বেশ কথা। কিন্তু এই হিসাবে একটু গোঁজামিল আছে। ভিক্ষান্ন সংগ্রহে যত ক্লেশ, কর্ত্তব্য-পালনে তত ক্লেশ নাই। ভিক্ষাটনে সেই আনন্দ নাই, কর্ত্তব্যপালনে যাহা আছে। কর্ত্তব্যের কঠোরতাতে ভয় না পাইয়া নির্ভয়ে তাহা পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরসাধন করিতে হইবে। কর্ত্তব্যপালনের জন্য ঈশ্বরসাধন আর ঈশ্বর-সাধনের জন্য কর্ত্তব্যপালন, ইহাই তোমার মূলমন্ত্র হউক।

অনেক সাধুরা এ সব কথা বোঝেন না। তাঁহারা তোমাদিগকে কাছে পাইলেই অনুরূপ কথা বলেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিতে হয় কিন্তু তাঁহার অশ্রদ্ধেয় বাক্যকে অনুসরণ করিতে হয় না, উহাকে উপেক্ষা করিতে হয়। ইহারা বৈদান্তিক বলিয়া গর্ব্ব করিবেন, প্রকৃতি-সাধন করেন না বলিয়া প্রচার করিবেন, আবার গৃহীদিগকে শিষ্যও করিবেন। গৃহীদের জীবনে কত গূঢ় ব্যাপার আছে, তাহার সম্পর্কে গৃহীরা কাহার নিকটে উপদেশ খুঁজিবে? নারীকে নরকের দ্বার বলিবেন, আবার নারী শিষ্যকে দীক্ষাও দিবেন, ইহা কি প্রকারের সুযুক্তি? শিষ্যের সব প্রয়োজন গুরুকে মিটাইতে হইবে, এই জন্যই আগেকার দিনে গৃহীরা গৃহস্থ গুরুর শিষ্য হইত। গৃহস্থ গুরুদের মধ্য হইতে গুরুত্ব চলিয়া যাওয়াতে এখন গৃহীদিগকে সন্ন্যাসী গুরুদেবদের শরণাপন্ন হইতে হয়। ফলে সংসার করিবে স্ত্রী-পুত্র লইয়া আর গুরূপদেশ শুনিবে "এই সংসার মায়া, এই সৃষ্টি মিথ্যা, সমাজ, সংসার, দেশ, জাতি কাহারও প্রতি কোনও কর্ত্তব্য নাই" ইহা বাঞ্ছনীয় অবস্থা নহে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাস লইয়া ভিক্ষাটন করিতে তাঁহাকে দেন নাই। আমিও তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতেই বলিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২২শে আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। স্বতঃস্ফূর্ত্ত তোমার সংযত জীবন যাপনের আগ্রহ, তোমার স্বভাবের পথে তোমার নূতন মঙ্গলের উদয়, দেখিলে কে না সুখী হইবে? ভোগের পঙ্কিলতায় ডুবিয়া থাকিয়া সংযমকে মানুষ ভয় বাসে। কেহ কেহ বা সংযমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। অপরেরা ব্যাখ্যা দেয়, সংযম পালনে রোগ জন্মিবে। স্বভাবের বিরুদ্ধতা করিলে রোগের জন্ম অসম্ভব নহে। এই জন্যই, সম্ভোগে যাহাদের অতিরিক্ত রতি, তাহাদিগকে আমি হঠাৎ সংযম-ব্রত পালনের নির্দ্দেশ দেই না। তোমার ব্রতগ্রহণাগ্রহ স্বভাবের পথে, তুমি সহজে বিজয়িনী হইবে মা।

বৈশাখ মাসে দীক্ষা নিয়াছ। তারপর হইতে একটী দিনও দৈনিক নিয়মিত চারিবার উপাসনা ত্যাগ কর নাই। উপাসনার সময় আসিলেই শরীরে মনে নেশার ভাব আসে। উপাসনার সময় কাছাইলে অন্য কাজে মন বসেনা, অন্য কিছু ভাল লাগে না। তোমার উপাসনার প্রতি এই যে অকৃত্রিম অনুরাগ, তাহাই তোমার অন্তঃপ্রকৃতির দ্রুত পরিশোধন করিয়াছে এবং আজ তোমাকে সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। স্বভাবের পথে যে চলে, সে সহজে জয়ী হয়। এজন্যই আমি দাম্পত্য সংযমের উপদেশটী আগে না দিয়া উপাসনার

অকপট নিষ্ঠার উপদেশ প্রত্যেক দম্পতীকে দিয়া থাকি। উপাসনায় নিবিষ্ট হইলে, ভগবানের মঙ্গলময় নামে মন ডুবাইলে দিনের পর দিন আস্তে আস্তে ভিতরের চরাসক্তি সব ক্ষয় পাইতে থাকে, অন্তরের অপ-সংস্কার সমূহ লয় পাইতে থাকে, উদ্যাপনীয় সুকঠিন ব্রতসাধনার ভয় দূর হইতে থাকে এবং অপৌরুষেয় দৈবশক্তি জাগরিতা হয়। সাধনে মন দেওয়ার ইহা অমৃতময় সুফল, সাধনে লাগিয়া থাকার ইহা দিব্য পরিণাম।

সাধনের নিষ্ঠা মা তোমরা কদাচ ছাড়িও না। স্বামী অতি নগণ্য ক্ষুদ্র চাকুরী করে, যে চাকুরীতে লোক-সম্মান নাই, যে চাকুরীতে পেট ভরিয়া দুমুঠা ভাত খাইবার যোগ্য ব্যবস্থা নাই, আর তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া ছয়টী প্রাণীর দিন চলে। এমন দরিদ্র অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তোমাদের যে সাধনে অনুরাগ অনন্যসাধারণ, ইহা দেখিয়া বুঝিতেছি, তোমরা অসাধারণ ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী। সাধনে যাহার অনুরাগ আছে, জগতে তাহার সবই আছে। যাহার সাধনে অনুরাগ নাই, জগতে তাহার বিপুল সম্পদ থাকিয়াও নাই। যে সাধনে অনুরাগী, তাহার দরিদ্র সংসারের খড়কুটাটুকুও জগতের প্রতিজনের কল্যাণে আসিবে। অসাধকের অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়া শিয়াল-কুকুরেরও কোনও উপকার হইবে না। তোমরা দিনের পর দিন তোমাদের সাধন-নিষ্ঠা বাড়াও।

শারীরিক সম্ভোগের সাময়িক অনুশীলন বিবাহিত দম্পতীর পক্ষে দোষণীয় নহে। এই কাজটুকু সৃষ্টিরক্ষার জন্য বিশ্বপতির বিহিত বিধান। স্বামি-পত্নীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা, নৈকট্যবোধ এবং একাত্মতা বৃদ্ধির জন্য স্থল-বিশেষে ইহা একটী প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সুতরাং

৫

কখনও কখনও তোমরা স্বামি-পত্নী দৈহিক ভাবে মিলিত হইয়াছ বলিয়া অন্তরে আত্মগ্লানি রাখিবার প্রয়োজন নাই। তবে, সাধন করিতে করিতে যেদিন হইতে ইহা আলুনি লাগিল, জানিবে, সেই দিন হইতে তোমার এক নবজীবনের সূচনা হইল। অনেকের আলুনি লাগে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ, সন্দেহ বশত বা বিরাগ বশত। অনেকের আলুনি লাগে নিজ শরীরের অক্ষমতা বশত। সেই আলুনির কথা বলিতেছি না। স্বাভাবিক ভাবে যে দিন হইতে চিরকালের তৃপ্তিপ্রদ একটা ব্যাপার আলুনি লাগিতে লাগিল, বুঝিতে হইবে, সেদিন হইতে বহু পূর্ব্বসংস্কারের ক্ষয় হইতে সুরু হইয়াছে। এই সুযোগকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা উচিত।

তুমি যে সম্বৎসরব্যাপী ব্রত লইতে চাহিয়াছ, ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমি সাহ্লাদে ইহার অনুমোদন করিতেছি। একটী সমবেত উপাসনা করিয়া মনে মনে ব্রত-গ্রহণের সঙ্কল্প কর। তোমরা যে স্বামী ও স্ত্রীতে সংযমব্রত নিতেছ, এইটী বাহিরের লোককে জানিতে দিও না। ইহা বাহিরে প্রকাশ করিলে তোমাদের ব্রতের মর্য্যাদা কমিবে। স্বামি-সম্ভোগ যেমন গোপনীয় ব্যাপার, কেহ ঢাক-ঢোল পিটাইয়া এই কাজটী করে না, সংযম-ব্রতও তেমন গোপনীয় ব্যাপার।

নিরামিষ খাইতে চাও, খাও। অল্প আয়ের সংসার, মসুর ডাল ও পুঁই শাক না খাইয়া পারিবে না, খাও। এই ব্যাপারে আমার আপত্তি নাই। আসল কাজটুকু সফল করার দিকে অধিক লক্ষ্য দিও। বাহিরের ভড়ং বা ফষ্টিনষ্টির দিকে লক্ষ্যহীন হইও।

আমার লিখিত "সধবার সংযম" তোমার জীবনে অমৃত-আবাহন করিয়াছে, এজন্য আমি প্রশংসার ভাজন নহি। তোমার যে সকল পূজনীয়া সধবা গুরুভগিনী বিশ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সংযম-ব্রত পালনে আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল, "সধবার সংযমে" লিখিত পত্রগুলির কারণ এবং উৎস তাহারা। সকল ধন্যবাদ দাও তাহাদের। তুমি একটা নূতন কিছু করিতে চাহিতেছ না, তোমার পূর্ব্বদীক্ষিত গুরুভগিনীরা যে অনিন্দনীয় আদর্শের ধারা দীর্ঘ কাল আগে হইতেই প্রচলিত করিয়া আসিয়াছে, তুমি সেই পবিত্র ধারায় আর একটী প্রস্রবিণীর সংযোগ-সাধন করিলে। যাহা কোটি জনের অসাধ্য বিবেচিত ছিল, তোমাদের দৃষ্টান্তের প্রেরণায় শক্তিলাভ করিয়া তাহা লক্ষ লক্ষ সধবা রমণীর নিজ নিজ জীবনে সুসাধ্য হউক। তোমাদের এই সাধনার সুফল সমগ্র দেশ, সমগ্র জাতি, সমগ্র জগৎকে লাভবান্ করুক। কামময় জগৎ বংশানুক্রমে প্রেমময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১০ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী আগামী কোজাগরী দিন হইতে তোমাকে

লইয়া সংযম-ব্রত পালন আরম্ভ করিতে চাহে শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের শুভসঙ্কল্প সার্থক ও সফল হউক।

প্রথমেই অতি দীর্ঘকালের জন্য ব্রত লইও না। কারণ, ব্রত লইয়া ব্রত রক্ষা করিতে হয়। এখন এক বৎসরের জন্য ব্রতধারী হও। একবৎসর ভগবৎকৃপায় শুভে-লাভে কাটিয়া গেলে পরে পুনরায় দীর্ঘতর সময়ের জন্য ব্রত নিতে পারিবে। চিরকালের জন্য সংযম-ব্রত নিবে, অন্তরের উচ্চাশা এরূপ থাকাই ভাল কিন্তু হঠ করিয়া সুদীর্ঘ কালের জন্য ব্রত নিয়া তার পরে মাঝে মাঝে পদস্খলিত হইয়া কলঙ্ক অর্জ্জনের চাইতে স্বল্পকালের জন্য নিয়া সুষ্ঠুরূপে তাহা পালন করা অধিকতর শ্লাঘ্য। অনেককে দশ, বিশ, পঁচিশ বৎসরের জন্য মৌনী থাকিতে দেখা যায় কিন্তু মৌনের প্রকৃত নিয়ম রক্ষিত হয় না। কত রকমে লিখিয়া, শরীর-ভঙ্গী করিয়া, অস্ফুট আওয়াজ করিয়া মানুষকে নিজ কথা বুঝাইবার চেষ্টা চলে। এর চেয়ে অমৌন ভাল। বরং দুই চারি সপ্তাহ বা দুই চারি মাস মৌন ভাল, তবু এমন বিকৃতাঙ্গ সুদীর্ঘ মৌন ভাল নহে। দাম্পত্য সংযমের ব্রত সম্পর্কেও সেই কথা জানিও।

দাম্পত্য মিলন প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটী কি? প্রীতি থাকিলে নৈকট্য হয়, হাত, মুখ, বুক প্রভৃতি অঙ্গের নৈকট্য চিত্তমধ্যে অধিকতর নৈকট্যের উদ্দীপনা জাগায়। তাহার মর্ম্মার্থ,—দুই হইয়া থাকা আর চলে না, এস একে অপরের সহিত একেবারে মিশিয়া যাই। এই ভাবটার শারীরিক প্রকাশ মিথুন-মুদ্রায়। এই কথাটি যাহার মনে আছে, সে স্ত্রীকে সংযমের দিকে অনুরাগিণী দেখিলে স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়

না। কারণ, মিথুন-মুদ্রা দুইজনের একাত্ম হইবার ভাবকেই মাত্র প্রকাশ করিতে সক্ষম, ইহা উভয়কে বস্তুতঃ একাত্ম করিয়া দিতে পারে না। পরন্তু সংযম-ব্রত পালন করিয়া উভয়ে একত্র সাধন করিলে উভয়ের পূর্ণ একাত্মতা অনায়াসে সম্পাদিত হয়।

যে শুভ প্রেরণা তুমি তোমার স্ত্রীর নিকটে পাইয়াছ, তাহাকে যে সম্মানের সহিত সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিয়াছ, ইহাতে আমি আনন্দিত। তোমাদের উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় এক নূতন জগতের দৃশ্যাবলি তোমাদের অক্ষি-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হউক, তোমরা কৃতকার্য্য হইয়া পরোক্ষে আরও হাজার হাজার নর-নারীর জীবনে দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের সম্ভাবনা ও সৌভাগ্যকে সুলভতর কর। একদা যাহা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ছিল, আজ তোমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র দম্পতীর জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ সত্য এবং সুসম্ভব পরিগণিত হইতেছে। ইহা আমার বক্ষকে স্ফীত করিতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১১ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। জীবনকে সৎ এবং উন্নত করিবার

জন্য তোমার যে অকৃত্রিম আগ্রহ, তাহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি।

তুমি এখানে আমাদের আশ্রমে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু মা, যাবৎ-কাল বিবাহযোগ্যা না হও, তাবৎকাল আশ্রম-জীবন তোমাকে গৃহে বসিয়াই পালন করিতে হইবে। মেয়ে হইলেই বাপ-মা তাহাকে আশ্রমে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হন, ইহা অনেক স্থলে তাঁহাদের কাপুরুষতা। নিজ কন্যাকে আদর্শ পরিবেশ দান করিয়া নিজ ঘরেই যোগ্যভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। পিতা-মাতাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরী জানিয়া তাঁহাদের সেবার মধ্য দিয়াই তোমাদের মত কুমারী মেয়েদের বিশ্বসেবা-ব্রতে তালিম দিতে হইবে। চিরকুমারী থাকার আগ্রহ অন্যায় নহে। বরং এই আগ্রহ যাহাদের আছে, তেমন কুমারী কন্যাদের পক্ষে নানা বিষময় প্রলোভন ব্যর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু কুমারীই থাকিবে, না, যোগ্য কালে যোগ্য স্বামী গ্রহণ করিবে, ইহার মীমাংসা আজই হইয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। সচ্চরিত্র থাকিবে, পবিত্র থাকিবে, এই জিদ রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর
১১ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিস্তারিত কর্ম্মবিবরণী পাঠ করিয়া তোমাদের জেলাটির একাংশের চিত্র প্রত্যক্ষ হইল। কতক গুলি দরিদ্র লোক সত্যই অসাধারণ প্রাণ-বত্তার পরিচয় চিরকাল দিয়া আসিতেছে। স্বচ্ছল অবস্থার লোকের ভিতরে এরূপ প্রাণ কমই দেখা যায়। ভগবান দরিদ্রকে সৎকর্ম্মে অধিক রুচি দেন বলিয়াই মহতেরা দারিদ্র্যের গুণগান করিয়াছেন।

স্বচ্ছল অবস্থার লোকগুলি যে সৎকর্ম্মে ভিড়ে না, তাহার এক কারণ হইতেছে তাহাদের আরও স্বচ্ছল হইবার তীব্র কামনা। ধন-লাভের কামনা অতি তীব্র হইলে মানুষ পরধনে লোভ করে। আর, পরধনে লোভ হইলেই মানুষের যাবতীয় সদ্‌গুণ হ্রাস পাইতে থাকে, তাহার নৈতিক অধঃপতন সুরু হয়। অধঃপতিত ব্যক্তি সোণার চেইনে ঘড়ি লটকায় বলিয়াই যে সে মহৎ হইতে পারিবে, ইহা ভাবা অন্যায়।

আর একটী কারণও আছে। যে যত স্বচ্ছল, তাহার তত ভাল ষ্টাইলে চলার প্রয়োজন হয়। তুমি যে কাজটা একটা গামছা পরিয়া করিয়া আসিতে পার, সে কাজটা করিতে তাহাকে জামা, জুতা, ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরিতে হয়। চাল বাড়িয়া যাইবার দরুণ তাহার অভাব দিনের পর দিন বাড়িতে থাকে। দরিদ্রের এই বালাই নাই। সে গামছা পরিয়া হাট-বাজার করিতে পারে, কুটুম্ববাড়ী যাইতে পারে, যাত্রাগানের আসরে গিয়া নিঃসঙ্কোচে বসিতে পারে। তাহার লজ্জাবোধ কম, তাই যাকে যাহা দিতে ইচ্ছা হয়, অনায়াসে দিয়া দেয়। বড়লোক তোমাকে দুই আনা দিতে লজ্জা বোধ করে। তার উচিত পাঁচ টাকা দেওয়া কিন্তু পারিতেছে না, অতএব তুমি দুই আনা হইতে বঞ্চিত হইলে। গরীব দুই পয়সা পারিলে দুই পয়সাই দিয়া দেয়। মনে করেনা যে, পয়সাটা নিতান্ত অল্প বলিয়া কেহ নিন্দা

করিবে। ভগবান যেমন ক্ষমতা দিয়াছেন, সে তেমন দিয়াছে ইহাতে আবার লজ্জা কি ?

মণ্ডলীগুলি ঘুরিতে থাক, তাহাদের বাহিরের ও ভিতরের সমস্ত অবস্থা প্রেমসহকারে পর্য্যবেক্ষণ কর, তাহাদিগকে ভাল ভাবে গড়িয়া উঠিবার জন্য সৎপরামর্শ ও জ্বলন্ত প্রেরণা যোগাও। কিন্তু আশ্রম, মঙ্গলবাঁধ বা মাল্টিভার্সিটির জন্য তাঁহাদের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিও না। টাকা চাহিলেই তুমি অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি হইয়া যাইবে। টাকার ত প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। গত কয় দিনে দুই কি আড়াই টন লোহা আর তিন শত বস্তা সিমেণ্ট প্রায় শেষ করিলাম। স্কুলের দালান সুরু করিবার জন্য ১৫ ইঞ্চি প্রস্থে ৩০ ফুট দৈর্ঘ্যে ৬২ খানা লোহার বীম দরকার। এই জাতীয় দুর্ম্মূল্য দরকার কতকগুলিই ঘাড়ের উপরে আসিয়া চাপ দিতেছে। কিন্তু সেই অর্থ তুমি চাহিয়া আদায় করিবে কেন ? ভগবানের দয়ায় সদাত্ম পুরুষেরা, সদ্রুচিসম্পন্না মহিলারা আপনা হইতেই যে যাহা দিবার দিবেনা কি ? না চাইলেও দেয়, ভগবান যখন এমন সহস্র সহস্র সৎ নরনারীর জন্ম দিয়াছেন, তখন চাহিতে গিয়া ছোট হইবে কেন ? কাহারও নিকটে কিছু চাহিও না। সকলের সেবা করিবার আগ্রহ নিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিশ, কিছু পাইবার প্রত্যাশা নিয়া নহে।

কর্ত্তা হইতে চাহিয়াই মণ্ডলীগুলির কর্ম্মীরা এইগুলিকে নিতান্ত অকেজো করিয়া ফেলিয়াছে। সেবক হইতে কেন ইহারা চাহে না ? মণ্ডলীর সেবক হইয়া কাজ করিলে জগদ্ব্যাপিয়া সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিত। প্রত্যেকে সেবক হইবার জন্য কাড়াকাড়ি করে, তেমন অবস্থার সৃষ্টি কর।

যাহারা বেশী কথা বলে, তাহাদের সঙ্গে করিয়া কোথাও যাইও না। কাজের শত্রু বেশী কথা। বেশী কথা বলিলেই অনেক মিছা কথা কহিতে হয়। বেশী কথা যাহারা বলে, তাহারা প্রায়শই কাজ করে না, অন্যের শ্রমের ফলটুকুর জন্য নিজেরা বাহাদুরী নেয়। প্রকৃত কর্ম্মীকে বাক্‌সংযমী হইতে হইবে। বাক্‌চতুর লোকের প্রয়োজন বিধান-সভায় আর লোকসভায়, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নহে।

তুমি যেই যেই স্থানে প্রথম বার গিয়া ব্যর্থতা আহরণ করিয়াছ, কিছু কাল পরে পরে সেই সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ যাইতে হইবে। Never accept a defeat as final. জীবনের কোনও পরাজয়কেই আমি চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করি নাই।

পূর্ব্ব হইতেই খবর দিয়া গেলে অথচ কাহাকেও বাড়ীতে পাইলে না, এইরূপ অবস্থা অধিকাংশ স্থানেই হইবে। ভারত স্বাধীন ত হয় নাই, অলস হইয়াছে। আজকাল চিঠিপত্র কোথাও ঠিকমত সময়ে মেইল ব্যাগে উঠে না, প্রাপকের নিকটে চিঠি বিলিও সময়মত হইতে দেখা যায় না। টেলিগ্রাম ত প্রায় সর্ব্বদাই চিঠির পরে পৌছে। সুতরাং কোনও স্থানে এক বেলার প্রোগ্রাম না করিয়া পূর্ণ দুইটী দিনের প্রোগ্রাম করিবে। তাহা হইলে, যাহারা ডাকে খবর পায় নাই, তাহারাও খবর পাইয়া যথাস্থানে মিলিতে পারিবে।

ধৈর্য্য এবং বিশ্বাস ছাড়া এসব কাজ হয় না। প্রেম ছাড়া ধৈর্য্যও আসে না। যাহাদের জন্য কাজ করিতেছ, তাহাদের প্রতি প্রেমশীল হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১১ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের মধ্যে যাহারা বিবাহিত, তাহারা প্রত্যেকে দাম্পত্য-জীবনে সংযম অভ্যাস সম্ভব না অসম্ভব, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটু চেষ্টা, একটু সময়, একটু মনোযোগ দিও।

জোর করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে আমি কাহাকেও বলিতেছি না। জোর করিয়া যাহা করিতে বলিতেছি, তাহা হইতেছে সাধন। সাধন-কর্ম্মে তোমার রুচি হউক আর না হউক, জোর করিয়া নিজেদিগকে নিয়োজিত কর। রোগীর পছন্দ হউক আর না হউক, চিকিৎসক ও রোগীর হিতৈষীরা জোর করিয়া তাহাকে ঔষধ খাওয়ায়। খাইতে খাইতে রোগ যখন আরামের দিকে চলে, তখন রোগী নিজে সাধিয়া তিক্ত ঔষধ সেবন করে। বিস্বাদও তখন সুস্বাদ হয়। কারণ, ঔষধের মহত্ত্ব তার গুণে,—তার স্বাদে নয়, তার বর্ণে নয়, তার গন্ধে নয়, তার তারল্যে, অবলেহ্যতায় বা কাঠিন্যে নয়।

সাধন করিতে করিতে মনে যখন ব্রহ্মচর্য্য-ভাবনা জাগিবে, ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য তখনি চেষ্টায় নামিবে। দুই চারিবার ভুল করিবে, দুই দশবার হোঁচট খাইবে কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? পরিণামে তুমি জয়ী হইবে।

দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সাধন মহাজাতির জন্ম দিবে। মহা-

বীর্য্যবান্ গোত্রপ্রতিষ্ঠাতাদের বংশে এখন মানুষ না জন্মিয়া জন্তু-জানোয়ার জন্মিতেছে। তাহার প্রধান কারণ পিতামাতার অন্তরের কলুষ। তোমরা লালসা-বাসনার ঊর্দ্ধে স্বভাবের গতিতে কেমন করিয়া উঠিতে পার, সেই চেষ্টায় নামো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১৩ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার কোনও জীবনী-গ্রন্থ আছে কিনা জানিতে চাহিয়াছ এবং না থাকিলে যাহাতে আমার জীবন-কথা লিখিয়া তোমাকে পাঠাই, সেই বিষয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছ।

জীবনী না থাকিলেও জীবন-কথা নিশ্চয়ই আছে। যেমন তোমারও একটা জীবন-কথা আছে, যাহা আমি জানি না। জীব-মাত্রেরই জীবন-কথা আছে। কিন্তু সেই জীবন-বৃত্তান্ত জানিয়া লাভ আছে কি না, তাহাই বিবেচ্য। তুমি ভাবিতেছ, আমার জীবন-কথা জানিতে পারিলে তোমার লাভ হইবে। আমি মনে করিতেছি, না জানিতে পারিলেই বা ক্ষতি কি? কারণ, অন্যের কথা জানি না, আমার কথা এইটুকু জানি যে, এই জীবন বড়ই ঘটনাবহুল। একই নদীতে একই

সময়ে দুই তিনটী স্রোতের ধারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিহীন ভাবে ছুটিতে থাকিলে সেই নদীর মাছের জীবন যাহা হয়, আমার জীবন তাহা। আমি কি সাধু? আমি কি সংসারী? আমি কি বদ্ধ জীব? আমি কি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ? আমি কি কর্ম্মযোগী? আমি কি সমাধিবান্ উপলব্ধিমান্ আত্মজ্ঞ ধ্যানী? আমি কি ভাবুক না কর্ম্মী, কবি না বাগ্মী, সংসারী না সন্ন্যাসী, চাষা না ইঞ্জিনীয়ার? আমি কি জননেতা না গণসেবক, গুরু না শিষ্য, পথপ্রদর্শক না পন্থানুসরণকারী, এই যুগের মানুষ না প্রাচীন যুগের প্রতিনিধি,—কোন্ প্রশ্নটার সঠিক জবাব সম্ভব? দিতে হইলে প্রত্যেকটারই ইতিবাচক উত্তর দিতে হয়, আবার প্রত্যেকটার নেতিবাচক উত্তরও মিথ্যা হইবে না। এমন জটিল জীবনের আবার কথা কি করিয়া রচিত হইবে? কে রচনা করিবে?

নিজে লিখিব? অসম্ভব। উপলব্ধির এমন স্তর আছে, যাহা ভাষায় বলা চলে না। কর্ম্মের এমন অবস্থা আছে, যাহা নিজে বর্ণনা অনুচিত। জীবনের এমন ঘটনা আছে, যাহা সত্য কিন্তু কালাত্যয়ে স্মৃতিক্ষয় ঘটিয়াছে, লিখিতে বসিলে বা বলিতে চাহিলে বিস্মৃত অংশগুলির পাদ-পূরণ করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে কল্পনা আসিয়া উজ্জ্বল হইয়া সত্যের আসন দখল করিয়া বসিবে। আত্মজীবনী যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের এই দোষটী ঘটিয়াছে। তাঁহারা বোঝেন নাই কিন্তু ধীমান্ পাঠক তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা তাহার আঁচ পান।

খুব নামী নামী ঘটনা আমার জীবনে নাই, যাহা নিয়া হাজার-খানা পত্রিকার কাটিং সংগ্রহ করা আছে। এ জীবনের সব ঘটনা নিতান্ত সাধারণ, নিতান্ত আটপৌরে। কিন্তু ঘটনাবলি যিনি সাজাইয়া গিয়াছেন,

তিনি ছোট ছোট ব্যাপার পর পর এমন ভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন যে, অনেক সময়ে দুইটী দূর্ব্বাঘাস আর একটী বনের ফুল একটা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছে। আটপৌরে অতি সাধারণ ঘটনা নিপুণ ঘটনা-সংবেশকের কুশলী হস্তের স্পর্শ পাইয়া একটার পর একটা অপ্রত্যাশিত সংঘাত সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা খুলিয়া বলিলে কেহ বলিবে,—"শরৎ বাবুর উপন্যাস"। কেহ বলিবে,—"রবীন্দ্র নাথের গল্প।" অর্থাৎ—"এরূপ ঘটনা ঘটিলে কি ঘটিতে পারিত না? নিশ্চয় পারিত। কিন্তু ঘটে নাই। এ জীবন-কথা নিছক কল্পনার মোমবাতি। ইহা নিয়া কোনও পথিক ঝড়ের রাতে কান্তার পার হইতে সাহস পাইবে না।"

ছোটকালে অনেক বড় বড় মানুষ দেখিয়াছি, বড় হইয়া অনেক ছোট ছোট মানুষ দেখিয়াছি। এসব বড়দের কথা সাহিত্যিকেরা জানেন না, লিখেন নাই, কিন্তু তাঁহারা এত বড় যে আকাশের অভ্র ভেদ করিয়াও উপরে উঠিয়া যায় তাঁহাদের মহিমা। এসব ছোটদের কথা সাহিত্যি-কেরা লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমি এই সব ছোটদের সঙ্গে এক এক সময়ে এমন ভাবে মিশিয়াছি, যাহা লিখিলে সাহিত্য পর্য্যায়ে পড়িয়া রসোত্তীর্ণ হইয়া যায়, এমন রচনা হইতে পারে। ছোট ও বড়দের মধ্যে কি কি দেখিয়াছি, কি পাইয়াছি, তাহা এই জীবনের খুব বড় জিনিষ। ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া তেমন ভাবে হারাইয়া গিয়াছি, যেমন করিয়া সাঁতার-না-জানা বালক বর্ষাকালের পদ্মানদীর ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া একেবারে তলাইয়া যায়। আবার ভাসিয়া উঠিয়াছি, নূতন জগৎ, নূতন পরিবেশ পুরাতনকে একেবারেই ভুলাইয়া দিয়াছে, নবীন আগ্রহে অভিনব সাধনায় ব্রতী হইয়াছি। কিন্তু অতীত একদা সম্মুখে আসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছে,—"আমি তোমারই, আমাকে ভুলিয়া গেলে

চলিবে না। অনন্তকাল আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং রহিব। আমি অতীত বলিয়াই ভবিষ্যতের প্রেমোপহার আমি তোমার হস্তে তুলিয়া দিব।" সেই উপহার প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। অতীত এবং বর্ত্তমানকে লইয়া আমি ভবিষ্যতের পানে ছুটিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডে আমি কিছুই স্বীকার করি নাই, কিন্তু কোনও কিছুকে অস্বীকারও করি নাই। আমার সম্মতি ও নিষেধের মধ্য দিয়া জগতের সব-কিছু আমারই হইয়া রহিয়াছে।

হত্যাক্রূরা হত্যা করিতে চাহিয়াছে, রক্ষা করিবার জন্য নাই সমাজ, নাই রাষ্ট্র, নাই দেশহিতকামী মহতের দল, নিদারুণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া তুচ্ছ একটা লোকের মৃত্যু-সম্ভাবনাকে চোখে না দেখিতে পাওয়ার ভান করিয়াছে। হইহাও যেমন হইয়াছে, আবার ঘাতক এখনি বধ করিবে, তুচ্ছতর একটী প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, রঙ্গমঞ্চের হঠাৎ পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যে মরিবার সে মরিল না, যার মরিবার নহে সে মরিয়া আমাকে বাঁচিবার অধিকার প্রদান করিল। ইহাও ঘটিয়াছে।

কত ঘটনার বিচিত্র তরঙ্গ-তাড়নে উৎপীড়িত এই জীবন-বেলা-ভূমি, তার যথার্থ রূপ রচনা করিয়া তোমাকে দেখাইব, সেই অবসর, সেই রুচি, সেই সাধ্য আমার নাই।

আরও একটা কথা আছে। মানুষের জীবন-কথা কেবল তাহার একার জীবন-কথাই নহে। নিজের জীবন বলিতে গিয়া হাজার হাজার লোকের জীবন বলিতে হয়। এই হাজার হাজার লোক নানা বিচিত্র অবস্থার সংঘাতে একটা লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছে। কাহারও মহত্ত্ব এই জীবনটাকে হেয় করিয়াছে, কাহারও হীনত্ব এই জীবনটাকে মহনীয় করিয়াছে। নিজেকে উজ্জ্বলতর দেখাইবার প্রয়োজনে কোন্

দীপশিখাটী আমি নিবাইয়া দিব বা কোন্ প্রদীপটার সলিতা কমাইব? এমন অনেক সত্য ঘটনা থাকে, যাহা বলিতে গেলে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগকে লোকচক্ষে হেয় করিয়া দিতে হয়। কি করিয়া তাহা করিব? এমন অনেক ঘটনা থাকে, যাহা প্রীতিমধুর, রসমেদুর, দিব্য-সুরভিমাখান শীতল স্নেহস্পর্শে একান্তই আপনার কাছে আপনার বুকে লুকাইয়া রাখিবার সামগ্রী। তাহা লোকলোচনের সম্মুখে কেমনে ধরিব? নিজেকে মহৎ বলিয়া পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্য নিয়া আমি চমৎকার জীবনকথা লিখিয়া দিতে পারি। তেমন লেখা লিখিবার মতন সহস্র সত্য ঘটনা, সহস্র উপকরণ মজুদ আছে। কিন্তু মানুষের চক্ষে মহৎ ও মহীয়ান্ হইতে ত' আমি চাহি না।

আমাকে তুমি নিজ চোখে যতটুকু দেখিয়াছ, নিজ জ্ঞানে যতটুকু জানিয়াছ, তাহাই তোমার কাছে আমার জীবন-কথা হউক। তোমাতে আমাতে প্রেম হইয়াছে কি না, এইটাই ত জীবনের আসল কথা। সেই পরম সত্য নিয়া সুখে থাক। আমার জীবনের ছোটবড় ঘটনাবলি জানিবার তোমার কোন্ প্রয়োজন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

মঙ্গলকুটীর
১৪ই আশ্বিন, ১৩৭১

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার তিন পংক্তিতে লিখিত পত্র, তারও জবাব আজ সাড়ে দশ মাস পরে পাইতেছ। কাহারও পত্র আসিলে আমি তাহার উত্তর দেওয়া এমনই এক পবিত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। তবু হাজার হাজার পত্র অপঠিত থাকে, জবাব দেওয়া ত দূরের কথা। সময়ের অভাব ইহার কারণ। সারাদিন রৌদ্রে বৃষ্টিতে কুলীর মত খাটি এবং কুলী খাটাই, শেষ রাত্রি, সারা সকাল, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা কেবল চিঠি আর চিঠি। এগুলি পত্র মাত্রই নহে, প্রত্যেকটী চিঠি আমার অন্তরের জ্বলন্ত প্রেম এবং জীবনের অনুশীলিত ত্যাগের প্রেরণা তোমাদের নিকটে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

তুমি সাহিত্যিক। কাহিনী রচনায় তোমার প্রচুর দক্ষতা। ঘটনাবলির সংঘাত সৃষ্টির দিকে তোমার যথেষ্ট লক্ষ্য। তাই এত তরুণ বয়সেও, কলিকাতার সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে অপরিচিত থাকিয়াও মাঝে মাঝে নামী পত্র-পত্রিকায় কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা পাইয়া নিজ লেখা প্রকাশ করিতে পারিতেছ। রচনার ধারা, চিন্তার গতি আরও মার্জ্জিত, আরও স্বচ্ছ হইলে তোমার দ্বারা গল্পমুখী মানুষের মনে উচ্চাদর্শের উদ্দীপনা সৃষ্টি হইতে পারে।

এই স্থানেই তোমাদের প্রকৃত সম্ভাবনাটুকু বিরাজ করিতেছে। মানুষকে গল্প লিখিয়া সুখ দিলে, এইটুকুই গল্পের সার্থকতা নহে। তাহাকে মানুষের মত মানুষ হইতে প্রেরণা দিলে, ইহাতে গল্প রচনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। আধুনিকদের মতে সায় দিয়া হয়ত বলিবে, তবে ত গল্প একটা বিজ্ঞাপন হইয়া গেল, গল্প কদাচ প্রচারের মাধ্যম হইতে পারে না, আর্টের জন্যই আর্ট, গল্পলেখক নীতিবাগীশদের ধমক শুনিবে না।

চমৎকার। তবে সমগ্র দেশ জুড়িয়া হাজার হাজার পশুর জন্ম দাও। আর কোনও মহত্তর কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি একটী যুবককে জানি, যেই ব্যক্তি কোনও প্রথিতযশা গল্পকারের একটী গল্পে সাপুড়ের হস্ত আশ্রয় করিয়া পালিতা সাপিনী কি ভাবে যৌন সুখ আস্বাদনের চেষ্টা করিতেছে, এই কাহিনী পড়ার পরে নানা প্রকার ইতর জন্তু লইয়া পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে যে, মানবেতর জন্তু বা পক্ষীকে কি করিয়া মানুষের সহিত ইন্দ্রিয়-লীলায় রত করা যায়। বলিবে, ঐ যুবকটীর মাথা খারাপ। আমিও তাহাই বলি। কিন্তু দেশে মাথা-খারাপ মানুষের সংখ্যা বর্ত্তমানে কত, তাহা তোমরা জান কি?

গল্প পড়িয়া মাথা-খারাপেরাই নানা কুকার্য্যে রত হইবে, আধুনিক গল্পের ভঙ্গিমা ঠিক ততটুকুই নহে, গল্প পড়িয়া ভালো মাথার লোকদেরও মাথা খারাপ হইবে, আজিকার গল্পের ইহাই যেন এক অসাধারণ বিশেষত্ব। দেশের কুশল, জাতির কুশল, মানব-গোষ্ঠীসমূহের কুশল, সভ্যতার কুশল, সমাজের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কুশলের সহিত বিযুক্ত রহিয়া তোমরা কেবল সাহিত্য রচনা করিবে খেয়ালের বশে, ইহাকে সাহিত্য বলে না, বলে রাহিত্য। সকলের কল্যাণ রহিত করিয়া দিয়া যে সাহিত্য, জাতিগঠনপ্রয়াসী হিটলার মুসোলিনী সেই সাহিত্যকে এই জন্যই নিষিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

মানুষ গড়। মানুষ গড়িবে মানুষটীর একার তৃপ্তির জন্য নহে, একার মুক্তির জন্য নহে, বিশ্বের সকলের জন্য। একটী মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপ সমষ্টির কুশল-স্বরূপ হউক, একটী মানুষের সসীম মূর্ত্তি অসীম ভূমাতে যাইয়া লগ্ন হউক। মানুষ জীব-জন্তু নহে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য এর চাইতে ছোট হইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১৪ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জমিতে তেরখানা লাঙ্গল চলিতেছে, ফুলের চাষ হইবে। ফুলের বীজ আশ্রমের অন্ন। পঁচিশ জন কুলী-কামিন কংক্রিট মিলাইতেছে, ঢালিতেছে. চারি জন রাজমিস্ত্রী কর্ণী আর শাবল লইয়া ব্যতিব্যস্ত। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে মঙ্গলকুটীরে ছুটিয়া আসিতেছি আর তোমাদের কাছে চিঠি লিখিতেছি। চিঠি দেরীতে লিখিলাম বা ছোট করিয়া লিখিলাম, ইহাতে কেহ রাগ করিও না বাবা। অনুরূপ অবস্থায় আর কেহ একখানা চিঠিও তোমাদের লিখিতে পারিতেন কি না, ভাবিয়া দেখিও।

ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করিয়া তোলা তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। শিক্ষা ত দিয়া যাইবেই, তত্তোধিক আগ্রহ রাখিও তাহাদের চরিত্রগঠনে। কোন্ দেশ কত সভ্য, তাহা মাপিবার আধুনিক রীতি হইতেছে কোন্ দেশের লোক বৎসরে কত সাবান ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীন বিচারের রীতি ছিল, কোন্ দেশের লোক রাত্রিতে ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে। সভ্যতার আসল পরিচয় কোথায়, কদাচ ভুলিও না।

একটী ছেলেকে গড়িলে, একটী মেয়েকে গড়িলে, না একটা যুগকে উদ্ধার করিলে, জাতির একটা ভবিষ্যৎকে নিরুদ্বেগ করিলে। চোরের ঔরসে আর অসতীর গর্ভে দলে দলে পুত্রকন্যারা জন্মিয়া ধরিত্রীকে

পাপভারে নিপীড়িতা করিতে যাহাতে না পারে, তাহারই জন্য তোমাদের প্রতিজনের নিজ নিজ পুত্রকন্যার দিকে প্রখরদৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

এই একটী মাত্র লক্ষ্যের মূলে আমি আকৈশোর শ্রম করিয়া আসিতেছি। নানা অবস্থায় পড়িয়া নানা রূপ আমি ধরিয়াছি, কখনো নাগা-জননীর স্নেহচ্ছায়ায় মুণ্ড-শিকারীর আক্রোশ হইতে বাঁচিয়াছি, কখনো "কপালকুণ্ডলা"র কাষ্ঠ-আহরণ-কারী নবকুমারের মত কাপালিকের খপ্পরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছি, কখনো ঘোর সাম্প্রদায়িকতা-বাদী অন্ধ-বিশ্বাসীদের আগুনের বেড়াজালে আটক পড়িয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়াছি, কখনো অরণ্যচারী বন্ধুভাবাপন্ন অনুন্নত সভ্যতা-বৰ্জ্জিত জাতিগুলির পল্লীতে কালযাপন করিয়াছি, কখনো বিপ্লব-বহ্নির অগ্নি-শলাকা হাতে লইয়া "আপনার জন" রূপে অজ্ঞাতপরিচয় রহিয়াও শত সহস্র বিদ্যালয়গামী কিশোর ও যুবকের পিছনে নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছি কিন্তু কাজ আমার ঐ একটাই, দুইটা নহে। "চরিত্র গঠন কর, মানুষের মত মানুষ হও, হীন, হেয়, নিকৃষ্ট রুচি লইয়া জান্তব জঘন্য জীবন যাপন করা তোমাদের চলিবে না„—'এই একটী কথাই নানা ছন্দে, নানা ঢংয়ে, নানা ভঙ্গিতে, নানা বিচিত্রতায় উচ্চারণ করিয়া গিয়াছি। কখনো বীণা বাজাইয়াছি, কখনও ভেরীধ্বনি করিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

বারাণসী
২৮শে আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

১৪ই আশ্বিন সাধনা "কারে" কলিকাতা ত্যাগ করে। পথে জ্বর বাড়ে। কয়দিন পুপুন্‌কী থাকিয়াও জ্বর কমে নাই। ১৪ই আশ্বিন আমি, অঞ্জন ও সাধনা পুপুন্‌কী ছাড়িয়াছি। ঝুমরিতিলৈয়ার প্রোগ্রাম বাধ্য হইয়া বাতিল করিয়াছি। বেনারস আসিয়া সাধনার আবার জ্বর বাড়িয়াছে. ডেঙ্গু জ্বরের এত পরাক্রম, আগে জানিতাম না। উদ্বেগ বোধ করিতেছি যে, আগামী পরশু কলিকাতা রওনা হইব কি করিয়া, ২রা কার্ত্তিক হইতে বাটানগরের প্রোগ্রাম রক্ষা করিব কি করিয়া? কাজের ধান্দায় শরীর ভুলিয়া থাকি কিন্তু অতিরিক্ত বা অসঙ্গত শ্রম কি শরীর ক্ষমা করিবে?

দশটা দিনের জন্য বারাণসী আসিয়াছিলাম। পুপুন্‌কীর অতিশ্রমের ক্লান্তিতেই রাত্রি কয়টা চলিয়া গেল। এখানেও স্নেহময় একা। তাহাকে কাজে সাহায্য দিতে হইয়াছে। এখানেও কাজের চাপে ক্লান্তিটাকে রাত্রিতে শয্যাশ্রয় লইয়াই টের পাইয়াছি। দিনে লেখনীর শ্রম। ওখানে শ্রম রৌদ্রে, এখানে শ্রম ছায়ায়। শ্রম কোনওটাই কম নহে। এখানে স্নেহময় কর্ম্মের চাপে নিষ্পিষ্ট, কয়েকটী বালক তাহার সহকর্ম্মী। ওখানে নিত্যসুন্দর, প্রেমানন্দ ও বিষ্ণুপদ রৌদ্রে তাতাইতে তাতাইতে শেষ। সহকর্ম্মী কতকগুলি কুলী, কামিন, আর রাজমিস্ত্রী। শ্রীমান্ হরিষ সকলকে দুমুঠা রাঁধিয়া খাওয়াইতেছে। কে যে কাহার জন্য খাটিতেছে, তাহাও ভাবিবার অবসর নাই। শ্রমদানীরা সব চলিয়া গিয়াছে। কাজের পর কাজ, একটা শেষ করিতে না করিতে দশটা আসিয়া ঘাড়ে চাপে। ইহাদের গুরুভক্তির তারতম্যানুসারে অল্লাধিক অতিশ্রম ইহারা নীরবে করিয়া যাইতেছে; কাহারও আহার-নিদ্রার ফুরসুৎ নাই। দায়িত্বের চাপে পড়িয়া বৃদ্ধ প্রেমানন্দ দিনের বিশ্রামাভ্যাস ছাড়িয়া

দিয়াছে। সকল কর্ম্মীরাই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ হইতেছে। ইহার পরে কাহারা আসিবে ভাবিবারও অবসর নাই।

অনেক সময়ে ইহাদের মন দমিয়া যায়। আমার মন দমে না। তবে শরীর কখনো কখনো দম ফেলিবার অবসর চায়। দম ফেলিবার অবকাশ নাই। নিষ্প্রয়োজনে মানুষেরা এত চিঠি লেখে যে, আমি কাহারও মৃত্যু-সংবাদ পাইলেও সান্ত্বনা দিয়া চিঠি দিতে পারি না। দশ বস্তার মত চিঠি এখানে জমিয়া রহিয়াছে, যাহা পড়িতে পারি নাই। এত শারীরিক শ্রমের মধ্যেও দিবারাত্র চিঠিই লিখি। কিন্তু কয়টা চিঠির কয়টা উপদেশ কয়জনে পালন করে? পত্র লেখা আর পত্র পাওয়ার অত্যাগ্রহ একটা দারুণ বিলাসিতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যাহা না হইলে চলে, তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়া বিলাসিতা ব্যতীত আর কি?

এজন্যই, পত্র লিখিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য কোনও কোনও পত্র প্রতিধ্বনিতে ছাপাইবার জন্য দিয়া দেই। তোমার কোনও ভ্রাতা বা ভগিনীকে যে পত্রখানা লিখিলাম, তাহা তোমার কাজে কেন আসিবে না? তুমিও মানুষ, সেও মানুষ, তোমাদের অধিকাংশের মানবীয় জীবনের সমস্যাসমূহ প্রায় এক। তাহাদের সমাধানও প্রায় একই হইবার কথা। কেন তোমরা জনে জনে ব্যক্তিগত ভাবে পত্র না পাইলে এত অপ্রসন্ন হও?

জীবনে একটী দিনও পবিত্র ভাবে যাপন করা একটা বড় গৌরব। অতীতে যদি না পারিয়া থাক, ভবিষ্যতে ইহা পারিবে, এই আশা এবং বিশ্বাস লইয়া চল। তোমার পদস্খলনের যাহারা সাথী, কিছুকাল তাহাদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ভগবচ্চরণে অকপট প্রার্থনার

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

দ্বারা শক্তি সঞ্চয় কর। জগতের যত পাপী, সকলেই এই উপায়ে নিজেদের জীবনকে পাপহীন, তাপহীন, কলুষ-কলঙ্কহীন করিয়াছে। "একটী মুহূর্ত্তের জন্যও কামমোহের অধীন হইব না,"—যেই মুহূর্ত্তে তুমি এই সঙ্কল্পে আরূঢ় হইলে, তন্মুহূর্ত্তে তোমার দিব্য-জীবন আরম্ভ হইল। ভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনার দ্বারা এই একটী মাত্র দিব্য মুহূর্ত্তকে আমৃত্যু-ব্যাপী করিয়া লও। যে একটী নিমেষের জন্য সৎ হইতে পারিয়াছে, চেষ্টা করিলে সে অনন্ত কালের জন্য সৎ হইতে পারে।

আমরা সকলেই একটী আদর্শের সেবা করিতেছি। কেহ আমরা কর্ত্তা নহি, প্রতি জনেই সেবক মাত্র। কেহই আমরা পথপ্রদর্শক নহি, প্রত্যেকে আমরা একে অপরের পথ-সাথী। এস এই ভাব নিয়া প্রতি-জনে প্রতিজনের সহিত মিলিত হই। অন্য ভাব যেন আমাদের একজনের মনেও না জাগে। কর্ত্তায় কর্ত্তায় নিয়ত দ্বন্দ্ব বাঁধে, সেবকে সেবকে কলহের অবসর নাই।

অসত্য যখন চৌদিকে তাণ্ডবে নাচিতেছে, সত্যসন্ধ জীবন যাপনের জন্য তখনও যদি আমরা সহস্র জনে ব্যাকুল হই, আমাদের ব্যাকুলতাই সত্যের জয়পথ আঁকিয়া দিবে। রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া বেড়ানোর চাইতে আমি এই জন্য সর্ব্বসাধারণের মনে সত্যের অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ জাগানো এবং পরমেশ্বরের অমিত শক্তিতে আস্থা স্থাপন করাকে অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া মনে করিতেছি। রাজ-নৈতিক কর্ম্মীরা ক্ষণে ক্ষণে দল-বদল করেন, তাঁহাদের সাময়িক প্রয়োজনগুলি ইহা করিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করে। অরাজনৈতিক নীতিজ্ঞ পুরুষ বা নারী সত্যকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে সত্য জানিয়া অবিচলিত বিক্রমে মানুষের মনে কেবল সত্যের জয়কামনা বাড়াইয়া চলে।

আমাদের এইরূপ মতামত সত্ত্বেও রাজনৈতিক কর্ম্মীরা নিজ নিজ অভিলাষানুযায়ী কর্ম্মপন্থা অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের কাহারও প্রতি আমাদের বিরোধ-বুদ্ধি নাই। রাজনীতির রাস্তাটাই এমন যে প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহিত গৃহীত কর্ম্মনীতির সম্পর্কটা বাহিরের লোকে হঠাৎ করিয়া বুঝিতে পারে না। এজন্য আমাদের মতন সরলবিশ্বাসী লোকদের জন্য রাজনীতির পথ সুপথ নহে। যাঁহাদের পক্ষে রাজনীতির পথ অবশ্যই অবলম্বনীয়, তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করিবারই বা আমাদের কোন্ প্রয়োজন? দল-মত-নিরপেক্ষ ভাবে আমরা সকলের মধ্য দিয়াই সত্যের জয় কামনা করিয়া যাইব।

উচ্চপ্রেরণা লইয়া যেখানে যে-কেহ যে-কোনও কল্যাণকর্ম্ম করিতেছে, অন্তর দিয়া তাহাকে সহানুভূতি দাও। এখানে রাজনীতি অরাজনীতি নিয়া কোনও কথা নাই। উচ্চাশা লইয়া যাহারা নূতন ঢংয়ে চিন্তা করিতেছে, তাহাদের পথে কণ্টক রোপণ করিও না। ধর্ম্ম-জগতেই আমরা নূতন চিন্তাকারীদের আবির্ভাব বেশী দেখিতে পাইতেছি। ধর্ম্মানুশীলনকারীদের অধিকাংশেরই জাগতিক কর্ম্মসাধনার সহিত সংযোগ সুদৃঢ় নহে বলিয়া বেহিসাবী চিন্তা করিবার অবকাশ তাঁহাদের অপরিসীম। নূতন দিগ্‌দর্শন বা নূতন দিক্‌প্রদর্শন তাঁহাদের কর্ম্ম নহে, যাঁহারা চিন্তায় নিরঙ্কুশ নহেন। কেহ যদি কোথাও চিন্তার জগতে নূতনের আস্বাদন পাইয়া থাকেন, তবে, তাঁহার চিন্তাধারা আমার বা তোমার চিরপ্রসিদ্ধ ফরমুলার সহিত মিলে না বলিয়া যেন আমরা অবজ্ঞা না করি। নূতন চিন্তা পরিবেশন করিতে আসিয়া অনেকেই লোকের নিকটে পাগল আখ্যা পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সত্যই এই আখ্যার বা এই সংজ্ঞার অনেক ঊর্দ্ধে বিরাজ করেন। যৌক্তিক বা

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

অযৌক্তিক বলিয়া কাহারও সম্পর্কে শিরঃসঞ্চালন বা নাসিকাকুঞ্চনের কোন্ প্রয়োজন? সকলকে যার যার সাধ্যমত যার যার তৈরী ক্ষেত্রে নিজ নিজ বাণী প্রচার করিতে দাও। এই উদারতা তোমাদের যেন সর্ব্বদাই থাকে।

আমাকে ত এখনও হাজার হাজার লোকে পাগল বলে। সত্যই, আমি পাগল ছাড়া আর কি? জীবন ভরিয়া প্রতি কার্য্যে বিপুল অসাফল্য অর্জ্জন করিতেছি, তবু আমার উত্তম কমে না,—ইহা কি পাগলের লক্ষণ নহে? পুপুন্‌কীর কোনও বিজ্ঞ লোক ত এই সেই দিনও নিতাইর মুখের উপরে আমাকে "ব্লাফার" বা "ধাপ্পাবাজ" বলিয়া গালি দিল। তারিখটা ১৯শে আশ্বিন, সময় প্রাতঃকাল সাড়ে আট ঘটিকা। নিকটেই আর এক স্থানে এক সরকারী কেরাণী সেদিন নিতাইকে মুখের উপরে শুনাইয়া দিল,—"আপনারা পুপুন্‌কীতে জনসাধারণের উপকারের জন্য কিছুই করিতেছেন না, কেবল বড় বড় দালান তৈরী করিয়া নিজেদের দিব্যি আরামে থাকিবার, খাইবার আর ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।" তারিখটা ২২শে আশ্বিন, সময় দ্বিপ্রহর। এসব মন্তব্যকে আমি ফুল-চন্দন ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। ইহা লাজবর্ষণ। ইহা শেফালীর পুষ্পাঞ্জলি। ইহা আমার পাগলামীর প্রতি অতি স্বচ্ছ অভিনন্দন।

নূতন ধারায় চিন্তা করিয়া নানাস্থানে যাঁহারা নানা কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি তোমরা কিন্তু এইরূপ মন্তব্য করিও না। কারণ, আমার গণ্ডার-চর্ম্মে বিছুটি পাতাও রমা তুলসীর সুখস্পর্শ দেয়। ইঁহাদের সকলের পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। নূতন ভাবে যিনি ভাবিতে-

ছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে লোককল্যাণ আছে বুঝিতে পারিলে তোমরা অকপটে শ্রদ্ধাশীল হইও। তবে, তাঁহার কর্ম্মনীতিতে ভুল আছে বুঝিলে, একটু দূরে থাকিও। তাঁহাকে তাঁহার বিবেক অনুসরণ করিতে দাও, তোমরাও তোমাদের বিবেক অনুসরণ কর।

জনৈক মহাপুরুষকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচারে অভিলাষী এক অসাধারণ পুরুষের নিকট একটী সাধারণ ভক্ত তাহার গুরুদেবের ছবি নিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "দেখুন ত, ইনি অবতার কিনা?" প্রথমোক্ত ব্যক্তি এক ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন,—"যাও ছোক্‌রা, ভাল করিয়া খাও দাও, শরীর-মনের দুর্ব্বলতা দূর কর, তারপরে বুঝিবে। অবতার কি সব স্থানেই আসেন?" অর্থাৎ শেষোক্ত ভক্তের অবতারবাদ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ফল।

ইহা কিন্তু শুদ্ধ বিচার হইল না। আমি যদি একজনকে অবতার বলিয়া প্রচারে অধিকারী হইয়া থাকি, অপরেও নিজ শ্রদ্ধানুযায়ী আর এক জনকে অবতার বলিয়া প্রচারে নিশ্চয়ই অধিকারী হইবে। না হইবার সঙ্গত কারণ নাই। এক স্থানে একজনকে তাঁহার অসাধারণ গুণাবলির জন্য অবতার বলিয়া প্রচার যদি সম্ভব হয়, তবে অন্য স্থানে অন্য একজনের অসাধারণ গুণাবলির জন্য তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার সম্ভব কেন হইবে না? শুধু সম্ভবই নহে, এই প্রচার-চেষ্টা সফলও হয়, ইহা ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

আমি ত তোমাদের অবতারবাদ মানি না। আমি জীবে জীবে অবতার দর্শন করি। কিন্তু তথাপি ভক্তেরা কেহ নিজ নিজ গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে থাকিলে এই একটা কথা ভাবিয়া উল্লসিত হই

যে, এই প্রচারের ফলে হয়ত জগতে এমন একটা ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাইব, যিনি সর্ব্বতোভাবে আদর্শস্বরূপ। অবশ্য এই আশা সকল ক্ষেত্রে সফল হয় না।

এটা অবতারবাদের দেশ। অবতারবাদের আশ্রয় লইলে যে-কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘ অতি দ্রুত পুষ্টিলাভ করে। কারণ, মানুষের অন্ধ বিশ্বাস অতি শক্তিশালী জিনিষ। তদবস্থায়ও আমি তোমাদিগকে আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে দেই নাই, দিতেছি না, দিব না। ইহা কি আমার পাগলামির আর একটা লক্ষণ নহে? আমি পাগল বলিয়াই লোকে আমাকে বোঝে না। কিন্তু বোঝে না বলিয়াই কি আমি আমার পাগলামি ছাড়িয়া দিব?

তুমি ছোট কাজ কর বলিয়াই বড় চিন্তা করিবে না, ইহা কেমন কথা? বেচিলেই বা বিড়ির পাতা, মনটা তোমার পরমমঙ্গল সত্যে লগ্ন রাখিয়া কাজ করিতে বাধা কি? শাস্ত্রে পক্ষিশিকারী ব্যাধ, মাংসবিক্রেতা কসাই, গ্রাম্য হালের চাষা প্রভৃতির ভিতরে উচ্চতম চিন্তার ও দিব্যতম সাধনার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নুন-বিক্রেতার পুত্রকে, জুতোসেলাইকারীকে বা বস্ত্রবয়নকারীকে কি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সেবক রূপে আমরা ইতিহাসের যুগেই দেখিতে পাই নাই? বৃত্তি তোমার যাহাই হউক, তাহাও নিষ্প্রাণ ভাবে অনুশীলন সম্ভব, যদি মন থাকে লগ্ন হইয়া পরমেশ্বরে।

সর্ব্বক্ষণ মন পরমেশ্বরে লাগাইয়া রাখ। ইহাতেই ঋদ্ধি, ইহাতেই সিদ্ধি। ইহাতেই প্রেম, ইহাতেই পূর্ণতা। ইহাতেই তৃপ্তি, ইহাতেই আনন্দ। যতক্ষণ মনটী পরমেশ্বরে লগ্ন রহিল, ততক্ষণই তুমি নিজেকে

জীবিত বলিয়া জানিবে। অন্য সময়ে হাত-পা নাড়িয়াও, চক্ষুমুখ সঞ্চালিত করিয়াও তুমি শবদেহ স্বরূপ। ঈশ্বরে আত্মনিমজ্জনই জীবন বা অমৃতত্ব। প্রেম জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করে, সাধনার সুধা সুলভ করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

বারাণসী

হরিওঁ

২৮ আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষুঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

টেলিগ্রামে তোমাকে দুই শত টাকা পাঠাইয়াছি। শুক্রবার ধানবাদ ষ্টেশানে ডুন এক্সপ্রেসে দেখা করিও। মনে করিয়া আরও কিছু নগদ টাকা নিয়া যাইও। কিছু হয়ত দিতে পারিব।

সহকর্ম্মী ত পর পর কয়েক জন চলিয়া গেল। সাময়িক ভাবে থাকিবে বলিয়াই ইহারা আসিয়াছিল। এখন বাধ্য হইয়া কাজের বহর কিছু কমাইতে হইবে। কোন্ কোন্ কাজের গতিবেগ মন্দীভূত করিলে গুরুতর ক্ষতি হইবে না, বুঝিয়া সেই সেই কাজ একটু একটু কমাইয়া নিও। কাজ জোরে চালাইতে হইলে টাকারও বিরাট সংস্থান প্রয়োজন। কলঘর ও ছাত্রাবাসের দরজা-জানালার জন্য প্রায় সাড়ে চারি হাজার টাকার কাঠের অর্ডার আগামে চলিয়া গিয়াছে। এই টাকাটা যে-কোনও সময়ে দিতে পারি, এমন ভাবে তৈরী থাকিয়া আমাদের এখন

ব্যয় করিতে হইবে। আবার, বোকারোর ঠিকাদাররা আমাদের জমির পাথরগুলি জোর করিয়া বা কলে কৌশলে তুলিয়া নিয়া দূরে চালান না দিতে পারে, তার জন্য পাথর তোলার কাজটাও চালু রাখা দরকার। অবস্থা বুঝিয়া জরুরী সব দিকে কাজ চালু রাখ। বিবেচনা করিয়া কাজ করিও, তাহা হইলেই উদ্বেগে পড়িতে হইবে না। আমাদের মত অর্থহীনদের সব কাজ সকল সময়ে সমান উদ্যমে চালানো শক্ত। তাই বলিয়া মনের উৎসাহ নষ্ট হইতে দিও না।

কর্ম্মী যখন তোমরা অল্প, তখন নিজেদের মধ্যে মনের ও মতের ঐক্য রাখিয়া ধীরে ধীরে সব কাজ কর। কর্ম্মী বেশী থাকিলে বা টাকার জোর থাকিলে যে-কোনও কাজে অতিরিক্ত চাঞ্চল্য দেখান যায়। অর্থ-ভাণ্ডার ক্রমশ রিক্ত হইতেছে, কর্ম্মীও কয়েক জন চলিয়া গেল, এখন ধীরে আস্তে কাজ কর এবং নিজেরা প্রতি বিষয়ে পরামর্শ করিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে কাজ চালু রাখ। জিনিষ চুরী না হয় আর শ্রমিকেরা কাজে ফাঁকি না দেয়, এই দুইটী ব্যাপারেই সতর্ক ভাবে লক্ষ্য কর। বিশেষ দুর্দ্দিন পড়িয়াছে। এখানে আমরা দুই টাকার এক সের চাউল কিনিয়া খাইতেছি। এই দুঃসময়ে আর্ত্ত লোকদের সাহায্য করিতে গিয়া আমাদের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কাজ করিও। ঐ বন্ধুর মৃত্তিকায় জীবনের পরমায়ু, বজ্রের মত স্বাস্থ্য, যৌবনের উচ্ছল কর্ম্মোদ্যম সবই আহুতি দিয়াছি; এখন যেন আমাদের এমন কিছু আর না দিতে হয়, যাহা দিয়া ফেলিলে সকল কাজ নিমেষে স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন গড়িতেছিলেন, তখন স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে প্রবল বাধা দিয়াছিল। তাহারা বলিতেছিল, রবীন্দ্র-

নাথের দ্বারা স্থানীয় লোকের কোনও সুফল হইতেছে না। তাহারা বলিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ গরীব গ্রামবাসীদের ধাপ্পা দিতে আসিয়াছেন। তবে প্রাণনাশের চেষ্টা কেহ করে নাই, এইটুকুই একমাত্র বিশেষত্ব। দামোদরের রাস্তায় বা কয়েক মাইল দূরে অন্যত্র যে কটূক্তি শুনিয়া আসিয়াছ, ইহা শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা কখনো লোকের কোনও উপকার করিয়াছি, এই যশ যখন চাহি না, তখন কদাচ কাহারও উপকার করি নাই বা করিব না বলিয়া যে অপপ্রচার, তাহাতেও বিচলিত হইবার কিছু নাই। পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করিতে গেলে নবকুমারের অবস্থা হইবেই। তাই বলিয়া কি নবকুমারেরা নিজেদের কর্ত্তব্য করিবে না?

গোপালনের জন্য যে সরকারী-ভূমি স্বাভাবিক নিয়মে বন্দোবস্ত পাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি, তাহা যদি সম্মানজনক সর্ত্তে না পাই, তবে গ্রহণ করিব না স্থির করিয়াছি। তদবস্থায় আমাদের বর্ত্তমান অধিকৃত ভূমিগুলির মধ্যেই কোথাও পশুখাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা বিজ্ঞানের যুগ। অল্প স্থানে অধিক উৎপাদন এ যুগে সম্ভব, তবে তাহা অতিশয় ব্যয়সাধ্য এবং যত্নসাপেক্ষ। এই জন্যই পনের মাইল দূরে ভূমির সন্ধান করিয়াছি। তুমি যে দুইটী ঘটনা লিখিয়াছ, তাহার মধ্যে আমি একটা অদৃশ্য যোগসূত্র দেখিতে পাইতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। কে বা কাহারা যেন আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে চাহিতেছে। বেশ, আমাদের সে উদ্দেশ্য পণ্ডই হউক। কোনও অসম্মানজনক সর্ত্তে আমরা রাজি হইব না। এই কথাটী স্পষ্ট করিয়া মনে রাখিও। বিদ্বেষান্ধ মনগুলি আমাদের কর্ম্মে বিরোধ করিবার জন্য উতলা হইতে পারে, আমরা তাহাদেরই জয় প্রার্থনা করিতেছি।

আমাদের পরাজয় হউক কিন্তু আমরা যেন দুইটী বিষয়ে সতর্ক থাকি। (১) অসম্মানজনক সর্ত্তে ভূমি গ্রহণ করিয়া ছোট হইব না। (২) প্রকাশ্যে বা গোপনে যদি কেহ বিরোধিতা করিয়া আমাদের কার্য্য পণ্ড করিয়া থাকে, তাহার বা তাহাদের প্রতি অন্তরের বিদ্বেষ রাখিব না। এই দুইটী বিষয়ে আমরা নিজেদের বিবেকের নিকট খাঁটি থাকিব।

"অভাবে পড়িয়াছি, অতএব আমাদের অকর্ম্মণ্য টাঁড় জমি কেনো" বলিয়া স্থানীয় লোক যাহারা আশ্রমে আসে, তাহাদের এক কথায় বিদায় দিবে। আমরা নিজেরা দারুণ অনটনের সহিত সংগ্রাম করিতেছি। আমরা অতি জরুরী কাজগুলিকে প্রয়োজনীয় তীব্রতায় চালাইতে পারিতেছি না। আমরা নিজেরা কেহ দুই বেলা ইচ্ছামত উদর পূরণ করিবার দিকে দৃষ্টি বা লক্ষ্য দিতে পারিতেছি না। অতিশ্রমে রুগ্ন ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি, যোগ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। অর্থের কৃচ্ছ্রতার দরুণ আমরা বিশ্রাম-সুখ হইতে নিজেদের দূরে রাখিতে বাধ্য হইতেছি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে বিশ্রামটুকু দরকার, তাহা হইতেও বিরত থাকিতেছি। এই অবস্থায় লোকের অকেজো মাটি কিনিয়া পয়সা নষ্ট আমরা করিতে পারি না। যাহাদের অকেজো মাটি কিনিতে অক্ষম হইতেছি, তাহারাই অপপ্রচারকারীদের দল ভারী করিতেছে, এই এক দুর্লক্ষণ ঐ অঞ্চলটাতে সম্প্রতি প্রকটিত হইয়াছে। যে অকেজো অনুর্ব্বর পাথুরে টাঁড়ের আমাদের প্রয়োজন নাই, তাহা কিনিবার আমাদের ক্ষমতা নাই বলিয়া যাহারা আমাদের বিরোধ করিতেছে, তাহাদিগকে ইচ্ছানুযায়ী কটূক্তি করিতে দাও। লোকের ঠেকা দেখিয়া বিবাহ বা উপনয়নের সাহায্য দিতে গিয়া যাহাদের জায়গা কিনিয়াছ, তাহারাই কি কেহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে? ঠেকা

উদ্ধার করিতে গিয়া নিষ্প্রয়োজনীয় টাঁড় না কিনিলে গালি খাইবে "তোমরা স্বার্থপর", আবার টাকা দিয়া কিনিয়া বসিবার পরে ঐ জমি দ্বারা তোমাদের কোনও কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে দেখা গেলে গালি খাইবে "তোমরা ধূর্ত্ত ও শয়তান।" এইরূপ ঘটনা যখন কয়েকটাই ঘটিয়া গেল, তখন কথায় কথায় জমি কেনাটা একেবারে বন্ধ রাখ। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দুর্ব্বলতা বাড়াইয়া মানুষকে খুশী করিবার জন্য তাহাদের অতিশয় কদর্য্য কঙ্করময় জমি কেনার আগ্রহ তোমাকে একেবারে চাপা দিতে হইবে। ইহা বিপন্নের প্রতিও দয়া নহে, প্রতিষ্ঠানের প্রতিও বিশ্বস্ততা নহে। যে যাহা বলিবার বলুক, তুমি তোমার আসল উদ্দেশ্যটীর দিকে তাকাইয়া কাজ করিও।

আমরা লোকের কি কি উপকার পূর্ব্বে করিয়াছি বা এখন করিতেছি, তাহা ভাবিয়া আমাদের অহঙ্কৃত হইবার দরকার নাই। কিন্তু কিছু কিছু যে করিতে পারিয়াছি এবং এখনো করিতে চেষ্টা করিতেছি, এই আত্মপ্রসাদ অন্তরে রাখা সঙ্গত। আশ্রমটী কায়ক্লেশে এখানে আছে বলিয়াই যৎসামান্য কিছু করিতে পারিতেছি, এই সত্যটুকু ভুলিলে চলিবে না। আশ্রমটাকে একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিতে না পারা পর্য্যন্ত এই ক্ষীণধারার জনসেবাটুকুও নিতান্তই অনিশ্চিত অবস্থায় থাকিবে। আশ্রম হঠাৎ উঠিয়া গেলে এই সেবাটুকু বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আশ্রমকে স্থায়ী করিবার সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের কাহারও নিকটে তোমাদের কোনও প্রত্যাশা নাই। ঐ অঞ্চলে কয় জনের মনে এই চিন্তার উদয় হইতে দেখিয়াছ, বলিতে পার? এই চিন্তা করিয়া তোমরাই কেবল মাথার কালো চুল পাকাইয়া শাদা করিতেছ। এই কারণে লোকেরা কে কি বলিল, তাহার দিকে নজর না দিয়া, কি করিলে

তোমাদের স্বল্প শক্তি দ্বারা স্বল্প সামর্থ্যের দ্বারা একটা স্থায়ী লোক-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া যাইতে পার, তাহার দিকে নজর দাও। লোকের কথায় তোমার মন খুব সহজে চঞ্চল হয়। তুমি ত যে-কোনও প্রকারে একটা মাটির ঘর করিয়া বিদ্যালয় খুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু ওখানে বিদ্যালয় খুলিলে পরে অবস্থা কি হয়, অপ্রস্তুত অবস্থায় একবার বিদ্যালয় খুলিয়া আমি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছি। বনিয়াদ শক্ত না করিয়া কোনও কিছু করিলে অনুতাপ করিতে করিতে বাকী জীবনটুকু বিতাইবে।

যেইটুকু কাজই যেখানে যখন করিতেছি, মানুষের প্রতি অবিমিশ্র প্রেম নিয়া করিতেছি কিনা, মাত্র এতটুকুই আমাদের দেখিবার বা বুঝিবার আছে। স্বার্থের লোভে নয়, পরোপকার-বুদ্ধিতে আমাদের কাজ করিতে হইবে,—এইটুকু লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন। আমরা যে এত শ্রম করিতেছি, তাহা কি নিজেরা ভাল খাইবার আর ভাল পরিবার জন্য? কোনও জৈব স্বার্থের তাড়নায়ই কি আমরা বছরের পর বছর অন্তহীন কঠোরতা ও কৃচ্ছ্র সহিয়া যাইতেছি? এই প্রশ্নগুলির জবাব যদি বিবেকের পক্ষে পীড়াদায়ক না হইয়া আত্মপ্রসাদক হয়, তবেই হইল। পৃথিবী-শুদ্ধ অজ্ঞান লোকের মর্জ্জি-মাফিক কাজ করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, এমন লোক দুর্ল্লভ। কোটি পৃথিবীর অধীশ্বর শ্রীভগবানের নিকটে মুক্ত বিবেকে যদি দাঁড়াইতে পার, তবে এ সব সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা-বিজৃম্ভিত ক্রূর প্রশ্নের জবাব দিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তবে অন্যায় দোষারোপ যাহারা করে, তাহাদের ভ্রান্তি-নিরসনের চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া

থাকা অনেক সময়ে অপরাধ স্বীকার করিবার সামিল হয়। তাই প্রতিবাদ প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি ওঁ

বারাণসী

২৮শে আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেক দিনের পরিত্যক্ত-প্রায় আশ্রমটীকে তুমি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় নামিয়াছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। শ্রমই জীবন, বিশ্রামই মৃত্যু। শ্রম করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া ভাল, বিশ্রামে বিশ্রামে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াও মৃতের পর্য্যায়েই পড়িতে হয়।

মিথ্যা এবং অলসতার সহিত আপোষ করিবে না, কপটতা এবং পরাধীনতার সহিত তুমি মিতালী পাতিবে না, তোমার এই পণের কথা শুনিয়া আমি অযুত রত্ন লাভের আনন্দে অধীর হইয়াছি। আমার প্রত্যেকটা সন্তানের চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব হউক।

স্থানীয় লোকেরা আশ্রমের ব্যাপারে উদাসীন বলিয়া কোনও অভি-যোগ করিও না। কেহ আশ্রমের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইলেও তাহাকে শত্রু ভাবিও না। তাহার সম্পর্কে আলাপ বা মন্তব্য করিতে যত বিরত রহিবে, ততই তোমার ও আশ্রমের মঙ্গল। কিন্তু যাহারা কুটাগাছটী দিয়াও তোমার কাজে সহায়তা করিতেছে, তাহাদের ঋণ সর্ব্বদা স্মরণে রাখিও।

৭

একটা ব্যাপারে আশ্রমবাসীদের সকল সময়েই একটা অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। গ্রামবাসীরা প্রায় সকলেই ভাবেন, তাঁহাদের গ্রামে যখন আশ্রম, তখন আশ্রমবাসীরা সর্ব্বদা তাঁহাদের খাতির করিতে বাধ্য। ধারণাটা ভুল হইলেও গ্রামবাসীদিগকে সম্মান দেখান আশ্রমবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর নহে। কিন্তু অযাচকের আশ্রম, যেখানে লোকের কাছ হইতে ভিক্ষান্নসংগ্রহ, চাঁদা আদায় বা অন্য প্রকারের সহায়তা আকর্ষণের চেষ্টা নাই, যেখানে আশ্রমকর্ম্মীদিগকে আপ্রাণ শ্রম করিয়া অর্থ সৃষ্টি করিতে হয় এবং সেই অর্থ দ্বারা নিজেদের পোষণ এবং জনকল্যাণ করিতে হয়, সেখানে সময়ে অসময়ে সর্ব্বদাই কেবল গ্রামবাসীদিগকে সম্মান দেখাইবার জন্য এক পায়ে খাঁড়া হইয়া থাকা সম্ভব নহে। আশ্রমের জরুরী কাজ ফেলিয়া গ্রামবাসীদের সহিত অসময়ে গালগল্প করিয়া সময় নষ্ট করা বৈধও নহে। এই সহজ সরল কথাটা গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া আশ্রমের ক্ষতি করিয়া হইলেও তাঁহাদের ইজ্জৎ বা জিদের মান রাখিতে হইবে এমন ফতোয়া আমি তোমাদিগকে দিতে পারিব না।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৭১

আবার কোনও কোনও স্থানে দেখিয়াছি, আশ্রম-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা প্রায় সকল সময়েই মনে করেন যে, গ্রামবাসীরা সাধারণ লোক, তাহারা ত্যাগী আশ্রম-কর্ম্মীদের চেয়ে নিকৃষ্ট, অতএব তাহারা প্রত্যাশা করেন যে গ্রামবাসীরা আশ্রমকর্ম্মীদিগকে সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন করিবে, না করিলে ইহা তাহাদের পক্ষে নিদারুণ অসৌজন্য হইল। আমি মনে করি, ইহা এক প্রকারের মানসিক রোগ। এই রোগ অহঙ্কার হইতে জাত এবং দম্ভ দ্বারা পরিপুষ্ট। এই রোগ তোমাদের কাহারও কদাচ

হওয়া উচিত নহে। কলেরা, প্লেগ ও বসন্তের চেয়ে ইহাকে ভয়ঙ্করতর রোগ বলিয়া জানিবে। গ্রামবাসীরা তোমাদের সম্মান রাখুক আর না রাখুক, তোমরা কদাচ তোমাদের ব্যবহারের দ্বারা তাহাদের সম্মানের হানি করিও না।

গ্রামবাসীদের সহায়তা লাভ করিবার জন্য কোনও কল-কৌশলেও যাইও না। সহায়তা প্রার্থনা কর একমাত্র পরমেশ্বরের। পরমেশ্বরের শক্তি মানুষের শক্তির চেয়ে বড় এবং বেশী। পরমেশ্বরে বিশ্বাস কর এবং মানুষকে অবজ্ঞা না করিয়াও যে স্বাবলম্বী থাকা যায়, নিজ নিজ জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। মানুষকে অবজ্ঞা করিতে পার না এই জন্য যে, মানুষের মধ্যেও কি পরমেশ্বর বিরাজিত নহেন? মানুষের পশু-সত্তা তাহাকে সৎপ্রতিষ্ঠান ও সদনুষ্ঠান হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। মানুষের দৈবী সত্তা তাহাকে জগতের প্রতিটি কল্যাণ-কর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট, অনুরক্ত ও অনুগত করে। মানুষের এই দৈবী সত্তাই তাহার ঈশ্বরত্ব। কেহ যদি শ্রদ্ধান্বিত মন ও সহৃদয়তাপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়া তোমাকে, তোমার সৎকর্ম্মকে সহায়তা করিতে আসে, তবে তাহা সসম্মানে গ্রহণ না করা তোমার পক্ষে অনুচিত হইবে। একদল মানুষ ভুল করিয়াছে বা করিতেছে বলিয়া সকল মানুষের প্রতি বিরক্ত থাকার কোনও সঙ্গতি বা সার্থকতা নাই।

সকল কথার চাইতে বড় কথা কিন্তু বাবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাত্র। একাকী একজনে একটা প্রতিষ্ঠান চালাইলে তাহার ভিতরে তীব্র আত্মাভিমান ও অতিরিক্ত মর্য্যাদাবোধ আসিয়া যাওয়া একটা সাধারণ ঘটনা। এইরূপ যেখানে ঘটে, সেখানে সহকর্ম্মী আসিলে কাজের শৃঙ্খলা না বাড়িয়া বিশৃঙ্খলা বাড়ে। সহকর্ম্মী ছাড়া একা কেহ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

বড় কাজ করিতে পারে না। একা একা একখানা কাঁথা সেলাই চলে
কিন্তু একাকী কেহ শাল-বনাতের কারখানা চালাইতে পারে না। বড়
আকারে কিছু করিতে হইলেই পাঁচ দশ জন সহায়ক কর্ম্মী চাই। এই
কর্ম্মীদের মধ্যে থাকা চাই শ্রমশীলতা, একাগ্রতা, সঙ্ঘের কুশলের প্রতি
আনুগত্য। দৈবক্রমে কর্ম্মায়োজনে যিনি প্রবীণতর রহিয়াছেন, তাঁহার
পক্ষে প্রয়োজন সহকর্ম্মীদের প্রতি স্নেহশ্রদ্ধাশীলতা, তাহাদের সুখে দুঃখে
সমবেদনা, তাহাদের মধ্যে নিয়ত কর্ম্মোদ্যম জাগাইয়া রাখিবার উপযোগী
প্রেরণা যোগাইবার যোগ্যতা। কাল প্রাতঃকাল হইতে যে কাজটী ধরা
হইবে, আজ সন্ধ্যার সময়েই তাহার আলোচনা হইয়া কর্ম্ম-বণ্টন হইয়া
যাওয়া আবশ্যক। নিতান্ত সাধারণ সহকর্ম্মীরও কোন্ বিষয়ে কি মতামত,
তাহা জিজ্ঞাসা ও আলোচনার দ্বারা এই সময়ে পরস্পরের মধ্যে একটা
গভীর প্রণয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। আজ সন্ধ্যায় যে কার্য্যক্রম গৃহীত
হইল, কাল সকালে হঠাৎ যে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না বা পরিবর্ত্তন
ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে যে প্রত্যেকে তাহার বিশদ বিবরণ জানিতে পারিবে,
এই বিষয়ে নিশ্চয়তা এবং নিশ্চিন্ততা থাকা চাই। পরিকল্পনার অস্থিরতা
সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড করে। আলোচনা দ্বারা যে পরিকল্পনা গৃহীত হইল,
তাহাই সুষ্ঠুরূপে চালু রাখিবার চেষ্টা প্রত্যেকের থাকা দরকার। এই
ভাবে কয়েকদিন কাজ করিবার পরে দেখিতে পাইবে যে, তুমি একা
প্রাণান্ত শ্রম না করিলেও সকলের সুশৃঙ্খল শ্রমের ফলে অভিলষিত কার্য্য
অতি দ্রুত এবং সুচারুরূপে চলিতেছে। আমি যখন পুপুন্‌কী আশ্রমে
থাকি, তখন প্রতি সন্ধ্যায় প্রত্যাশা করি যে, আমার শয়নের পূর্ব্বে
আশ্রমাধ্যক্ষ পর দিবসের করণীয় কাজের শৃঙ্খলা আমার নিকটে
মঙ্গল-কুটীরে আসিয়া বিবৃত করিয়া যাইবেন। যে দিন ইহা হয় না,

তার পর দিন রাত্রি থাকিতে হাতে টর্চ লইয়া আমাকে তিন ফার্লং
হাটিয়া গিয়া পুরাতন আশ্রমে কর্ম্মীদের জাগাইয়া তুলিয়া এই বিষয়
আলোচনা করিতে এবং নির্দ্দেশনা দিতে হয়। শরীর অসুস্থ থাকিলেও
আমি সর্ব্বদা শেষ রাত্রেই উঠি ; সুস্থাবস্থার ত কথাই নাই। সুতরাং
আমার পক্ষে শেষ রাত্রে উঠিয়া পরামর্শ করিবার জন্য ছুটিয়া যাওয়া
কঠিন নহে। কিন্তু পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার পরে এই সকল কাজ সমাপ্ত হইয়া
থাকিলে কাজগুলি অগ্রসর হয় ভাল ভাবে।

তোমার ওখানে ত কর্ম্মী একটী এতদিনে আসিয়াছে। তাহাকে
কর্ম্মঠ বলিয়া কদাচ জানি না। নিজ শরীরের সেবা ব্যতীত অন্য কিছুর
সেবা করিতে সে অভ্যস্ত নহে। তথাপি সে যদি সৌভ্রাত্র্য রাখিয়া শ্রম
করিতে সম্মত হয়, তবে তাহাকে তুমি ওখানে রাখিতে পার। অযাচকের
আশ্রমে সহকর্ম্মীরা শুধু অন্নধ্বংসই করিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।
তাঁহাদিগকে অন্নোৎপাদন করিতে হইবে। যে উৎপাদনে পটু, সে যদি
বেশী খায়, তবে তাহাতে কাহারও চক্ষুপীড়া বা মনঃকষ্ট হইবার কারণ
নাই। "জয় রাধে গোবিন্দ" বলিলেই গৃহস্থেরা রাশি রাশি অন্ন একদা
উপঢৌকন দিত। সেই দিন আজ নাই। আর, তাহা আমাদের
আদর্শও নহে। আমরা জনসেবা করিব জনগণকে উৎপীড়িত না করিয়া।
এজন্যই আমাদের অভিক্ষা, এজন্যই আমাদের অযাচকত্ব। অভিক্ষার
অহঙ্কার করিয়া লোকের মনে কষ্ট দিব, এজন্য আমরা অযাচক নহি।
কিন্তু আমরা অযাচক বলিয়াই অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অতি দ্রুত বা
দামী দামী কাজ করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহাতে আমাদের লজ্জিত
হইবার কিছু নাই। আমাদের এই ধীর গতি অনেকের সমালোচনা
উদ্রিক্ত করিতেছে। করুক। আমরা যেন সমালোচনায় অধীর না হই,

আমরা যেন সমালোচকদিগকে শত্রু না ভাবি। তাঁহারা আমাদিগকে প্রকৃত কর্ম্মী মনে করেন বলিয়াই বড় বড় প্রত্যাশা রাখেন কিন্তু যখন দেখেন আমরা বড় কাজ কিছুই করিতে পারি নাই, তখন মনের খেদে আমাদের সম্পর্কে অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন। এই ভাবে বিচার করিলে তাঁহাদিগকে দোষ দিবার আর কারণ থাকে না।

ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হও, তবে নিজের কাজে নিয়ত লাগিয়া থাক, কাজ ছাড়িও না। আশ্রমে ঢুকিয়াই পাঁচ শত লেবুর চারা করিয়াছ, পৌনে পাঁচ শত টাকার কাগজী বেচিয়াছ, কয়েক কুড়ি কলাগাছ পুতিয়াছ, কৃষিক্ষেত্র বাড়াইবার চেষ্টায় নামিয়াছ, এসব প্রশংসারই কথা। নিরহঙ্কার, নির্ব্বিদ্বেষ চিত্তে অক্লান্ত শ্রম করিয়া যাও। কাজ কর পরমেশ্বর-স্মরণ করিয়া, কাজ কর পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থে।

পত্রখানা দুই দিনে লিখিলাম। কাল লিখিতে লিখিতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আগামী কাল কলিকাতা রওনা হইব। দুদিন পরেই বাটানগর। অথচ সাধনার জ্বর ও শারীরিক অপটুতা এখনো কমে নাই। নড়াচড়া, ওঠাবসা তাহার পক্ষে ক্লেশকর। তাহাকে এখানে ফেলিয়া গেলে বাটানগরে অনেকের আশাভঙ্গ হইবে, আবার আমি একা একা বাটানগরের পরিশ্রমগুলি করিব, সাধনা ইহা চাহে না।

তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে সুখী করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

কলিকাতা

হরিওঁ

৭ই কার্ত্তিক ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। রেলের একটা সামান্য পয়েন্টস্ম্যান, অতি ক্ষুদ্র রেল-কোয়ার্টারের এক কোণায় একটা কলাগাছ পুঁতিয়া আর অপর কোণায় একটা ছোট্ট গাভী বাঁধিয়া সেই কলা আর সেই দুধ বেচিয়া আস্তে আস্তে ধনসঞ্চয় করিয়া সহরের সব চেয়ে দামী মহল্লায় বাড়ী করিয়া ভাড়া দিয়াছ আর প্রথম ভাড়ার টাকাটা হইতে আমাকে প্রণামী পাঠাইয়াছ। তোমার জীবনে স্বাবলম্বনের জয় ঘোষিত হইয়াছে। তোমার প্রেরিত পাঁচটী টাকা আমার নিকটে পাঁচ লক্ষ টাকার সম্মান পাইল।

সততা ও স্বাবলম্বনের জয় অবশ্যম্ভাবী। অনেক অসৎ লোককে বিজ্ঞাপনের বলে সৎ বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে। যাহারা বিজ্ঞাপনের পরোয়া রাখে না কিন্তু সৎ জীবন যাপন করে, তুমি তাহাদের অন্যতম। তিল তিল করিয়া অর্জ্জন করিয়া, কণা কণা করিয়া সঞ্চয় করিয়া তুমি তোমার দীর্ঘ দিনের দারিদ্র্য দূর করিবার পথে চলিয়াছ। কঠোর নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের বলে তুমি তোমার দৈন্যদশার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছ। তোমার সদ্দৃষ্টান্ত সকলের অনুকরণীয়।

তুমি আরও অধিক ঈশ্বর-নির্ভর হও। তাহা হইলে তুমি আরও

দৃঢ়, আরও সুন্দর হইবে। দৃষ্টান্তস্থানীয় হও, আদর্শস্থল হও। তোমার জীবনে যেন কোথাও কোনও খুঁত না থাকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

কলিকাতা

৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষা লইয়া নবজন্ম পাইয়াছ। সাধন করিয়া এই নবজন্ম সফল কর। প্রাণভরা শ্রদ্ধা নিয়া যাহা গ্রহণ করিয়াছ, প্রাণভরা প্রেম নিয়া তাহার সেবা কর। নাম করিতে করিতে অন্তরে আনন্দ উপজাত হইবে। তোমার অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেলে জগদ্বাসী প্রতি জনে তাহার অংশভাক্ হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।

নাম করিতে করিতে নামে প্রেম আসে। নাম যদি শূন্য বস্তু হইত, তাহা হইলে, ইহা হইত না। নাম প্রেমের খনি। এই জন্যই নাম করিতে করিতে প্রেম আসে। প্রেম তোমাদের আসুক, দেহমনঃ-প্রাণ পরিপ্লাবিত করুক, তোমাদের প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আবরিয়া ধরুক। এই আশীর্ব্বাদ করি।

গুরুভাই গুরুভগিনী প্রভৃতি কাহাকেও নামহীন, প্রেমহীন, সাধন-ভজনহীন, কর্ত্তব্যে উদাসীন থাকিতে দিও না। সকলে মিলিয়া সাধন কর, সকলের জন্য সাধন কর, একের সাধনায় সহস্র জনের অন্তরের শূন্যতা দূর কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

কলিকাতা

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমবেত উপাসনা জিনিষটীকে তোমরা নব-প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন হইতে রক্ষা করিয়া চলিও। কাহারও গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, ভাগবত-পাঠ, পুরাণপাঠ বা কোরাণপাঠ করিতে হইলে সে উহা আলাদা ভাবে করুক। সমবেত উপাসনার সঙ্গে তাহাকে জুড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। এই কাজটী কোথাও কোথাও কোনও কোনও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি করিয়া অন্যদের নিষ্ঠায় আঘাত হানিতেছে। আমার মতে একাজ উচিত হইতেছে না। গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, কোরাণ, পুরাণ, জেন্দাবেস্তা বা জপজী সবই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ কিন্তু আমার প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনাতে একমাত্র পঠনীয় শাস্ত্র থাকিবে অখণ্ড-সংহিতা। সমবেত উপাসনার যাহা তত্ত্ব তাহার সহিত অখণ্ড-সংহিতার তত্ত্ব অভেদ, এজন্য ইহা প্রয়োজনীয় ও প্রশস্ত। গীতা, চণ্ডী, পুরাণ, ভাগবতের লক্ষ্য এক হইলেও প্রকরণে পার্থক্য আছে। এই কারণে, যে অনুষ্ঠানটী যেরূপ, সেই অনুষ্ঠানে তদনুকূল শাস্ত্র পঠিত হওয়া সঙ্গত। আমাদের সমবেত উপাসনা সকল মতের সকল পথের লোককে পরমেশ্বরের নামে একত্র মিলাইবার জন্য। এজন্যই এমন কোনও কিছু ইহাতে রাখি নাই, যাহা নিয়া কোনও সম্প্র-দায়ের লোকের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হয়। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার হইলেও ইহা প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসকের অধিক অনুকূল। কেহ শ্রীকৃষ্ণোপাসনায় সম্মত না থাকিলে গীতার "মামেকং" কথাটীর ভিন্ন

ব্যাখ্যা করিবেন। ইহাতে কৃষ্ণোপাসক ব্যথিত হইবেন। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" কথাটুকুর অহং এর ব্যাখ্যা লইয়া কলহ বাঁধিবে। গীতা নিজের ঘরে বসিয়া পড়, প্রত্যেকটী শ্লোক মুখস্থ কর, প্রত্যেকটী অক্ষর নিজের সাধনার আলোকে দেখিতে চেষ্টা কর, প্রত্যেকটী তত্ত্বকে নিজের উপলব্ধি দিয়া যাচাই করিয়া গ্রহণ কর এবং লাভবান্ হও। কিন্তু সমবেত উপাসনাকে তাহার স্বাভাবিক আকারে থাকিতে দাও। Allow it to preserve its own pristine beauty.

গীতা ও চণ্ডী ভক্তসমাজে সমান সমাদর পায় নাই। গীতার শিক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, চণ্ডীর শিক্ষা শক্তির উদ্বোধক। যাঁর যাহা প্রয়োজন, তিনি তাহা খুঁজিয়াছেন। কেহ গীতায় মন মজাইয়াছেন, কেহ চণ্ডীতে। সমগ্র গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, এমন কয়েক লক্ষ লোক ভারত-বর্ষে আছেন। চণ্ডীর এমন সমাদরকারী আছেন, যিনি ইহার একটা শ্লোকের জন্য প্রাণ দিয়া দিতে পারিবেন। তবু যিনি যেটাকে ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাহার বাহিরে মন লাগাইতে পারেন নাই। সমবেত উপাসনায় তুমি গীতাপাঠ প্রচলিত করিলে চণ্ডীর সমাদরকারী চণ্ডীপাঠেরও দাবী করিবেন। পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রই তোমার অনাদরের নহেন, তবু তুমি সমবেত উপাসনায় নূতন প্রথার আমদানী করিতে পার না।

মহাত্মা গান্ধী এক প্রকারের সমবেত প্রার্থনা করিতেন। তাহাতে গীতা, কোরাণ, বাইবেল আদি বহু শাস্ত্র একটু একটু পঠিত হইত, পরে হইত রামধুন। ইহার উদ্দেশ্য এবং প্রকরণের সহিত আমাদের সমবেত

উপাসনার উদ্দেশ্য ও প্রকরণের পার্থক্য আছে। মনে রাখিও, আমাদের সমবেত উপাসনা একটী সুনির্দ্দিষ্ট জিনিব। ইহাতে কেহ ব্যতিক্রম করিও না।

কেহ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, এই যুক্তিকেই তিনি সমবেত উপাসনার রীতিনীতিতে পরিবর্ত্তন সাধিতে যোগ্য নহেন।

দুরন্ত অসুস্থতা নিয়া আমরা বারাণসী হইতে বাটানগর গিয়াছিলাম। সাধনা প্রায় বিশ দিন পূর্ব্বে হইতেই অসুস্থ ছিল, আমি বারাণসী ত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে অত্যন্ত পীড়িত হই। কিন্তু বাটানগরে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে আমরা সাধ্যমত শ্রম করিয়াছি, কাজের সময়টুকু ব্যতীত বাকি সময়টুকু বিছানায় শুইয়া কেবল ঘুমাইয়াছি। এত অসুস্থ শরীরে কেহ ঘর ছাড়ে না বা কোথাও কাজ করিতে যায় না, যাওয়া উচিতও নহে। সাধনা এমনই চলচ্ছক্তিহীনা হইয়াছিল যে, চারি পাঁচ জনে ধরিয়া তাহাকে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড় করাইয়াছে এবং বক্তৃতাশেষে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া আনিয়াছে। এত যে শ্রম করিতেছি, সব সার্থক হয়, যদি তোমরা এই শ্রমের উদ্দেশ্য বুঝিতে পার। লক্ষণে মনে হয়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা তোমা-দের পাইয়াছে।

কিছুদিন পরেই বারাণসী হইতে সুদক্ষ রাজমিস্ত্রীরা পুপুন্‌কী যাইবে। পুপুন্‌কীর স্থানীয় অপটু রাজেরা মোটা কাজগুলি করিতে থাকিবে, বারাণসীর রাজেরা বিশেষ বিশেষ কাজগুলি করিবে। দ্রুত কাজ আগাইয়া নিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছি। যতক্ষণ টাকার অকুলান না হইবে, ততক্ষণ এই ব্যবস্থা চালু থাকিবে।

আসামের সাপটগ্রামে অদ্য দেড় হাজার টাকা পাঠাইলাম। আরও আড়াই হাজার টাকা দুয়েক সপ্তাহ মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

কলঘরের একতালা ও দোতালা, মঙ্গল-কুটীরের একতালা ও দোতালায় দরজা-জানালার যে কাঠ লাগিবে, তাহাই অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কাঠ আসা মাত্র সূত্রধরদের লাগাইতে হইবে ত্বরিত দরজা-জানালা সব নির্ম্মাণ শেষ করিতে। মঙ্গলবাঁধ ও কলঘর সমাপ্ত না হইতে আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের তিনশত পঁচাত্তর ফুট লম্বা ঘর এবং দুইশত ফুট লম্বা বিদ্যালয়-গৃহ আরম্ভ করা যাইবে না, যদিও ভিত্তির জন্য কংক্রিট-পাথর সংগ্রহের কাজে ইতিমধ্যে বহুলোক লাগান হইয়াছে।

ওখানে না গেলে বুঝিতে পারিবে না যে শূন্য হস্তে কি অসাধারণ দুঃসাহসিক সমারোহ সুরু হইয়াছে। পরমেশ্বর জয়-বিধাতা, তাঁহার ইচ্ছা পূরণ হইলেই আমি কৃতার্থ।

তোমাদের ওখানকার যে সকল অসুবিধার কথা বর্ণনা করিয়াছ, তাহা আমার অজানা নয়। ব্যাধি তোমাদের দারিদ্র্যে নহে, ব্যধি তোমাদের মনে। মন সবল না হইলে ধনবানেরাও সৎকার্য্যে উদ্বুদ্ধ হয় না। মন ব্যাধিমুক্ত হইলে চিরদরিদ্রেরাও প্রতিটি মহৎ কর্ম্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। মানুষের দান-প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তোমরা কোনও কৃত্রিম পথে যাইও না। অসাত্ত্বিক ব্যক্তির অনিচ্ছুক দান সৎপ্রতিষ্ঠানের মূলকে উৎখাত করে। অভক্ত, অশক্ত, দস্যু-তস্কর, পাপকার্য্যোপজীবী লোকদের দান গ্রহণীয় নহে। লোকের দান-সংগ্রহের চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিও না। তোমরা প্রত্যেককে সাধনের উদ্দীপনা বিলাও। প্রতিজনে সাধনশীল, ভজনশীল হউক। ইহার চেয়ে বড় লাভ জগতের কিছু নাই।

তোমরা কে কতখানি কথা বলিতে পারিয়াছ, ইহা আমি জানিতে

চাহি না। তোমরা কে কতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছ, আমি শুধু তাহাই জানিতে চাই। সৎকথা অবশ্য ভাল কিন্তু সৎকাজ তার চেয়ে বেশী ভাল।

বিগত ১লা আশ্বিন তারিখে পুপুন্‌কী হইতে তিনসুকিয়ার শ্রীমান্ ব্রজনাথ মজুমদারকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। পত্রখানা শ্রীমান্ কুমুদেশ্বর দত্ত সংক্ষেপে ছাপাইয়া কয়েক স্থানে পাঠাইয়াছে। তোমার অবগতির জন্য তাহা নিম্নে দিলাম। তাহা পাঠ কর। যথা,—

"মঙ্গল কুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
"১লা আশ্বিন, ১৩৭১

"প্রত্যেক বড় কাজেই দূরদৃষ্টি চাই, দীর্ঘকাল সহিষ্ণুভাবে একই উদ্দেশ্যে কঠোর শ্রম করার প্রচেষ্টা চাই। তোমরা প্রায় প্রতি-স্থানে প্রায় প্রতিজনে হুজুগের প্রতি বেশী সমাদর প্রদর্শন করিতেছ। আমি চাহি জগতে ইতিহাস রচনা করিতে আর তোমরা চাহ সাময়িক হুজুগে ক্লান্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে। পুপুন্‌কীর উৎসব তিন বছর পিছাইয়া দিলাম। ইহা ১৩৭৪ এর কোজাগরী পূর্ণিমায় হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, ভাল করিয়া উৎসবটী করিতে চাহি, যাহার ঠিকপরেই মালটিভারসিটি খুলিয়া দেওয়া শোভন হইব। ভাল করিয়া উৎসবটি করিতে চাহি, যেন আসিয়া লোকে মালটিভারসিটির সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি দেখিয়া চমৎকৃত হয়। মানুষের মনে যা তা একটা ধারণা সৃষ্টি করিয়া দিবার মধ্যে কোনও বাহাদুরী নাই। যাহাতে দশ হাজার অখণ্ড-ডেলিগেট আসিয়া বৃক্ষতলে বাস না করিয়া গৃহতলে বাস করিতে পারে, আমি এই সময়টুকুর মধ্যে

সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে চাই কিন্তু ইহার সহিত আরও জিনিষের প্রয়োজন আছে। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ-কুশল-বিধানকারী একটা স্থায়ী সৎপ্রতিষ্ঠান আমার আবাল্যের স্বপ্ন, যাহার জন্য কেবল ত্যাগ, ধৈর্য্য এবং শ্রমেরই প্রয়োজন নহে, প্রয়োজন সর্ব্বালিঙ্গনকারিণী পরিকল্পনার। ভেদবুদ্ধিবিবর্জ্জিত উদার আত্মচেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত চাই শক্তিমান্, বীর্য্যবান্, ধীমান, আত্মনির্ভরশীল স্বাবলম্বী মানুষের আবির্ভাবের যোগ্য ভূমিকা।

"গত উৎসবের সময়ে পঞ্চাশ টাকার রং-তূলি কিনিয়া আনিলাম, তাহা ব্যবহার করিবার জন্য চিত্রকর পাওয়া গেল না। বিভিন্ন স্থান হইতে দশ বারো জন চিত্রকর কি রং-তূলি ইত্যাদি সহ পনের দিন আগে আসিয়া যাইতে পারে না? ইহার জন্য কি চেষ্টার প্রয়োজন নাই? স্থানীয় দশ লক্ষাধিক জনতা কি জনতারই ভিড় দেখিয়া যাইবে? বাখানি করিবার মত কিছুই তাহাদের চোখে পড়িবে না, ইহা কি এত বড় একটা সঙ্ঘের পক্ষে মর্য্যাদাবর্দ্ধক? যে শিক্ষা অন্তরে লাগিয়া থাকিবে, এমন কিছুই তাহারা পাইয়া যাইবে না?

"গতবার আমরা কোনও প্রদর্শনী করিতে পারি নাই। আমাদের নিজস্ব বিরাট চিত্র-প্রদর্শনী মেরামতের প্রতীক্ষায় আছে। তাহাতে রং-তূলির অনেক কাজ দরকার। শিল্প-দ্রব্যের একটা প্রদর্শনী সম্পর্কে একবৎসর ধরিয়া ছাপান নির্দ্দেশ দুই হাজারের মত প্রচার করিয়াছি মালটীভারসিটির টাকার প্রাপ্তি-স্বীকার-পত্রের সঙ্গে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটী শতখণ্ড পত্র লিখিল না, "আমাদের এখানে অমুক জিনিষটী ভাল তৈয়ার হয়, একটী দুইটী যথাকালে

নিয়া আসিব বা পাঠাইয়া দিব।" গামলা, ঘটি, দা, ছুরি, কৃষকের মাথায় দিবার পাতলা, কারুকার্য্যময় পাখা, পাটী, মাদুর, চাটাই, শোলার তৈরী দর্শনীয় বস্তু, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ সব কিছুর নমুনা আসিতে পারে। প্রদর্শনী-ঘরে যদি লেখা থাকে এটা নাগাদের কাজ, ওটা রিয়াংদের কাজ, সেটা কাইফেংদের কাজ, অপরটা মিকিরদের কাজ,—এটা ত্রিপুরার দ্রব্য, ওটা তেজপুরের দ্রব্য — এই শিল্পীর বয়স সাত, ঐ শিল্পীর বয়স আশি, এই শিল্পী খঞ্জ, সেই শিল্পী অন্ধ,—তাহা কি একটা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিবে না? 'দম্মিখালে ধান হইতে চাল বাহির করিবার হস্তনির্ম্মিত যন্ত্র দেখিয়াছিলাম, মানভূমে তা দেখিলে লোক অবাক হইয়া যাইবে। প্রত্যেকে মাথা খাটাও, কে কোন্ জিনিষ দেখিবার জন্য আনিবে এবং এ দেশের মানুষের মনে উদ্দীপনা জাগাইবে, শিক্ষার প্রেরণা দিবে, বিস্ময় সৃষ্টি করিবে। বিগত উৎসবের সুফল আমরা পাইয়াছি। রাজ্যপালের আগমনের সুফল পাইতে সুরু করিয়াছি। মানুষের মনের বিস্ময় আমাদের কাজে লাগিতেছে। আগামী উৎসবের সুফল যেন আমরা অনন্তকাল পাই।'— এই কথাগুলি দুই হাজার জনের কাছে আমার স্বাক্ষরে ছাপার হরফে পৌছিবার পরেও একটী লোকে লেখে নাই,— তিন রকমের বরের টোপর আনিব, দুই রকমের শোলার টিয়া আনিব, বেথুন বীজের মালা, কলা বীজের মালা, দুই রকমের হরিণের সিং আনিব, সাত রকমের কাগজের মুখস আনিব বা তিন রকমের তিনটী কুলা, ডুলা বা পলো আনিব। তোমরা একেবারে নির্জ্জীব পাথর হইয়াছ। পাথরে হাতুড়ীর ঘা ছাড়া

রেখা পড়ে না। হাতের বোনা আসন, ঝাড়ন, বালিশের ওয়ার দিয়া লক্ষ লোককে চমৎকৃত করা যায়। রিয়াংদের পাচরা, মণি-পুরীদের সুজনী, ত্রিপুরীদের পাখা, গামছা প্রভৃতির রকমারী দেখাইয়া লক্ষ লোককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করা যায়। বিস্ময় হইতে শ্রদ্ধা জন্মে, শ্রদ্ধা হইতে বিশ্বাস, আর তাহা হইতে জন্মে অপরের গড়া জিনিষের মত বা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিষ সৃষ্টির জন্য গণ-মানসে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা, যাহা জাতির শক্তিবৃদ্ধি করে। কিন্তু তোমরা কেহ কথাটা কানেই তুলিলে না। ইহা এক আজব কাণ্ড বলিতে হইবে। গাছ-পাথরের মত তোমরা নিরেট হইয়া যাইও না।

"এবার ১লা শ্রাবণ কয়েক জন শ্রমদানী যুবক পুপুন্‌কী আসাতে ইজ্জৎ-রক্ষা হইয়াছে। আগামী বৎসর ১লা শ্রাবণ তোমাদের সকলের চেষ্টায় সকলের ব্যয়ে পঞ্চাশ জন শ্রমদানী পুপুন্‌কী আসিয়া পৌঁছা চাই। বলবান, পরিশ্রমী, স্বাস্থ্যবান এবং আজ্ঞাবহ কর্ম্মী ছাড়া অন্য কাহাকেও পাঠাইও না। ফটিকরায়ের সুরেন্দ্র, তেলিয়ামুড়ার প্রসন্ন একমাসের বেশী এখানে সেবা দিয়াছে ও দিতেছে। ইহারা ধন্য। অন্যান্যেরা ১০।১৫ দিনের জন্য আসিয়াছিল, তবু শ্রম চমৎকার দিয়াছে। আমাদের সম্মুখে একটী মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমাদের জয়ী হইতে হইবে। তোমরা কেন সেই কথা বুঝিবে না? সহজে বোঝ না বলিয়াই শ্রাবণের দরকারী সংবাদ আট নয় মাস আগে আশ্বিনে দিয়া রাখিতেছি। ইতি—"

তোমাদের যে কত দূরদৃষ্টি, কত সহিষ্ণুতা, কত শ্রমশীলতা, কত ত্যাগ, কত দৃঢ়তা এবং কত নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা তোমরা কদাচ

ভুলিও না। নিজেকে ছোট ভাবার মতন পাপ নাই। সেই পাপ যেন তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। নিজেকে দুর্ব্বল ভাবার মতন দোষ নাই। সেই দোষ হইতে তোমরা মুক্ত থাকিও। কেবল নিজেকে লইয়া চিন্তা করার মতন সঙ্কীর্ণতা নাই। সেই সঙ্কীর্ণতার পরিবন্ধন তোমরা সবলে ছিন্ন কর। উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনের মত দুর্ভাগ্য নাই। এই দুর্ভাগ্যের কবলিত তোমরা কদাচ হইও না।

একা তুমি যাহা পারিবে না, দশজনে মিলিতে পারিলে তাহা সহজসাধ্য হইবে। একদিনে তুমি যাহা করিতে পারিবে না, দশ বৎসর লাগিয়া থাকিতে পারিলে তাহা তুমি অনায়াসে সাধিতে পারিবে। ঐক্য একটী বড় কথা, লাগিয়া থাকা তার চেয়ে আরও বড় কথা। ঐক্য এবং নিষ্ঠা একত্র যুক্ত হইলে সোনায় সোহাগা। আমি তোমাদিগকে নিকষিত কাঞ্চন দেখিতে চাহি।

সকলে মিলিয়া একটী মহাকার্য্য-সাধন করিতে পারিলে ঐ সাফল্যের মধ্য দিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য প্রেমের সঞ্চার হয়। একে অন্যকে আত্মপ্রসাদ অর্জ্জনে সহায়তা করে বলিয়া এই প্রেম উপজাত হয়। ইহা অতীব সাত্ত্বিক প্রেম, ইহা চরিত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করে। তোমরা কলহ-কচায়নের পথ পরিহার করিয়া এই বিমল সৌন্দর্য্য আহরণের দিকে দৃষ্টি দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাজে লাগাও। জগতের হিতের দিকে তাকাইয়া প্রতিজনে কাজ কর।

সর্ব্বদা মঙ্গলময় নামে মন রাখিও। নামের সেবার মধ্য দিয়া সংসারের নানা বিচিত্র অবস্থার বিরুদ্ধতা সত্বেও নিজ কর্ম্মপথে বীর-বিক্রমে অগ্রসর হইয়া যাও। মনে সাহস রাখিও, প্রাণে বিশ্বাস রাখিও। নামকে জীবনের সারাৎসার জানিও।

দানের পরিমাণে তাহার মহত্ব নহে, ইহার পশ্চাতে যে প্রাণটী আছে, তাহা দিয়াই ইহার মহত্ব। তোমাদের প্রাণের বল বাড়ুক।

তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ জীবনকে মূল্যবান বলিয়া মনে কর। যখন যাহার সংস্রবে আস, তাহাকে জীবনের মহত্ব, জীবনের পবিত্রতা, জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিবার চেষ্টা কর। প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভ্যুন্নতির পথে প্রধাবিত করিবার চেষ্টায় লাগ। একাকী নহে, পৃথিবীর সকলকে নিয়া পরমকুশলান্বিত হও।

নষ্ট করিবার সময় নাই। প্রতিজনকে কাজে লাগিতে হইবে। যে কাজে তোমার আত্মোন্নতি, সকলের আত্মোৎকর্ষ, সেই কাজই কাজ। সে কাজেই সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বদেহমনঃপ্রাণ দিয়া আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কে আমার শিষ্য, কে আমার অশিষ্য, ইহা বিচার করিও না। ভগবানের প্রতিটী সন্তানের প্রতিই যে তোমাদের কর্ত্তব্য আছে, তাহা স্মরণ রাখ।

তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য সমূহ নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া শক্তিশালী হও। দুর্ব্বলের সঙ্ঘ সঙ্ঘই নহে। কামুকেরা মিলিলে কেবল কাম-চর্চ্চাই করিবে, প্রলুব্ধেরা মিলিলে কেবল লোভানুশীলনই করিবে, ক্রোধীরা মিলিলে কেবল কোপনতার পন্থাই অনুসরণ করিবে। জিতকাম, সংযমী, সদাচারী, নির্লোভ, নিষ্পাপ মানুষদের মিলনেই বিশ্ব ব্যাপিয়া কুশলের মলয় বহিতে থাকে। সৎলোকের সঙ্ঘই সঙ্ঘ, অসৎলোকের সঙ্ঘ কুকাজের আড্ডা মাত্র।

আমি তোমাদিগকে যে উপদেশগুলি দেই, তাহা তোমরা আমার সহিত অপরিচিত ব্যক্তিদিগকেও পড়িতে দিও। উদ্দেশ্য, যাহা তোমার কাজে লাগিতেছে, তাহা অপরেরও আংশিক কাজে আসিতে পারে। তোমাদিগকে আমি জানি বলিয়া তোমাদের নিকটে পত্র লিখি কিন্তু যাহাদিগকে জানি না, তাহাদেরও নিয়ত কুশল কামনা করি, তাহাদের ও সতত অভ্যুদয় প্রার্থনা করি। আমার কল্যাণৈষণার ভিতরে সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। আমি সকলের জন্য জীবন ধারণ করিতেছি, সকলের জন্যই হাসিতে হাসিতে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে চাই। তাহা করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য জ্ঞান করিব।

একদা "আপনার জন" নাম স্বাক্ষরে আমি বর্ষের পর বর্ষ জুড়িয়া ধারাবাহিক ভাবে হাজার হাজার যুবককে পত্র লিখিয়াছি। সেই দিন জাতির পৌরুষ-প্রবোধনের প্রয়োজন ছিল। কয় লক্ষ পত্র লিখিয়াছি, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। যাহাদিগকে লিখিয়াছি, কেহই আমাকে চিনিত না বা আমি তাহাদের দুই চারি জনকেই মাত্র চিনিতাম। তবু আমার কথা কাজে আসিয়াছে। আজ তোমাদিগকে যাহা লিখিতেছি, তাহা তোমাদের ছাড়া অন্য দশ বিশ জনের কাজে না আসার কোনও

কারণ নাই। আমাকে প্রচার করিবার জন্য কাহারও নিকটে আমার বাণী পরিবেশন করিও না। বাণী-গুলি কাহারও হয়ত বা কাজে লাগিয়া যাইতেও পারে, এই ভাব নিয়া একাজটী করিও। আমি প্রচার চাহি না, আমাকে প্রচারের প্রয়োজনও নাই। আমি যেই ভাব-নিচয়ের সমষ্টি, যেই আদর্শের প্রতিনিধি, তাহার প্রচার লোককল্যাণকর হইলে হইতে পারে। ব্যক্তিকে প্রচার করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্বকে অস্বীকার করা হইয়াছে। ব্যক্তির পূজা প্রচলন করিতে গিয়া অনেক সময়ে ঈশ্বরের পূজা অবহেলিত হইয়াছে। ব্যক্তির মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহার তপস্যার, তাঁহার সাধনার, তাঁহার অনুকরণীয় সদ্দৃষ্টান্তের মূল্য এবং সম্মান অনেকবার আমরা হ্রাস করিয়া দিয়াছি। এই ভুল বারংবার করিবার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরের প্রভু জাগিয়া উঠুন। ইহাই তোমাদের প্রতিজনের কাম্য হউক। সুখ-সুষুপ্ত দেবতার নবজাগৃতি লক্ষ লোকের দুঃখ-নিশার অবসান ঘটাউক। প্রতপ্তা ধরিত্রী শান্তি-ধারায় অবগাহন করিয়া প্রসন্নাননা হইয়া হাসিমুখে দশদিকে নিরীক্ষণ করুক। স্নেহে, প্রেমে, করুণায় মানব-তনুধারী প্রতিটী আত্মা বিগলিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

বারাণসী

হরিওঁ ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের চাহি মরণপণ জয়েচ্ছা। মনে দুর্ব্বলতা, শরীরে আলস্য, সংঘে শিথিলতা থাকিলে চলিবে না। বিরুদ্ধ অবস্থাকে পৌরুষ-প্রভাবে পরাজিত করিয়া স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজ করিবার জন্য মাত্র তিনটী লোক আছ। এই তিনটী লোকের ভিতরেই এমন ঐক্য, এমন শৃঙ্খলা, এমন সহযোগ, এমন সমবেদনা থাকা চাই যেন যে কাজ ধরিবে, তাহা শেষ করিবার পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনও বাধা দুস্তর না হইতে পারে। আমি তোমাদের কাছে কি চাহিতেছি, তাহা তোমরা বুঝিতে সমর্থ হও। না বুঝিলে মৃত্যুপণই বা করিবে কি করিয়া, অক্লান্ত খাটুনিই বা খাটিবে কি প্রকারে?

কর্ম্মীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা আমি করিতেছি। চেষ্টার ফলাফল কিছুকাল মধ্যেই জানিতে পারিবে। কিন্তু কর্ম্মী পাইলেই হইল না, তাহাদিগকে খাটানো চাই। কর্ম্মী জুটিলে তারা ত সবাই আগেই গিয়া রান্নাঘরে ঢোকে। কেহ সারাদিন শাকসব্জী তোলে, কেহ সারাদুপুর ডেগ-কড়াই মাজে, কেহ চাউল কাড়া না আকাড়া তাহার বিচার করে, কেহ কাঁকর বাছে, কেহ জল আনে, কেহ মশলা বাটে, কেহ কাঠ টানে। যে কাজ একজনে করিতে পারে, তুমুল সোরগোল তুলিয়া সে কাজ ছয়টী লোকে সারাদিন ধরিয়া করে, আর নিদারুণ

শ্রমের ক্লান্তির ভানে সারারাত্রি পড়িয়া ঘুমায়। শেষ রাত্রে উঠিয়া নামকীর্ত্তন করিতে ইহাদের ভাল লাগে না, সন্ধ্যার সময়ে পাঠ-কীর্ত্তনে ইহাদের সময় হয় না, বেলা আটটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না, বেলা এগার-টায় খাইতে বসিলে আড়াইটায় পাতপিড়ি হইতে উঠিয়া বসে। খাইতে একটা পরিশ্রম আছে। সুতরাং বিকাল সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত বিশ্রামেরও প্রয়োজন। সন্ধ্যার মুখে আর কে গায়ে মাটি-কাদা-চূণ-সিমেণ্ট লাগাইবে? অতএব গায়ে জামা দিয়া একটু বনভ্রমণ করিয়াই ত ইহারা দিনগত পাপক্ষয় করে।—এই কথাটা ভাবিয়া দেখিও। আধুনিক ছেলেদের অন্তহীন আলস্য দেখিতে দেখিতে আমার চোখের ক্লান্তি আসিয়া গিয়াছে।

সুতরাং কর্ম্মী পাঠাইলেই কি হইল? কর্ম্মীকে খাটাইবার দায়িত্ব তোমাদের। আগামী কল্য প্রাতে উঠিয়া কে কোন্ কাজে হাত দিবে, তাহা যেন আগামী কল্য বলিয়া দিবার জন্য পড়িয়া না থাকে। আজই কর্ম্মসমাপনের পরে সন্ধ্যান্তে সকলে একত্র বসিয়া আলোচনা করিয়া প্রথমে স্থির হইবে আগামী দিনের পূর্ণ কর্ম্মতালিকার রূপরেখা, তারপরেই হইবে কর্ম্মবণ্টন। সত্য সত্য যে কাজগুলি কাল হইবে, তাহাই তালিকাতে থাকিবে। কাল যে কাজ হইবে না, তাহা যেন অবান্তর ভাবে তালিকায় স্থান না পায়। আমি ও সাধনা চিরকাল এই ভাবে কাজ করিয়াছি ও করাইয়াছি, তাই অতি অল্প কর্ম্মী দিয়া এবং অতি অল্প সময়ে অনেক কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমরা যাহা করিয়া করিয়া শিখিয়াছি, তোমরা তাহা শুনিয়া শুনিয়া শিখ এবং সেই শিক্ষাকে কাজে লাগাও। সন্ধ্যার পরে একরূপ কর্ম্মতালিকা স্থির হইল আর পরদিন প্রাতে দেখা গেল অন্যরূপ কাজ সুরু হইয়াছে, এইরূপ

ঘটিলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। তণ্ডুলের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে বাহির হইতে কর্ম্মী আনিয়া কত ক্লেশে তাহাদের অন্নের সংস্থান করিবে আর তাহারা কাজ করিবে না, তাসে গোল পাকাইবে, একটা করিতে অন্যটা করিবে, অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার ঘটিয়া যাইবে,—ইহা যেন কদাচ না হয়। এই বিষয়ে সতর্ক না হইতে পারিলে, অতীতে যেমন কর্ম্মী পাইয়াও কিছুই করিতে পার নাই, লোকগুলি কেবল শুইয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিয়াই মাসের পর মাস কাটাইয়া দিয়া গেল, এবারও তাহাই হইবে। আমি কিন্তু তাহা চাহি না।

অনেক লোক লইয়া কাজ করিতে হইলেই একদল থাকে পরিচালক, অপর দল হয় পরিচালিত। বাহির হইতে যে কর্ম্মীরা আশ্রমে আসিয়া পড়িল শ্রমদান করিতে, তাহারা প্রতি জনে যাহাতে নিজ নিজ কাজ করিয়া যায় বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রের মত অবিরাম অবিশ্রাম, তাহা দেখিবার জন্য তোমরা দুই তিন জন সর্ব্বক্ষণ সুইচ্‌গুলি তত্ত্বাবধান করিয়া যাইতে থাকিবে। কখনো কখনো তাহাদিগকে কাজ-করিবার ও করাইবার রীতি দেখাইবার জন্য, তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া খাটিয়াও যাইবে। নগদা কুলীরা হাজরি কামিনেরা কাজ ত করে শুধু সূর্য্যাস্তে নগদ একটা তঙ্কা মিলিবে বলিয়া। উহারা অশিক্ষা বশত ও কুশিক্ষার ফলে প্রায়ই কাজে ফাঁকি দিতে চাহিতে পারে। ইহাদের কর্ত্তব্য হইবে, উহাদের সঙ্গে কখনো কখনো খাটিয়া এবং প্রতিক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উহাদের কাজের উপরে লক্ষ্য রাখিয়া প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে উহাদের কাছ হইতে আমাদের যতটুকু কাজ চাহি, ততটুকু ন্যায়সঙ্গত ভাবে আদায় করিয়া নেওয়া। কাজ করিল না, ফাঁকি দিল, আর সন্ধ্যার পরে উহাদের

প্রতি জনকে নগদ পয়সা গণিয়া গণিয়া দিয়া দয়াদর্ম্ম দেখাইলাম, আমি ইহার পক্ষপাতী নহি। দয়াধর্ম্মের যে যোগ্য, তাহাকে ত আমি আজ দশ টাকার ঔষধ, কাল সাত টাকার বস্ত্র, পরশু পাঁচ মণ ধান্য ইত্যাদি দান করিতে কদাচ কুণ্ঠা প্রকাশ করি নাই। একটাকার হাজরি নিয়া একটাকার কাজই আমরা উঁহাদের নিকট চাহি, তিনটাকার নহে। তবে আমাদিগকে নির্দ্দয় বলিয়া গালি দিবার সঙ্গত যুক্তি কি থাকিতে পারে? অসঙ্গত ভাবে কেহ গালি দিলে সেই গালিতে চঞ্চল হইবারই বা কি কারণ আছে? দয়া ধর্ম্মজ হউক এবং ধর্ম্মজনক হউক। দয়া দুর্ব্বলতা হইতে কেন উদ্ভূত হইবে, দুর্ব্বলতার উৎপাদনই বা কেন করিবে? আশ্রমের কষ্টার্জ্জিত অর্থ কি বেরুবাড়ীর ছিট-মহল যে পরদুঃখকাতর হইয়া মহানুভব খ্যাতি পাইবার লোভে অকারণে ও অন্যায় ভাবে বিলাইয়া দিব? ঐ দেশের গরীব লোকেরা খাইতে পায় না, আমি নিত্যনূতন কাজ দিয়া তাহাদের অন্ন যোগাইয়া উপকার করিলাম, আমার জনহিত-কামনার ইহাই গণ্ডী নহে। সকল দেশের সকল লোকের দারিদ্র্য-মোচনের স্থায়ী ব্যবস্থার সহিত ঐ দেশের প্রত্যেকটী লোকের অভাবনীয় উপায়ে নিজেদের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্টি করার ও অর্জ্জনের ক্ষমতা জন্মুক, তাহার জন্য আমি সর্ব্বলোকহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহিতেছি। এই জন্যই চিমা তেতালায় কাজ করা আমার সাজে না।

কাজের মধ্যে পড়িলে আমি যেন পাগল হইয়া যাই। ইহার অর্থ এই নহে যে, কর্ম্মে আমি আসক্ত। আসল কথা এই যে, সময়কে আমি দামী মনে করি। জীবে আমার প্রেম, তাই কর্ম্মে আমার রতি। জীবের কুশলের দিকে চাহিয়া কর্ম্ম করিতেছি, নতুবা কর্ম্মের আমার কোন্ প্রয়োজন? জীবের ভিতরে আমার পরমারাধ্য পরমবস্তু আত্মা-

রূপে বিরাজিত। তাই জীবের সেবায় রুচি। নতুবা জীবসেবারই বা কোন্ সার্থকতা? যে সময়টুকু চলিয়া যাইতেছে, বৃথা চলিয়া গেলে তাহাকে আর কি কখনো হাতের মুঠায় পাইবে? নিজের কব্জায় থাকিতে থাকিতে তাহাকে যতটুকু সদ্ব্যবহারে আনিতে পারিলে, সুকৃতি-রূপে তাহা তোমার ভাবী কর্ম্মের সৎ-সোপান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। ভাবিয়া দেখ, কাজে নামিলে প্রত্যেকটী প্রাণী প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে সদ্ব্যবহারে আনুক, এই আগ্রহ অসঙ্গত আগ্রহ কি না।

মনে রাখিও, লোককে চোর হইতে সাহায্য করা কদাচ দয়া নহে, ধর্ম্মও নহে। দ্রব্যচোরও চোর, কর্ম্মচোরও চোর। মানুষকে সৎ হইতে সাহায্য করা আমাদের উচিত। লোককে অন্যায় ভাবে অর্থ অর্জ্জনে ভয় বা লোভ বশতঃ বাধা না দেওয়া কাপুরুষতা। আমরা সাধু-সন্ন্যাসী হইয়াও সারাদিন শ্রম করিয়া অন্নার্জ্জন করিতেছি, চুরি করিতেছি না। আমাদের এখানে যাহারা অন্নার্জ্জন করিতে আসিবে, তাহারাও শ্রমের দ্বারা অন্নার্জ্জন করুক, চুরী বা পাপের দ্বারা নহে। মানুষকে সৎ থাকিতে বাধ্য করা আমাদের সৎ থাকিবার প্রয়োজনেই অত্যাবশ্যক। এখানে যে যতটুকু শ্রম করিয়াছে, সে ততটুকু পাইয়াছে, নিজ প্রাপ্য হইতে একজনও এক তিলও বঞ্চিত হয় নাই, ইহাই আমার আশ্রমের খ্যাতি হউক। এখানে বুদ্ধির আদর আছে, বিশ্বস্ততার সম্মান আছে, সততার পুরস্কার আছে, ইহাই আমার আশ্রমের প্রসিদ্ধি হউক। এখানে চোখে ধূলা দিয়া পয়সা পাওয়া যায়, ব্রহ্মচারী কর্ম্মীরা অন্ধ এবং কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ, এমন কথা কদাচ শুনিতে চাহি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৪৫)

হরি ওঁ

বারাণসী
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হউক সর্ব্বজনের কুশল, জগৎ-কল্যাণ। ইহা ছাড়া আর কিছু যেন আমরা না চাহি, অন্য কামনা যেন আমাদিগকে প্রলুব্ধ না করে। জগদ্বাসীর কুশলের জন্য শ্রম করিতে করিতে যেন আমরা জীবন দিতে পারি, শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত যেন আমাদের অন্য কোনও কাজ না থাকে। ঈশ্বর-প্রেম আমাদের জগৎ-কল্যাণের সাধক হউক, জগৎ-কল্যাণ আমাদের ঈশ্বরপ্রেমের সাধক হউক। একটী অপরটীর সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া যাউক। কাহারও নিকটে প্রতিদানে কিছু মাত্র না চাহিয়া যেন আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব সর্ব্বজনসুখের জন্য অবহেলে দিয়া দিতে পারি কিন্তু যাহাদের জন্য সবকিছু সমর্পণ করিতেছি, তাহারা যেন গণ্ডীবদ্ধ জীবনের স্বার্থপরতার ও সঙ্কীর্ণতার অনুশীলন না করে। মানুষকে কর্ম্মের প্রবৃত্তি দিব তাহার আত্মোৎকর্ষের জন্য, তাহার কুশলের মধ্য দিয়া বিশ্বের কুশলের জন্য, আমার সুখের জন্য নহে।

প্রতিজনে নিজ নিজ জীবন সকলের কুশলের জন্য গড়িতে থাক। একলা বাঁচিয়া লাভ নাই। নিখিল বিশ্বকে নিয়া আনন্দের মেলা বসাইতে হইবে।

জগৎকল্যাণ আমাদের লক্ষ্য। কেন লক্ষ্য? এই জগৎ সত্য

সত্যই মায়া নহে। ব্রহ্মাণ্ডে আর ব্রহ্মাণ্ড-পতিতে ভেদ নাই। ভেদ নাই বলিয়াই জীবে জীবে শিবজ্ঞান সম্ভব। ভেদ নাই বলিয়াই জীবে প্রেম আর ঈশ্বরপ্রেম এক কথা। ভেদবুদ্ধি থাকিলে এই দুইটী এক হয় না। তোমাদের প্রত্যেকের ভেদবুদ্ধির বিনাশ হউক।

নিজের সুখের জন্য খাটিয়া সুখ আছে কিন্তু শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই; ঐহিক উন্নতি আছে কিন্তু আত্মপ্রসাদ নাই, আত্মপরিচয় নাই। প্রতি জনে আমরা বিশ্বের সকলের জন্য খাটিয়া সার্থক হইতে পারি। এই সার্থকতার পথে একমাত্র কণ্টক অহংকার। অহংকার বিসর্জ্জন দিলে তুমি আমি রামা শ্যামা যে-কেহ জগতে অসাধ্য-সাধন করিতে পারি। অসাধ্য-সাধনের যোগ্য হইয়াও আমরা কেবল সুসাধ্য লইয়াই মত্ত হইয়া কেন থাকিব?

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। বিশ্বের প্রতি জনের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক। সকলকে তোমরা ভালবাস। সেই ভালবাসা তোমাদের অন্তরকে কোমল করুক, মধুর করুক। প্রেমহীন জীব মরুভূমির ঝঞ্ঝাতাড়িত তপ্ত বালুকার সমষ্টি মাত্র। প্রেমে তোমরা ডগমগ হও। প্রেমের তোমরা পাগল হও।

মনে রাখিও, আহার আমাদের নিজসুখ-তরে নহে, বিশ্রামও আমাদের আরামের জন্য নহে। প্রতিটি অন্নগ্রাসে জগতের কল্যাণ আমাদের ধ্যেয় হউক। স্থিরলক্ষ্যে যেন আমরা সেই দিকে তাকাইতে পারি। বিশ্বপতিকে এবং তাঁর সৃষ্ট জগৎকে যেন সমান ভালবাসিতে পারি।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

বিশ্বপতির সহিত আমি আমার অভিন্নতা জানিয়াছি। তাই বিশ্বের সহিত আমার অভিন্নতা আমার উপলব্ধিতে আসিয়াছে। তাই আমি বিশ্বজনের সুখের তরে কাজে আনন্দ পাই। তাই আমার তুমুল কর্ম্ম-কোলাহল চলিতেছে সমাধিতে আশ্রিত হইয়া, তাই আমার পূর্ণ সমাধি অন্তহীন কর্ম্মে নিজেকে, তোমাদিগকে, বিশ্ববাসীকে সৎকর্ম্মে, সর্ব্বজন-সুখদায়ক কর্ম্মে, মহত্তম কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া।

"স্বদেশ তোমার সাধনা চায়" অনুষ্ঠানটী নানা স্থানে সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। শিলচর একটা নূতন রাস্তা দেখাইয়াছে। তোমরা নানা স্থানে তাহার অনুসরণ করিয়া, সৎপ্রয়াসের সাফল্য যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা প্রমাণিত করিতেছ। তবে একটা কথা মনে রাখিও। যাহাই কর, যশোলোভ পরিহার করিয়া করিও, দেখিও, ইহাতে বললাভ হইবে। যশোলুব্ধতা কর্ত্তব্য কর্ম্মে ফাঁকী ও প্রবঞ্চনার গুপ্তভাবে অনুপ্রবেশের ছায়াপথ সৃষ্টি করিয়া দেয়, অকপট প্রেমে ভেজাল মেশায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরিওঁ (৪৬)

বারাণসী

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে-কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটাইতে হইলে তাহার জন্য সুদূর-প্রসারিণী একটী পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি-সহকৃত একটী কর্ম্ম-তালিকা এবং

সেই কর্ম্ম-তালিকার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আস্তে আস্তে অস্খলিত চরণে ক্রমশঃ কেবল অগ্রসর হইয়া যাইবার জন্য বিরামহীন বিশ্রামহীন চেষ্টা, যুগপৎ বহু বাহুতে বলসঞ্চার এবং বহু চিত্তে আগ্রহসৃষ্টি প্রয়োজন। এসব করা হইবে না, আর কেবল বড় বড় আশা পোষণ করা হইবে, ইহা মূঢ়ের আচরণ।

তোমরা প্রতি জনেই জীবনে অতীব মহৎ, অতীব উন্নত, অতীব সাফল্যপূর্ণ অসাধারণ কর্ম্মসমারোহ করিয়া যাইবে, এই আকাঙ্ক্ষা, এই জিদ, এই চেষ্টা অন্তরে প্রতিনিয়ত জাগ্রত রাখ এবং তাহারই অনুকূলে নিজ নিজ জীবনকে গঠন কর। চারিদিকে দশ বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ জনকে ঐ ভাবে ভাবিত করিবার চেষ্টায় নামো এবং একের অসামান্য চেষ্টায় যাহা অসাধ্য, দশের যুগপৎ প্রয়াসে তাহাকে সফল, সুসাধ্য এবং সুসম্পন্ন করিয়া তোমাদের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তিকে প্রকাশিত এবং প্রমাণিত কর।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সর্ব্বব্যাপারে একমন একপ্রাণ হইতে চেষ্টা করিও। তোমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য দুই জনেরই যেন এক হয়। গাড়ীতে ঘোড়া জুড়িয়া একটাকে ডান দিকে আর একটাকে বাঁয়ে যাইতে দিলে গাড়ীর দুর্গতির অন্ত থাকে না। পাখীর দুইটী ডানার একটী যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং অপরটী অত্যধিক কর্ম্মঠ হয়, তাহা হইলে এই পক্ষীর অনেক ঊর্দ্ধে উঠিবার বাসনা পরিহার করিতে হইবে। স্ত্রীকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়ার চেষ্টা গৃহি-মাত্রেরই অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য। স্ত্রীর শরীরে ব্যাধি থাকিলে স্বামীর জীবন-গতির বেগ কমিয়া যায়। স্বামীর শরীরে ব্যাধি থাকিলে স্ত্রীর আগ্রহ-ব্যাকুল

উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ হইয়া পড়ে। দুইজনের মনোমিলনের জন্যই যে দেহ-মিলন, একথা কদাচ বিস্মৃত হইবে না এবং একের দেহে কোনও ত্রুটি, দুর্ব্বলতা, ব্যাধি, পঙ্গুতা, অক্ষমতা, অসামর্থ্য বা অসুন্দরতা থাকিলে উভয়ের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় তাহা দূর করিবার যত্ন আগে নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি বিবাহের তারিখে হাজার হাজার কিশোর-কিশোরীর, যুবক-যুবতীর বিবাহ হইতেছে কিন্তু এই একটী জরুরী কথা প্রায় কাহারও স্মরণে থাকে না। ফলে বিবাহ একটা মারণোৎসবে পরিণত হইয়াছে।

বিবাহ মদনোৎসবও নহে। বিবাহ হইতেছে দুই দেশের দুইটী মনকে একত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা যে, তাহারা মনকে এক করিয়া জাগতিক হীনতার ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং এই উপায়ে আত্মায় আত্মায় পূর্ণ মিলন সাধন করিবে। ইহার ফলে বিশ্বের প্রতি আত্মার প্রতি তোমাদের মমত্ব জন্মিবে। ইহার ফলে নিজ পুত্রকন্যাদের সম্মুখে তোমরা প্রদীপ্ত আদর্শ-বাদ উপস্থাপিত করিতে পারিবে। তোমরা স্বামী ও পত্নী দুই জনে দেশ এবং জাতির বর্ত্তমান, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেশ এবং জাতির অতীত, তোমাদের পুত্রকন্যারা দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎ। ছেলেমেয়ে-দিগকে গতানুগতিক জীবন যাপন করিতে দিও না। ইহাদের প্রাণে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিতে হইবে। ইহাদের হাতে নূতন কর্ম্মগুচ্ছ গুঁজিয়া দিতে হইবে। ইহাদিগকে নবীন ভারত, নবীন জগৎ, নবীন গণ-মানস সৃষ্টি করিবার ব্রতে দীক্ষিত করিতে হইবে। অসাধ্য-সাধন কেবল তোমরাই করিবে না, তোমাদের পুত্রকন্যাদেরও করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

বারাণসী

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটী একটী করিয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দিতেছ আর ভাবিতেছ যে সংসারের দায় হইতে মুক্ত হইলে। না, অত সহজে মুক্ত হওয়া যায় না। প্রত্যেকটী পুত্রকন্যাকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা চাই যেন যাহার সহিতই তাহাদের বিবাহ হউক, তাহারা নিজ নিজ জীবন-সঙ্গীকে আত্মার আত্মীয় করিয়া লইতে পারে, তাহারা মিলিত হইয়া আবার একটা আদর্শবাদকে নিজ নিজ পুত্রকন্যার ভিতরে রূপ দিতে পারে। এই ভাবে যদি পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে পার, তবেই তোমার দায়মুক্তি ঘটিল। নতুবা ছাগল, কুকুর, শূকর এবং বৃষেরা যেমন করিয়া নির্দ্দায় জীবন-যাপন করিয়া দায়মুক্ত থাকে, তোমাদের অবস্থার তাহা হইতে বিশেষ ব্যতিক্রম হইবে না।

পরিবারস্থ প্রত্যেককে উন্নত আদর্শে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কর। একটা পরিবার আদর্শ হইলে একটা সমাজকে উন্নত করিতে পারে। একটা সমাজ উন্নত হইলে একটা দেশকে অভ্যুদয় দিতে পারে। একটা দেশ মহৎ হইলে সমগ্র বিশ্বকে উচ্চে তুলিয়া ধরিতে পারে। বাহিরে সভ্যতার যতই চটক দেখ, এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ও অধিকাংশ জাতি মনের দিক দিয়া নিতান্তই পশুর স্তরে বাস করিতেছে। যে বরাহ-দংষ্ট্রায় পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত এই দুঃখাক্রান্তা ধরণীকে ঠেলিয়া উচ্চে তুলিবে, তাহার নাম তোমার নিজের জীবনের, নিজের পরিবারের, প্রতিবেশের পরিপূর্ণতা ও পরিশুদ্ধতা।

তোমার অশিক্ষিত ও অবজ্ঞাত গুরু-ভাইবোনদের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি রাখিবে। যে অনাচার কদাচার ইহাদিগকে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ইহাদের মধ্য হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য কাজে লাগো। ইহাদের ভিতরে প্রদীপ্ত পৌরুষ এবং দিব্য তেজ জাগাইয়া তোল। ইহাদিগকে অবজ্ঞা করা আত্মাবজ্ঞার তুল্য জানিবে। সামাজিক স্তর-ভেদে ইহারা তোমার কাছ হইতে একটু দূরে বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও ইহারা যে তোমারই রক্ত, তোমারই মাংস, তোমারই মন, তোমারই আত্মা ইহা কদাচ ভুলিও না। ইহাদিগকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হইতে সাহায্য করিতে হইবে। অপরের সাহায্য ব্যতীত কেবল নিজেদের বলে নির্ম্মল হইবার সুযোগ বর্ত্তমানে ইহাদের নাই। আত্মীয় জানিয়া ইহাদের সেবা করিবে, কৃপা করিয়া নহে। প্রেমভরে ইহাদের সেবা করিবে, অনুকম্পা করিয়া নহে।

কেহ তোমার গুরু-ভাই আর কেহ তোমার গুরু-ভাই নহে, এই বিচারে মানুষের সহিত মানুষের তারতম্য করিও না। কোনও কোনও ধর্ম্ম নিজধর্ম্মাবলম্বী ছাড়া অন্যকে বিদ্বেষের শিক্ষা যদি দিয়াও থাকে, তথাপি জানিও উহা তোমার অনুকরণীয় নহে। সমগ্র বসুধা তোমার কুটুম্ব, কেহই তোমার পর নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

বারাণসী

হরিওঁ

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে, অতিবার্দ্ধক্যে এবং প্রয়াণকালে—সর্ব্বসময় অন্তরে জাগ্রত থাকুক মঙ্গলমধুময় পরমেশ্বরের নাম। ইহা তোমার, আমার, প্রতিজনের পক্ষে সত্য হউক। ভগবানের নাম যেন একটা নামে মাত্রই পর্য্যবসিত না হয়, ইহা যেন একটা জাগ্রত জীবন্ত উদ্যত এক মহাশক্তির আধার হয়। নামের সেবা আমাদিগকে যেন প্রেমিক করে কিন্তু দুর্ব্বল, কাপুরুষ, ভীরু এবং কর্ত্তব্যবিমুখ না করে। সংগ্রামের দুর্ব্বার আহ্বানকে যেন আমরা নামসেবী বলিয়া উপেক্ষা না করি। ভিক্ষোপজীবী, পরান্নসেবী, পরগলগ্রহ যেন আমরা না হই।

প্রত্যেকটী কথা স্মরণে রাখিও এবং নির্ভয়ে একটীর পর একটী করিয়া আশ্রম বা মণ্ডলী গড়িয়া যাইতে থাক। প্রেমময় হৃদয় লইয়া পরমপিতার প্রতিটি সন্তানকে আপন করিও, জাতি-ধর্ম্ম-দেশের বিভেদ-বিচার যেন তোমার সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মানুভূতিকে ম্লান করিতে না পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

বারাণসী
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রৌঢ়ে তুমি ঈশ্বর-স্মরণের চেষ্টা করিয়াছ, তাই বার্দ্ধক্যে তোমার ঈশ্বরস্মরণে অধিকার বেশী। অন্য যে-কোনও কার্য্য অপেক্ষা এখন তুমি এই কাজের অধিক যোগ্য। ঈশ্বর-স্মরণ এক মহাকার্য্য, মহাযজ্ঞ, মহা-ব্রত। এই কাজ তুমি সানন্দ অন্তরে কুণ্ঠাহীন মনে নিয়ত করিয়া যাইতে থাক। নামের সেবার মধ্য দিয়া মৃত্যুকে জয় কর, মৃত্যুঞ্জয় তোমার কাছ হইতে সহস্র যোজন দূরে চলিয়া যাউক। মৃত্যু অমৃতত্ত্বেরই সোপান, ধ্বংস নহে। মৃত্যুতে মানুষ মরে না, অবস্থান্তর মাত্র পায়। নিজ নিজ তপস্যানুসারে এই অবস্থা কাহারও উৎকৃষ্ট, কাহারও নিকৃষ্ট হয়। জীবনে যদি একটী মুহূর্ত্তও ভগবানের নাম করিয়া থাক, তবেই তুমি নির্ভয় হইতে পার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

বারাণসী
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যুবকদিগকে সৎকার্য্যে রুচিমান কর। ইহারাই জাতির ভবিষ্যৎ,

ভাবী জাতির জনক ও নেতা, ইহারাই বর্ত্তমানের সকল কলঙ্ক মুছিয়া দিয়া ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ইহারা ভারতের ভাবী নির্ম্মাণ-যজ্ঞের বিশ্বকর্ম্মার দল। প্রত্যেকে তোমরা সক্রিয় হও, প্রত্যেকে তোমরা সাধক হও। সাধন করিতে করিতে তোমরা সাধন-প্রভাবে পরিবেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া দাও। তোমাদের তেজ, তপস্যা, ত্যাগ ও সাধনার ফল যুবকদের মধ্যে বিতরণ কর। ইহাদিগকে অবহেলা করিও না। তোমাদের মলমুক্ত মনের স্বচ্ছ পরশ দিয়া ইহাদিগকে আপন কর।

সহস্র বিঘ্ন পদতলে চাপিয়া রাখিয়া জীবনের পরম সার্থকতার পথে অগ্রসর হও। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে সমগ্র দেশ, জাতি ও জগতের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য-পালনের বাধক হইতে দিও না।

মানুষের কাণে প্রবেশ করাও দিব্য বাণী, প্রাণে প্রবেশ করাও দিব্য প্রেরণা। সৎকথা বলিতে বলিতে সৎকথা শুনাইতে শুনাইতে তোমরা মানুষের মনে সদ্বিষয়ের এমন নেশা ধরাইয়া দাও যেন চতুর্দ্দিকে নূতন দিগন্ত খুলিয়া যায়। যাহা মানুষ পূর্ব্বে দেখিত না, এখন তাহা দেখুক। যাহা মানুষ পূর্ব্বে জানিত না, এখন তাহা জানুক। অজ্ঞান অলস মানব তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পাইয়া কর্ম্মচঞ্চল হউক, দিকে দিকে ভাঙ্গাগড়ার মহান্ মহোৎসব সৃষ্টি করুক।

আমার সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা প্রগাঢ় হওয়াও প্রয়োজন। তবেই না তাহারা বাহিরের লোককে প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিতে পারিবে! ঘরেই যাহার প্রেম নাই, বাহিরে তাহার প্রেম-বিস্তার হইবে কি করিয়া? তোমরা কেহই মনে করিও না যে, আমি

কেবল আমার শিষ্যদের জন্যই আসিয়াছি। তোমরা গুটিকতক লোক মন্ত্র নিয়া যে আমার শিষ্য হইয়াছ, ইহা ত একটা আকস্মিক ব্যাপার। তোমরা আসিবার আগেও আমি যাহাদের ছিলাম, তোমরা আসিয়া যাইবার পরেও আমি তাহাদের সকলেরই আছি। তোমরা কেহই মনে করিও না যে, আমি কেবল আমার শিষ্যদের জন্যই আসিয়াছি। আমি সমগ্র পৃথিবীর সকল জীবের জন্য আসিয়াছি। সকলের কাছে আমার ঋণ এবং সেই ঋণ আমি পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব তাহাদের সেবায় জীবন-পাত করিয়া। আমার কাছে যাহার যাহা পাওনা, তাহা আদায় করিয়া নিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া তোমরা প্রত্যেককে দিবে,—এইটী সকলের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা আমার শিষ্য হইয়াছ বলিয়া বিশ্বের মানুষ যেন কদাচ আমার কাছ হইতে দূরে সরিয়া না যায়, আমার পর না হয়।

অধিকাংশ সংঘেই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এত অধিক যে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতারা আদিতে যে মূল উদ্দেশ্য নিয়া গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ম্মম কুঠারাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। একজন মহান্ ধর্ম্মগুরুর মহিমাকীর্ত্তন-কালে আমি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম। "অবতার" কেন বলি নাই, ইহা লইয়া মহান্ ধর্ম্মগুরুর অনুবর্ত্তীদের মধ্যে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, বলিবার নহে। ইহার জের আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমার উপরে চলিতেছে। এই ভাবেই নানা স্থানে নানা মহতেরা শিষ্যগণ্ডীর বাহিরের লোকের কাছে পর হইয়া যাইতেছেন। ইহা শোচনীয়।

বিশ্বের প্রতি জনের জন্য তোমাদের জন্ম, নির্দ্দিষ্ট কোনও সংঘ, সমাজ,

জাতি বা দেশের জন্য নহে। তবে, যেখানে যাহার প্রথম প্রকাশ, সে সেখানে সেবকত্ব এবং আনুগত্য রক্ষা করিয়া অবশ্যই চলিবে। গুরু-দ্রোহী কদাচ অপর মহতের প্রতি সম্মানশীল হয় না। দেশদ্রোহী কদাচ বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারে না। বিশ্বজননীকে ভালবাসিতে হইলে নিজের মাতাকে ভালবাসিতে হয়। জগৎপিতাকে ভালবাসিতে হইলে নিজের পিতাকে ভালবাসিতে হয়। নিজ পুত্রকন্যাকে যে অবহেলা করে, সে পরের ছেলেদের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা কদাচ পোষণ করিতে পারে না। এই জন্যই ইংরাজীতে প্রবচন রহিয়াছে,—Charity begins at home, ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

বরাণসী
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি।

আমি তোমাকে শিক্ষা দিলাম, জ্ঞান দিলাম, ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা দিলাম, ইহাই কি যথেষ্ট? আমি তোমাকে যাহা দিলাম, তাহার মধ্যে যদি সুদৃঢ় সরল-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট চরিত্র জিনিষটুকু না থাকে, তবে সব দিয়াও তোমাকে কিছুই দিলাম না।

যৌন ব্যাধি সমস্ত দেশটাকে ছাইয়া ফেলিতেছে। নববিবাহিতা নারী জানে না যে তাহার স্বামী কোন্ কদর্য্য স্থান হইতে গোপনে কোন্ কোন্ কুব্যাধি আহরণ করিয়া আনিয়া নিজের শরীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুষিতেছে। কিন্তু ঘটনাটা সত্য সত্যই ঘটিয়া গিয়াছে। ইহার কুফল নববধূ শীঘ্রই পাইবে, ইহার কুফল ভাবী সন্তানদিগের স্বাস্থ্যে ও জীবনে বর্ত্তাইবে। মূল কারণ একজনের চরিত্রহীনতা।

হয়ত সধবা নারীই বিপথ-পরিচালিতা হইয়াছে। সে যে তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোন্ পাপ ব্যাধি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, প্রলুব্ধ নব-নাগর তাহা জানে না। হয় ত ইহা বিভ্রান্ত প্রণয়ীর সমগ্র জীবনের প্রথম ভুল। কিন্তু সে ব্যাধিগ্রস্ত হইল এবং জীবন ভরিয়াই গুপ্ত ব্যাধির যন্ত্রণায় কাল কাটাইয়া অকালে মরিল। ইহারও মূল কারণ চরিত্র-হীনতা।

যত নরনারী যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেই জীবনের প্রথম অপরাধটীরই ফলভোগ করিতেছে। প্রথম অপরাধটিই জীবনে যাহাতে কদাচ অনুষ্ঠিত না হইতে পারে, তাহার যোগ্য শিক্ষাদানই চরিত্রগঠন।

তুমি হয়ত অসামাজিক কোনও অপকার্য্যে লিপ্ত হও নাই কিন্তু বিবাহ করিয়াছ এমন কুমারী অথবা এমন বিধবাকে, যাহার জীবনে প্রাক্তন প্রত্যক্ষ যৌন অভিজ্ঞতা আছে, অথবা এমন নারীকে, যে পূর্ব্বে স্বামিবতী ছিল কিন্তু এক বা একাধিক স্বামিকর্তৃক উপভোগের পরে পরিত্যক্তা হইয়াছে,—এই ক্ষেত্রে তোমার কোনও দোষ ছাড়া, অপরাধ ছাড়া, পাপ ছাড়াও তোমাকে দুরন্ত যৌনব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে। খুব

সম্ভবত এই কারণেই প্রাচীনেরা বিধবা-বিবাহ ও সধবা-বিবাহ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সামাজিক ভাবে চরিত্রবান্ রহিয়াও তুমি যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পার।

চরিত্রের আন্দোলন তীব্রভাবে চলিতে থাকিলেও জগতে একদল লোক হঠাৎ ভুল করিয়া বসিতে পারে এবং সকলের অলক্ষ্যে সমাজ-দেহে রোগজীর্ণতা ও দুর্ব্বলতার বীজ বপন করিয়া যাইতে পারে। এই অপসম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াও প্রচণ্ড বিক্রমে চরিত্রের আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহার অন্যথা করিলে চলিবে না।

অসংখ্য লোক যদি এই পণ করে,—"আমরা দেশের ভবিষ্যদ্-বংশীয়দিগকে চরিত্রগত ভুল-ত্রুটি করিতে দিব না, বুদ্ধি-বিভ্রমে বা হঠাৎ প্রলোভনে মস্তিষ্কের স্থিরতা হারাইতে দিব না, লজ্জাজনক, দুঃখদায়ক, শোচনীয় কোনও পরিণতির শিকার হইতে দিব না,"—তাহা হইলে সকলের সম্মিলিত সঙ্কল্পের শক্তি হাজার হাজার প্রাণে সবলতার সঞ্চার করিবে। সকলের সম্মিলিত সঙ্কল্পের শক্তিকে যুগপৎ এবং বহুব্যাপক রূপে প্রকটিত করিয়া তোলার চেষ্টারই নাম চারিত্রিক আন্দোলন। দেশে আজ চারিত্রিক আন্দোলন সৃষ্টি করা অতীব আবশ্যক।

"আছাড় পড়িতে পড়িতে চলিতে শিখিবে, ভুল করিতে করিতে আত্ম-সংশোধনের ক্ষমতা আসিবে",—এই জাতীয় যুক্তি অন্ততঃ যৌন-ব্যাধির আক্রমণ-সম্ভাবনার মুখটায় দাঁড়াইয়া দেখানো উচিত নহে। যাঁহারা এই সব যুক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁহারা ভাবিয়াও দেখেন না যে, এই যুক্তি কত বড় কুযুক্তি। ঘর পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাইবার পরে যদি যুবকেরা বুঝিল যে আগুন নিয়া খেলা করা অন্যায় হইয়াছে, তবে তখন

আর এই বুঝ, এই জ্ঞান, এই অভিজ্ঞতা তাহাদের কোন্ কাজে আসিবে? পরবর্ত্তী জীবনে সর্ব্বপ্রকার যৌন সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিলেও, যে পাপ-ব্যাধি গুপ্ত ভাবে শরীরে আগেই প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, তাহা দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে কি?

আজকাল যৌন-ব্যাধির চিকিৎসা বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইহাই কাহারও পক্ষে যথেষ্ট সান্ত্বনা হইতে পারে না। রোগাক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কয়জনে চিকিৎসা সুরু করিতে পারে? চিকিৎসা বাহির হইলেও সকলের পক্ষে চিকিৎসা সম্ভব হয় না। সকল ক্ষেত্রে সুচিকিৎসকও মিলে না। অনেক ক্ষেত্রে রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে চিকিৎসা চালাইয়া যাওয়ার আর্থিক সামর্থ্য থাকে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে চিকিৎসা চালাইবার সামর্থ্য আছে, সুচিকিৎসক মিলিয়াছে, তথাপি যোগ্য কাল চিকিৎসায় লাগিয়া থাকার একাগ্রতাটুকু না থাকায় চিকিৎসা সুরু হইয়াও রোগ সারে না। সুতরাং বিজ্ঞানের দান মিথ্যা হইয়া যায়।

সুতরাং শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে, দেশজোড়া ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়া যুবকযুবতী ও পুরুষনারী প্রত্যেককে বুঝিতে দেওয়া যে, তাহাদের চরিত্র-বলই দেশের বল, তাহাদের ব্যাধিহীন শরীর এবং প্রলোভনজয়ী মন-গুলিই হইতেছে দেশের পরম সম্পদ, পরম গৌরব। এই কার্য্যে অর্থ-ব্যয় না করিয়া এই দেশের ধীমান্ পুরুষেরা দম্পতীর সন্তান-সংখ্যা অল্প রাখিবার জন্য কেন যে কৃত্রিম-প্রণালীর আশ্রয় লইতে লোককে আগ্রহান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কোটি কোটি মুদ্রা জলের মত খরচ করিয়া যাইতেছেন, আমি তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যৌনব্যাধির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট দেশহিত

নহে, যৌনব্যাধি যাহাতে দেশের মধ্যে আবির্ভূতই হইতে না পারে, একটী পুরুষ বা একটী নারীর শরীরকেও এই ব্যাধিগুলি যাহাতে স্পর্শ-মাত্র না করিতে পারে, তেমন মনোবল, তেমন আত্ম-সংযম, তেমন বিবেকবত্তা জনে জনে সৃষ্টি করিয়া দেওয়াই প্রকৃত দেশসেবা। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তোমরা শিক্ষা-সমস্যাকে বিচার করিও। ভিক্ষা করিবে না, স্বাবলম্বী হইবে, এইরূপ মানুষ সৃষ্টি করা যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে, যৌন ব্যাপারে জীবনে কদাচ প্রথম ভুলটীও করিবে না, এমন মানুষ সৃষ্টিও তেমন শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

করণীয় কাজ ফেলিয়া রাখিও না। ধর্-মার্-পাছাড় করিয়া না করিলে দেখিবে জীবনের অধিকাংশ কর্ত্তব্যই অবহেলিত হইয়া পড়িয়াই আছে,—জীবন বিতাইয়া গেল অথচ কাজ হইল না। করণীয় কাজ একবার ফেলিয়া রাখিলে অন্য কাজের স্তূপের নীচে পড়িয়া যায়, পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সরাইয়া ধূলা ঝাড়িয়া পুনরায় তাহাতে হাত লাগান আর সম্ভব হইয়া ওঠে না।

নিজেকে লোভ আর কাম এই দুইটীর ঊর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিবে। কদাচ প্রলোভনের নিকটে মাথা নত করিবে না, এই জিদ নিয়া চল। তুমি নিজেকে কামুক বলিয়া সর্ব্বদাই বড় শঙ্কিত, কুণ্ঠিত, লজ্জিত হইয়া চল। কিন্তু বাছা, কামুকে আর প্রেমিকে তফাৎ কতটুকু? কামে আর প্রেমে পার্থক্য কি? কাঁচা সোণায় আর পাকা সোণায় যতটুকু আর যাগ, মাত্র ততটুকু ও তাহা। কাঁচা সোণাকে সোহাগা দিয়া গালাইলেই সে পাকা সোণা হয়। কামও সেই ভাবেই প্রেমে পরিণত হইতে পারে। কামুকের কাম দিব্য প্রেমে পরিণত হইতে পারে, যদি সে নিজের দেহ এবং অপরের দেহ হইতে মনটাকে তুলিয়া আনিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারে।

কামুক বলিয়া আমি কাহাকেও ঘৃণা করি না। কারণ, একটু চেষ্টা করিলেই সে প্রেমিক হইবে। সেই চেষ্টা সে করিবে, ইহাই আমার প্রত্যাশা। দিব্য প্রেম, নিষ্কলুষ প্রেম, নিকষিত হেম। পরিবেশ-প্রভাবে পড়িয়া উহা কামে, কলুষিত লালসায়, কলঙ্কিত বাসনায় রূপান্তর পাইয়াছে। তাহার পুনরূপান্তর সম্ভব এবং স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়াই ইহা সহজে সম্ভব। তাই আমি কামুকের প্রতি বিদ্বিষ্ট নহি, বরং সহানুভূতিশীল। তাহার কাম প্রেমে রূপান্তরিত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

নিজেকে অবজ্ঞা করা ছাড়িয়া দাও। অবজ্ঞা করিতে করিতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও অবজ্ঞেয় হইয়া যান। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে বিশ্বাস কর। তোমার ভিতরে যে অপরিমেয় শক্তির উৎস রহিয়াছে, তাহার সন্ধানে নামো। ক্লীবতা, দুর্ব্বলতা, অলসতা পরিহার কর। জগৎ-

কল্যাণকর সৎকর্ম্মে নিজের শরীরকে রাখ সতত নিয়োজিত, জগদীশ্বরের মহিমময় নামে নিজের মনকে রাখ সদা-নিমজ্জিত। সকল সঙ্কটের এই ভাবেই অবসান হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * *

যে কাজের ভার দিয়াছি তুমি ত দিব্যি মনে করিয়া বসিয়া আছ যে, তোমা দ্বারা সে কার্য্য অসাধ্য। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অসাধ্য নহে। তুমি তোমার শক্তির পরিমাণ জান না বলিয়াই এরূপ ভাবিতেছ। অহং বিসর্জ্জন দিয়া যদি কাজ সুরু কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে তোমার শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গণ্ডী ও বাধা-নিষেধের সীমা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ অহংপ্রমত্ত হইয়া কাজ করিয়া থাক বলিয়াই ছোট ছোট কাজে সাফল্য লাভ করিয়া উল্লসিত হও কিন্তু ব্যাপক বা বৃহৎ কাজে ভয় পাইয়া যাও। ভয় দূর কর।

আমি তোমার অক্ষমতার ওজুহাত পড়িয়া হাসিতেছি, রাগ করি নাই। যাহা তোমার সুসাধ্য, তাহা তুমি দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ভাবিতেছ। আমাতে নির্ভর কর এবং গুরুদত্ত নামে বিশ্বাস কর। সব অসাধ্য তোমার দ্বারা সাধিত হইবে।

আমি কেবল আমার শিষ্যবর্গের জন্যই নহি, সমগ্র বিশ্বের জন্য, এই কথাটাও তোমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাস প্রগাঢ় হইলে তোমরা গণ্ডীবদ্ধ চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বব্যাপিনী পরিকল্পনা লইয়া কাজে নামিতে পারিবে। এ কথা বিশ্বাস করিবার মত উপকরণ আমার জীবনের সহস্র ঘটনার মধ্যে পরিকীর্ণ রহিয়াছে। আমি আত্মপ্রচার করিয়া জীবনের ঘটনাবলি প্রকাশ করি না বলিয়াই যে তোমরা তাহ র আঁচটুকু পর্য্যন্ত পাইবে না, ইহা অবিশ্বাস্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

বারাণসী

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একা মানুষ যে কাজ পারে না, দশে মিলিয়া তাহা পারে। দশের মিলন সম্ভব করিবার জন্য শক্তিমান্ পুরুষেরও অহংকার বর্জ্জন করিতে হয়। অহংকার বর্জ্জন করিলে তুমি তোমার প্রকৃত শক্তির পরিচয় পাইবে এবং যথার্থ শক্তিধর হইবে।

নিখিল বিশ্বের আদিম সত্য তুমি। তোমাকে আশ্রয় করিয়াই নানাদিকে নানা দেশে নানা পাত্রে নানা কালে সত্যের বিচিত্র বিকাশ-বিভঙ্গ। তুমি সত্য না হইলে সকলই অসত্য হইত। মৌলিক সত্যটুকু যে তুমি নিজে, তাহা বুঝিতে হইলে অহংবুদ্ধির বিনাশ চাই। অহংএর

লয় হইলেই নিজেকে বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বকে আত্মব্যাপী দেখিতে পাইবে। তখন তুমি দশের সহিত মিলিতে পারিবে সহজে, অতি সরল ভাবে, নিতান্ত স্বাভাবিক রূপে। তখন তোমাতে আর দশ জনে কোনও পার্থক্য থাকিবে না। তখন একজন চলিলে দশ জন বিশ জন হাজার জন একই সূতায় গাঁথা মালার ফুলের মত একই নিয়মে, একই শৃঙ্খলায়, একই প্রকরণে চলিতে থাকিবে। এজন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন,—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি,—যোগস্থ হইয়া কাজ কর।" অর্থাৎ নিজেকে বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বকে আত্মসমাহিত জানিয়া কাজ কর, জ্ঞান লাভ করিয়া কাজ কর, অজ্ঞান থাকিয়া কাজ করিও না, অজ্ঞানতার দুঃখ, বেদনা, প্রতিক্রিয়া ও পরিণামকে ডেমোক্লিসের তরবারির ন্যায় শিরোপরে দোলায়মান রাখিয়া মূর্খের মত কাজ করিও না।

আমিও যোগস্থ কর্ম্মীর কাজ চাহিতেছি। অযোগী, অজ্ঞান, আসক্ত জীবের অর্থহীন হস্তপদ-আস্ফালন চাহিতেছি না। আমি প্রেমিকের কর্ম্ম চাহিতেছি, অপ্রেমিকের নহে। যে যোগস্থ, সেই প্রকৃত প্রেমিক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

বারাণসী

১৯ কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের জীবন মূল্যবান এবং ইহার বিপুল দায়িত্ব রহিয়াছে।

সস্তায় তোমরা জীবন বিকাইয়া দিবে না। এই একটী মাত্র সীমাবদ্ধ জীবনের প্রতিটি অনুপল দিয়া জীবনের প্রকৃত মূল্য আদায় করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু-পরমাণুর নিকটে তোমাদের ঋণ। এই ঋণ শোধ করিতে হইবে নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্ব্বাণ জীবনটীকে তিলে তিলে জগদ্ধিতার্থে উৎসর্গ করিয়া। আমার ধর্ম্ম ও আদর্শ যে শক্তির আহ্বান-বাণী নিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তোমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিও। অন্তর হইতে সকল সঙ্কীর্ণতা ও ভয় দূর করিয়া দাও। সাময়িক উদ্দীপনাকে স্থায়ী কল্যাণ বা ত্যাগ বলিয়া তোমরা ভুল করিও না। প্রকৃত ত্যাগের সহিত সূক্ষ্ম স্বার্থের রসোণ-বাটা যেন মিশান না থাকে। স্থায়ী কল্যাণের প্রেরণা মশালের মত ক্ষণকাল দারুণ ভাবে না জ্বলিলেও শিবরাত্রির সলিতার মত সারা রাত্রি কেবলই জ্বলিতে থাকে। ক্ষণিক উচ্ছ্বাসকে পায়ের তলার সোপান করিও না।

তোমরা আমাকে এখনই বুঝিতে পারিবে না। ইহা সহজে সম্ভবও নহে। অবিরাম সাধন কর। সাধন করিতে করিতে উপলব্ধির শক্তি তীক্ষ্ণ হউক। সাধন করিতে করিতে অন্তরের আবেগ সমূহ আবিলতা-মুক্ত এবং স্বচ্ছ হউক। তখন আমাকে, আমার অভীপ্সাকে, আমার চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়কে তাহার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু যতদিন বুঝিতে না পার, ততদিন অলস হইয়া থাকিও না। তোমার সীমাবদ্ধ শক্তিতে যতটুকু ভাল বোঝ, তদনুযায়ী অবিরাম কর্ম্ম-তৎপর থাক। জ্ঞানের চর্চ্চা প্রভূত হইয়াছে, ভক্তির অনুশীলন হইয়াছে ততোধিক কিন্তু কর্ম্মের চর্চ্চা কোথায়? নিষ্কাম চিত্তে পরহিতার্থে অনুক্ষণ কর্ম্ম করিয়া নির্লিপ্ত নির্লালস হৃদয়ে অবিশ্রাম পরকল্যাণ সাধন করিয়া তোমরা তাহার চূড়ান্ত সুফল দেখিবার মত ধৈর্য্য ধারণ

করিবে কবে? ইংরাজিতে বলে—Bulldog Tenacity, ডালকুত্তার মত নাছোড়বান্দা ভাব। সে ভাব তোমাদের আসিল কৈ?

কর্ম্মকে প্রেমসংযুক্ত করিয়া লও, প্রেমকে কর্ম্মযোগমিশ্রিত কর। এই যুগের ইহাই দাবী। সম্ভবতঃ সকল যুগেই যুগপুরুষেরা সমসাময়িক মানুষগুলির কাছে ইহাই দাবী করিয়াছেন। কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরের ধূম্র-জালে সে দাবী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

বারাণসী

হরিওঁ

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পরিস্থিতি দেখিয়া কণামাত্রও হতাশ হইও না। আমার কন্যার পক্ষে ভয় অপ্রাসঙ্গিক, হতাশা অস্বাভাবিক, দুর্ব্বলতা প্রত্যাশার বাহিরে। তুমি তোমার মনকে সরল কর, প্রবল কর এবং বিশ্বের বাধা বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। যতই তীব্রভাবে সঙ্কল্প করিবে যে তুমি অজেয় রহিবে, ততই তুমি ক্রমশ দুর্জ্জেয়তর হইতে থাকিবে। সঙ্কল্পের এই শক্তিতে তুমি বিশ্বাস কর। মনে মনে সঙ্কল্প করিতে থাকিলে তাহার শুভপ্রভাব যে দেহে এবং পরিবেশ জুড়িয়া বিস্তারিত হইতে থাকে, ইহা কবি-কল্পনা নহে। ইহা জাজ্জ্বল্যমান সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য। সঙ্কল্পবলে

মত্ত হস্তীর মত দুর্ব্বারগতি পাষণ্ডকে পদতলে নিষ্পেশন করিয়া দেওয়া যায়। তুমি তোমার সৎসঙ্কল্পে বিশ্বাস কর, সৎসঙ্কল্পে নির্ভর কর।

ভারতের নারীমাত্রেই সতীত্বকে অশেষ মূল্য দেয়। মানসিক সতীত্ব এবং দৈহিক সতীত্ব উভয়ই তাহার নিকটে সমান সম্পদ। কোনও প্রলোভনে পড়িয়াই বা কোনও দুরবস্থার দরুণই এই জিনিষ সে বিকাইয়া দিতে চাহে না। এই কারণেই এই দেশে এক নারীর বারংবার বিবাহ সমাদৃত হয় নাই। এই কারণেই ভ্রষ্টা নারীর সহিত কুলবতীরা সামাজিক আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলিতে কদাচ সম্মতা হয় নাই। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়িয়া তুমিও কোনও প্রকারে নিজেকে হেয় হইতে দিতে পার না।

অনুক্ষণ ঈশ্বর-স্মরণ করিও। আমার বাক্যে বিশ্বাস রাখিও। আমার সন্তানকে কোনও অবস্থাতেই আমি পরিত্যাগ করিব না। এক-বারের ভুলে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া ব্যাধির আকর হইয়া যাইতে পার। আমৃত্যু নিষ্কলঙ্ক থাকিবে, এই জিদ কর। ভুল তুমি একবারও করিবে না। দুর্ব্বল তুমি এক দিনও হইবে না। পাপীর প্রলোভন-জালে একটী ক্ষণের জন্যও তুমি আবদ্ধ হইবে না। এই পণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি ওঁ বারাণসী

২১শে কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মনে মনে বিশ্বাস রাখ যে, করিবার মত কাজ কিছু জীবনে করিবেই করিবে,—গতানুগতিক সাধারণ জীবন যাপন করিবার জন্য তোমরা কেহ আস নাই। অকপটে শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিবে, "হে ভগবন্, আমাকে তোমার কাজে লাগাও, আমাকে তোমার কাজের যোগ্য কর।"

বৃথা কথায়, বৃথা চিন্তায় কদাচ সময়াতিপাত করিবে না। প্রতিটি মুহূর্ত্ত সময়কে কাজে লাগাও। জীবে প্রেম অনুশীলনে, ভগবৎ-প্রেমের চর্চ্চায়, আত্মোন্নতি-বিধানে এবং পরকল্যাণ-সাধনে সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

সমভাবের ভাবুকের সংখ্যাবর্দ্ধনে চেষ্টিত হও এবং ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিরাও সৎকর্ম্মান্বিত হইলে তাঁহাদের সৎকর্ম্মকে, তাঁহাদের সজ্জীবনকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়া সম্মান কর।

ছোট বড় সকলকে সমান আদরে স্নেহের কোলে তুলিয়া লইবার জন্য চেষ্টা কর। অবজ্ঞাত অনাদৃতকে অধিক সেবা অধিক যত্ন দাও।

সমকর্ম্মের কর্ম্মীদিগকে অহংমুক্ত সহযোগ দ্বারা আপ্যায়িত কর এবং সকলের সকল শক্তি এক স্থানে এবং একই সময়ে প্রয়োগ করিয়া দুরন্ত রকমের অসাধ্য কার্য্য সমূহকে সুসাধ্য বলিয়া প্রতিপাদিত কর। জগ-জন-কল্যাণ কাজে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়া জীবন ধন্য কর, জন্ম সার্থক কর।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রচার প্রসার দ্বারা মানুষের মন কদাচ কলুষিত না হয়, চতুর্দ্দিকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি কর। কুসংস্কারের

মত্ত হস্তীর মত দুর্ব্বারগতি পাষণ্ডকে পদতলে নিষ্পেশন করিয়া দেওয়া যায়। তুমি তোমার সৎসঙ্কল্পে বিশ্বাস কর, সৎসঙ্কল্পে নির্ভর কর।

ভারতের নারীমাত্রেই সতীত্বকে অশেষ মূল্য দেয়। মানসিক সতীত্ব এবং দৈহিক সতীত্ব উভয়ই তাহার নিকটে সমান সম্পদ। কোনও প্রলোভনে পড়িয়াই বা কোনও দুরবস্থার দরুণই এই জিনিষ সে বিকাইয়া দিতে চাহে না। এই কারণেই এই দেশে এক নারীর বারংবার বিবাহ সমাদৃত হয় নাই। এই কারণেই ভ্রষ্টা নারীর সহিত কুলবতীরা সামাজিক আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলিতে কদাচ সম্মতা হয় নাই। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়িয়া তুমিও কোনও প্রকারে নিজেকে হেয় হইতে দিতে পার না।

অনুক্ষণ ঈশ্বর-স্মরণ করিও। আমার বাক্যে বিশ্বাস রাখিও। আমার সন্তানকে কোনও অবস্থাতেই আমি পরিত্যাগ করিব না। এক-বারের ভুলে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া ব্যাধির আকর হইয়া যাইতে পার। আমৃত্যু নিষ্কলঙ্ক থাকিবে, এই জিদ কর। ভুল তুমি একবারও করিবে না। দুর্ব্বল তুমি এক দিনও হইবে না। পাপীর প্রলোভন-জালে একটী ক্ষণের জন্যও তুমি আবদ্ধ হইবে না। এই পণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি ওঁ বারাণসী

২১শে কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মনে মনে বিশ্বাস রাখ যে, করিবার মত কাজ কিছু জীবনে করিবেই করিবে,—গতানুগতিক সাধারণ জীবন যাপন করিবার জন্য তোমরা কেহ আস নাই। অকপটে শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিবে, "হে ভগবান্, আমাকে তোমার কাজে লাগাও, আমাকে তোমার কাজের যোগ্য কর।"

বৃথা কথায়, বৃথা চিন্তায় কদাচ সময়াতিপাত করিবে না। প্রতিটি মুহূর্ত্ত সময়কে কাজে লাগাও। জীবে প্রেম অনুশীলনে, ভগবৎ-প্রেমের চর্চ্চায়, আত্মোন্নতি-বিধানে এবং পরকল্যাণ-সাধনে সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

সমভাবের ভাবুকের সংখ্যাবর্দ্ধনে চেষ্টিত হও এবং ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিরাও সৎকর্ম্মান্বিত হইলে তাঁহাদের সৎকর্ম্মকে, তাঁহাদের সজ্জীবনকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়া সম্মান কর।

ছোট বড় সকলকে সমান আদরে স্নেহের কোলে তুলিয়া লইবার জন্য চেষ্টা কর। অবজ্ঞাত অনাদৃতকে অধিক সেবা অধিক যত্ন দাও।

সমকর্ম্মের কর্ম্মীদিগকে অহংমুক্ত সহযোগ দ্বারা আপ্যায়িত কর এবং সকলের সকল শক্তি এক স্থানে এবং একই সময়ে প্রয়োগ করিয়া দুরন্ত রকমের অসাধ্য কার্য্য সমূহকে সুসাধ্য বলিয়া প্রতিপাদিত কর। জগ-জন-কল্যাণ কাজে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়া জীবন ধন্য কর, জন্ম সার্থক কর।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রচার প্রসার দ্বারা মানুষের মন কদাচ কলুষিত না হয়, চতুর্দ্দিকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি কর। কুসংস্কারের

সহিত আপোষ না করিয়া সাহসের সহিত অন্তরের সাত্ত্বিক আহ্বানকে মর্য্যাদা দিয়া চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

বারাণসী
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস দিও।

একাকী একটী লোকের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তি থাকিলে তাহা কর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে কি না করিবে, তাহা সংশয়িত ব্যাপার। কিন্তু একই সময়ে যদি বহুজনের অন্তরে সদ্‌ভাব, সদ্‌রুচি, সৎপ্রবৃত্তি জাগরিত করা যায়, তাহা হইলে একের সহায়তায় অপরে, একের প্রেরণায় দশ জনে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে ব্রতী হইতে পারে। অতএব, নিজে কিছু কাজ করিতে পার আর না পার, নিজের অন্তরের সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকস্থ সকলের অন্তরে সৎপ্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাও। ঐখানকার যাবতীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপাততঃ ওখানে ইহাই সর্ব্বাগ্রে করণীয় বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি।

বন-পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে উন্নত ভাব ও উন্নত অভীপ্সা সৃষ্টির কাজে আর তোমাদের বিলম্ব করা উচিত নহে। একার্য্যে যত দেরী করিবে, সমাজের তত ক্ষতি হইবে। এই কার্য্য যত সত্বর হইবে, ততই ইহা মঙ্গলদায়ক হইবে। তোমার আমার প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা বন-পাহাড়ের অনুন্নত মানুষগুলিকে সাদরে বুকে তুলিয়া নিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতে এক বিচিত্র সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। খ্রীষ্টান ও

মুসলমানেরা কোনও সমাজের লোককেই ঘৃণা বশতঃ অগ্রহণীয় জ্ঞান করেন না বলিয়াই তাঁহাদের সংখ্যাগত বহুবৃদ্ধি তাঁহাদের ঐহিক কুশল ও ক্ষমতার বর্দ্ধনে বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

বারাণসী
৮ই শ্রাবণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অভক্তের দান আর অশক্তের দান এই দুইটীর গ্রহণ হইতে বিরত থাকিও। গণিকার অর্থ আর দস্যুর অর্থ সর্ব্বথা বর্জ্জন করিও।

আদর্শ ধরিয়া রাখিয়া প্রতিজনে পথ চলিও। প্রকৃত লক্ষ্য হইতে একজনেও বিচলিত হইও না। কর্ত্তব্যে কঠোর হইও।

প্রতিজনে সাধনে একনিষ্ঠ হও। মন দিয়া প্রাণ দিয়া সাধনে মগ্ন হও। ভগবানকে সত্য জানিয়া তাঁহার নামে নিবিষ্ট হও।

প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া যাহারা সাধন করে, তাহাদের সাধনা দ্রুত পূর্ণতা পায়। দৃঢ়নিষ্ঠা নিয়া যাহারা সাধন করে, সিদ্ধি তাহাদেরই করতলগতা হয়। বিশ্বাস লইয়া যাহারা সাধন করে, তাহাদের গতি দ্রুত হয়। নির্ভর লইয়া যাহারা সাধন করে, তাহাদের পদক্ষেপ অভ্রান্ত হয়।

আমাকে সেবা দিবার জন্য তোমরা অনেকেই বড় বেশী ব্যগ্র। এটা কিন্তু আমার পছন্দের বাহিরের ব্যাপার। জগতের সকলের সেবা তোমাদের দ্বারা হউক, ইহা আমি চাহি। আমি যাঁর সেবক, তোমরাও তাঁহারই সেবক হও। আমাকে নিয়া বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া আসল কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইবে কেন ?

আমি নিজেকে লুপ্ত করিয়া দিয়াই বিশ্বজনের ও বিশ্বপতির সেবা করিতে চাহি। তোমরাও সেই সেবায় লগ্ন হও।

জেমি নাগাদের ভিতরে আমরা আধ্যাত্মিক-উন্নয়ন-মূলক কাজ বেশ কিছু করিয়াছিলাম। সম্প্রতি সেই কাজের ধারা কিছুটা রুদ্ধ ছিল। ফিজোপন্থী আঙ্গামি নাগাদের পাকিস্থানের সহিত রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টার ফলে তোমরা জেমি নাগাদের অঞ্চলে কিছুকাল কোনও কাজই করিতে পার নাই। খবরের কাগজে দেখিতেছি, নূতন বিদ্রোহিনী রাণী গাইডিলু জেমি নাগাদের ভিতরে দারুণ অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ তোমাদের অদূর ভবিষ্যতে জেমি নাগাদের মধ্যে কাজ করিবার সম্ভাবনা আপাততঃ একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। আমি অনেককাল ধরিয়াই তোমাদের বলিতেছি যে, বন ও পাহাড়ের অধিবাসী-দের মধ্যে দ্রুত কাজ সুরু কর। নির্দ্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু করিলে বর্ত্তমানে কাজের সুযোগ ও সুবিধা এভাবে লুপ্তপ্রায় হইত না। ডিমাছাগণ যদি জেমি নাগাদের ঘৃণা না করেন আর তোমরা যদি ডিমাছাদের ঘৃণা না কর এবং আস্তে আস্তে নানারূপ আদান-প্রদানের দ্বারা আত্মীয়তা বৃদ্ধি কর, তাহা হইলে অদূরকাল মধ্যে আমরা সবাই মিলিয়া একটা শক্তিশালী জাতি হইতে পারি। ঘৃণা ও অবজ্ঞা মানুষকে যত পর করে, জগতে অন্য কিছু ততটা করিতে পারে না।

যাহা হউক, নিকটে আরও যে সকল পাহাড়িয়া জাতি আছে, অথবা অনুন্নত শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের মধ্যে কাজ করাকে তোমরা পুণ্যকার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিও। তাহারা তোমাদের ভাইবোন। ভাই-বোনকে প্রেমভরে বুকে টানিয়া আনা সভ্য মানবের এক সুমহৎ কর্ত্তব্য। শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, বর্ব্বরেরা এই ভ্রাতৃত্ববোধের আস্বাদন পায় না। তোমাদের পক্ষে ত সেই কথা খাটে না। দূর দূর করিয়া

এতকাল ঘরের ছেলেমেয়েকে পর করিয়াছ, আয় আয় বলিয়া এখন বাহিরের ছেলেমেয়েদের ঘরে আনিয়া বসাইতে হইবে, তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের সাধন-সমুদ্র মন্থন-করা অমৃত ইহাদিগকে অকাতরে অকুণ্ঠিত-চিত্তে পরিবেশন করিতে হইবে। রাহু-কেতুর শিরশ্ছেদন আর দৈত্যদিগকে অমৃতে বঞ্চনা দেবগণের মহিমাকে খর্ব্বই করিয়াছে। এই কুকার্য্য দ্বারা তাঁহাদের যশোবর্দ্ধন হয় নাই, শক্তিও বাড়ে নাই। দৈত্যদিগকে আপন করিবার চেষ্টায় না নামিয়া পুরাণের দেবতারা তাহাদিগকে চির-শত্রুই রাখিয়াছেন। ইহার পরিণাম বারংবার বিপর্য্যয়করই হইয়াছে। দৈত্যদিগকে কি দেবত্বে পরিণত করা যাইত না? সেই উপায় কি অমৃতের অধিকারীদের হাতে ছিল না? এই প্রশ্ন পুরাণকালে হয়ত কেহ উত্থাপন করেন নাই, হয়ত কেহ জবাবও দেন নাই। এইযুগে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং আমি উদাত্ত কণ্ঠে উত্তর দিতেছি যে,—"অতীতের ভ্রমকে আর নহে, ভবিষ্যতের স্বপ্নকে অনুসরণ করিয়া এখন আমরা কাজ করিব"। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

বারাণসী
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের সহরের অখণ্ড-মহিলা-সমিতিটী বেশ কাজ করিতেছে। কার্য্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাটাই প্রতিষ্ঠানের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বে তোমরা প্রশংসার্হা হইয়াছ। অল্প অল্প করিয়া কাজ

তোমরা কেবলই আগাইয়া নিয়া যাইতেছ, কাজ কদাচ ছাড়িয়া দাও নাই, কাজে ঢিলা পড়ে নাই। এই জিনিষটী থাকিলে সকল স্থানেই একটা করিয়া অখণ্ড-মহিলা-সমিতি গঠিত হইতে পারে।

স্থানীয় অখণ্ড-মণ্ডলীর সহিত তোমাদের যোগাযোগ সুদৃঢ়, অখণ্ড-মণ্ডলীর সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যদের অজ্ঞাতসারে বা তাঁহাদের কোনও পরিকল্পনার সহিত সংঘর্ষ, বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তোমাদের কোনও কাজ হইতেছে না, প্রতি কার্য্যে উঁহাদের সহিত পূর্ণ মনোমিলন ও সহযোগ রক্ষা করিয়া তোমরা চলিতেছ, ইহা তোমাদের বলবর্দ্ধক হইয়াছে। আমি চাহি, তোমাদের জেলায় প্রত্যেক গ্রামে অখণ্ডমণ্ডলীর সাধারণ কাজের পাশাপাশি অখণ্ড-মহিলা-সমিতির কাজও নির্ব্বিরোধে এবং মৈত্রীর আবহাওয়ার মধ্যে চলিতে থাকুক।

আত্মাভিমান, আত্মগরিমা, কর্ত্তৃত্বলিপ্সা, ঈর্ষা এবং অকৃতজ্ঞতা সঙ্ঘশক্তির রশ্মিচ্ছেদন করে। তোমরা প্রতি জনে এই গুলি হইতে দূরে থাকিবে। আমরা কেহই নেতা নহি, আমরা প্রতি জনে পরমেশ্বরের সেবক মাত্র। এই বোধ লইয়া সকলকে চলিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

বারাণসী

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা কাজ কর না বলিয়াই অধিকাংশ সময়ে আত্মশক্তির পরিচয় পাও না। কাজে নামো এবং কখনো হারিয়া কখনো জিতিয়া নিজেদের প্রকৃত শক্তির পরিচয় নাও। হারিয়া যাওয়া সকল সময়েই শক্তিহীনতার

প্রমাণ নহে। অনেক সময়ে উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের অভাবেও লোকে হারে। এই হারাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া কদাচ ভুল করিও না। এইরূপ হারিয়া যাওয়া নিজের বুদ্ধিহীনতার ফল বলিয়া ধরিয়া লইতে পার এবং হারিয়া গিয়া বুদ্ধিপ্রয়োগের ও নিপুণ কৌশলের আবশ্যকতাকে স্বীকার করিয়া শক্তিসঞ্চয় কর। জ্ঞানই শক্তি। তোমার ত্রুটি ও অযোগ্যতাগুলি সম্পর্কে জ্ঞান তোমার শক্তিবৃদ্ধিই করিবে।

সংসারের সংঘাত মনকে দুর্ব্বল করিতে চাহিবে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস তোমার বল ফিরাইয়া আনিবে। বিশ্বাস আর নির্ভর তোমার দুই বাহুর বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া রাখ। আমি তোমাদের কাছে কাজ চাহি, কথা চাহি না। সেই আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ করিতে পারিবে বারংবার নির্ভয়ে কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজকে সহজ এবং সুসাধ্য করিবার চেষ্টায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পড়িয়া। ইহা করিতে হইলে সাংসারিক বিপর্য্যয়গুলিকে হাসি-খেলার মত তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিতে হয়।

চারিদিকে সহস্র সহস্র অন্তরে জাগরণ-সম্পাদন কর। দিগ্বিজয়ীর উল্লাস লইয়া আমি সমস্ত জীবন কাজ করিয়াছি। তোমরা আমার বিশেষত্বগুলি হইতে বঞ্চিত রহিও না। তোমাদের অন্তরের উল্লাস সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি সুগভীর প্রেমের দ্বারা অভিষিঞ্চিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ

কলিকাতা

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। লম্বা চিঠি লিখিও না। পড়িতে সময় পাই না। তোমাদের পড়িবার সময় আছে, এজন্য কখনো কখনো তোমাদের নিকট দীর্ঘ পত্র লিখি। আমাকে অসংখ্য চিঠি প্রত্যহ পড়িতে হয়। কেবল ছাকা ছাকা প্রয়োজনীয় কথাটুকু লিখিবে। উত্তর দিবার সময়ে আমি প্রয়োজনানুরূপ হ্রস্ব বা দীর্ঘ আলোচনা করিব। যত সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিবে, তত দ্রুত উত্তর পাইবার সম্ভাবনা। তোমাদের অধিকাংশ প্রশ্নেরই উৎপত্তি অসাধনজনিত। সাধন করিতে থাকিলে সাধনের পথে পথে অগ্রগতির সাথে সাথে নিজে নিজে সব উত্তর পাইয়া যাইবে। তোমার অন্তর জ্ঞানের সমুদ্র-বিশেষ, তুমি সেখানে ডুব দিতেছ না বলিয়াই নিজের ভিতরের সঞ্চিত জ্ঞানরাশির পরিচয় পাইতেছ না। তাই সমাধানের জন্য বারংবার কাতর নয়নে বাহিরের দিকে তাকাইতেছ।

আমাকে দেখিবার জন্যই বা অত ব্যাকুল হইয়াছ কেন? অবশ্য প্রাণে প্রেম আছে আর প্রেমের তাগিদে দেখিতে চাহ, এই সরল কথাটুকু আমি বুঝি। কিন্তু বাহিরে বাহিরে আমাকে দেখিলেই কি দেখা হইয়া গেল? অন্তরের দর্শনই দর্শন। আমাকে আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইলে তোমাকে তোমার নিজ অন্তরে আগে প্রবেশ করিতে হইবে। এই জন্যই সাধনের প্রয়োজন। সাধনের অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে তোমরা তোমাদের বিশ্বাসকে কদাচ শিথিল হইতে দিও না। সাধন করিয়া যে কি আনন্দ, তাহা সাধন করিয়া উপলব্ধি কর।

কাজেও আনন্দ আছে। কাজে যে কি আনন্দ, তাহা কাজ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। কাজকে সাধনের অনুকূল করিয়া নাও। তোমার সাধন-স্পৃহাকে বর্দ্ধন করিবার জন্য যে বহির্মুখ কাজটী সব চেয়ে বেশী অনুকূল, সেইটী হইতেছে পাঠ-প্রকল্প। স্বাধ্যায় করিয়া এবং করাইয়া

অন্তরের রুচিকে পরিপুষ্ট কর। তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায় অখণ্ড-সংহিতা লইয়া।

অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্প তোমরা মায়েদের দ্বারাও চালু কর। প্রায় সর্ব্বত্রই মায়েরা এই ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। আগরতলার মায়েরা ত এই বিষয়ে একটী সুকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বলিতে পারি। হাইলাকান্দিতে চমৎকার কাজ মায়েরা করিতেছেন। খোয়াই এবং শিলংএর মায়েরা ইহা সুরু করিয়াছেন জানিলাম। তোমরা সারাদিন স্কুলে মাষ্টারি বা কোর্টে কলমপেশা চাকুরী কর, সংসার চালাইবার তাগিদে সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলায় তিন চারি পাঁচটী করিয়া টুইশান কর, তোমরা সারাদিন এখান হইতে ওখানে দৌড়াদৌড়িতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হও। কিন্তু তোমাদের প্রতিঘরের মায়েরা দিবানিদ্রার অভ্যাস কমাইয়া এই একটী কাজ খুব ভালভাবে চালু করিতে পারেন। তাঁহাদের হাতে কাজ দিয়া, দায়িত্ব দিয়া তাঁহাদের যোগ্যতাকে সম্মানিত কর, তাঁহাদের শক্তিকে স্বীকার কর। নিজেদের শক্তির প্রকৃত আস্বাদন একবার পাইলে তাঁহারা এই শক্তিকে প্রকৃষ্ট ব্যবহারে আনিবার জন্য প্রতিযোগিতায় নামিয়া যাইবেন। মায়েদের হাতে ভাল ভাল কাজ দিয়া তাঁহাদিগকে তোমরা সম্মান কর। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—ইহা তোমাদেরই শাস্ত্রের বাণী।

আজ তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা আগামী যুগের নির্ম্মাণ মাত্র। এই একটী কথা কদাচ বিস্মৃত হইও না। ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণের জন্য বস্তাপচা অতীতের কিয়দংশ বর্জ্জন করিতে হয়, কিয়দংশ আরও ভাল করিয়া পচাইয়া কাজে আনিবার জন্য সারের গর্ত্তে ফেলিতে হয়, কিয়দংশে রোগবীজাণুর সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিতে হয়। তোমরা সাহসের সহিত ভবিষ্যতের পানে তাকাও।

একজনের উন্নতি অন্য জনের, এক জাতির উন্নতি অন্য জাতির, এক দেশের উন্নতি অন্য দেশের উন্নতির প্রেরণা দান করুক, সহায়তা করুক। একটী ব্যক্তির উন্নতিকে বিশ্ববাসী প্রতিজনের উন্নতির সোপান এবং সাধক রূপে আমরা পাইতে চাহি। এইরূপ অনাবিল মনোভঙ্গী রাখিয়া প্রতিটি কাজ কর। নির্ব্বিদ্বেষ মন নিয়া, নিরহঙ্কার চিত্ত নিয়া, দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়া, নির্ভীক অন্তর নিয়া কাজ করিতে হইবে। কাজে ফাঁকি দিবে না। এই জিদ রাখিতে হইবে। দশজনের কাজের ওজুহাতে নিজের গোপন স্বার্থসিদ্ধি করিবে না, এই পণ করিতে হইবে।

সমস্যা দেখিয়া ভয় পাইও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। তোমার ভিতরেই সেই শক্তি রহিয়াছে, যাহা দ্বারা তুমি সকল সমস্যার সমাধান করিবে। প্রাণপণে নামের সেবা কর এবং নাম-সাধনের বলে তোমার ভিতরে পৌরুষকে জাগ্রত কর। আশায় প্রদীপ্ত প্রচণ্ড পৌরুষকে প্রয়োগ করিয়া কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি কর। "হারিয়া যাইব", —এই কথাকে ক্ষণকালের জন্যও মনে স্থান দিও না।

তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সর্ব্বশক্তিকে উদ্যত কর। তোমাদের প্রয়াস পল্লীতে পল্লীতে কুটীরে কুটীরে মহামানবগণের আবির্ভাব সম্ভব করুক। একটী দেশের, একটী জাতির, এমন কি একটী জগতের তোমরা যে ভাগ্য-রচনা করিতে চলিয়াছ, একথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণে রাখ। যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাকেই তাহার আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন কর। অপরকে আত্মপ্রবুদ্ধ করিতে গিয়া নিজে প্রবুদ্ধতর হও। শক্তি-সঞ্চয় কর, সকলকে শক্তিসঞ্চয়ে আগ্রহী কর। শক্তিমানেরাই ঈশ্বর-ভক্ত হইতে পারে, দুর্ব্বলেরা নহে। ভক্তির ভিতরে যে পরিমাণ বল আছে, তাহা দুর্ব্বলের জন্য নহে। দুদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দেখ, ভক্তি বাড়ে কি না। ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি অসীম। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা

অপার। ভগবানকে ভালবাসিতে হইলেও ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনের দরকার। ব্রহ্মচর্য্য বলও দেয়, প্রেমও দেয়। ব্রহ্মচর্য্য ঈশ্বর-ভক্তিও দেয়, প্রবল পৌরুষও দান করে। ব্রহ্মচর্য্য বুদ্ধিও দেয়, কর্ম্মকুশলতাও দেয়। জনে জনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এবং করাইয়া ইহার পরীক্ষা লও। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আস্থাহীন হইয়া যে সকল সমাজ-কল্যাণ আন্দোলন চলিতেছে, তাহারা কদাপি তাহাদের অভিলষিতকে পূর্ণতঃ প্রাপ্ত হইবে না। একদিনের ব্রহ্মচর্য্যই মানুষের ভিতরে যথেষ্ট বলের সঞ্চার করে। এমন কি এক ঘণ্টার ব্রহ্মচর্য্যও তুচ্ছ কথা নহে। শরীর-মনকে ভোগ-পথে বিক্ষিপ্ত হইতে দিব না, ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া ব্রহ্মচর্য্যের যতই প্রতিকূল হইতেছে, ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রয়োজনীয়তা তোমাদের তত অধিক বাড়িয়া যাইতেছে। কায়িক, বাচিক, মানসিক এই ত্রিবিধ ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রবল আগ্রহ তোমাদিগকে বিশ্বজয়ী করিবে। মানুষ যখন নিজেকে পশুর তুল্য জ্ঞান করে, মাত্র তখনই সে ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে বাক্যোচ্চারণ করে। কিন্তু আসলে ত মানুষ পশু নহে। তাহার ভিতরে পশুত্ব থাকিলেও মনুষ্যত্ব নামে আর একটী অসাধারণ বস্তু আছে, যাহার বিকাশের পূর্ণতম পরাকাষ্ঠায় পৌছিলে ঐ মানুষই দেবত্ব পায়, দেবতা হয়। মানুষের এই সম্ভাবনা পশুতে নাই। নিজেদের সম্ভাবনাগুলির কথা ভাবিয়া তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের অনুরক্ত হইও। আমি আকৈশোর ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন করিয়া বেড়াইয়াছি, উহা একটা যৌন আন্দোলন নহে। উহা মানুষের জৈব বিকৃতিকে দৈবী প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিবার এক মহনীয় প্রয়াস।

তোমাদিগকে অদোষদর্শী ও অনিন্দক হইতে হইবে। সহকর্ম্মীদের দোষ আলোচনায় অত্যধিক উৎসাহযুক্ত হইয়া তোমরা তাহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করিতে অক্ষম হইতেছ। তাহাদিগকে নিত্য নূতন

সৎকর্ম্মে লাগিতে দিয়া নিজেদের বিবেকবলে নিজেদের দোষ সংশোধনের সুযোগ দাও। কেবল নিন্দা-চর্চ্চা আর দোষ-ধরার চেষ্টা দ্বারা কাহারও সংশোধন হয় না। অপরের দোষের প্রতি অত্যধিক লক্ষ্য দিতে গিয়া তুমি নিজেও নিজের অজ্ঞাতসারে দোষদুষ্ট হইয়া পড়িতে পার।

নিজেদের জীবনের কর্ম্ম দ্বারা আদর্শ প্রচার করিবে। কেবল বচন-চাতুরী দ্বারা সে কাজ হয় না। তোমরা প্রতিজনে প্রতিক্ষণ কোনও না কোনও সর্ব্বজনহিতকর সৎকর্ম্ম অথবা আত্মোৎকর্ষ-বিধায়ক সাধন, স্বাধ্যায়, কীর্ত্তনাদিতে মগ্ন হইয়া থাক। কুচিন্তাকে মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ফাঁক দিও না। মানবজীবন সুদুর্ল্লভ বস্তু। হাতের মুঠায় থাকিতে থাকিতে ইহাকে কাজে লাগাইয়া লও। জীবনের যে পরমায়ুটুকু বৃথা বিতাইয়া গেল, হাজার মাথা-কপাল কুটিলেও তাহাকে কি আর ফেরৎ পাইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

বারাণসী
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে যে সকল কথা পড়িলাম, তাহা আমরা যেখানে যখন যাইতেছি, সেখানেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা, এই খাদ্যাভাব ও মানুষের নানা ভাবের লাঞ্ছনা তাহার চরিত্রকে কি যে অধঃপথে নিয়া যাইতেছে, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়।

দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা আমাদের আত্মকৃত। আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যেন চলিয়াছে। সন্তানদের খাইতে দিতে না পারিয়া জননীরা প্রত্যহ মৃত্যু কামনা করিতেছেন।

সংসার প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইয়া গৃহপতিরা অর্দ্ধোন্মাদ হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ছাত্ররা দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারী ঘুষ ছাড়া কথা কওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সেবাপ্রতিষ্ঠান সমূহ দুর্নীতির, দুষ্ক্রিয়ার, দুশ্চরিত্রতার আড্ডায় পরিণত হইয়াছে। অসতী কুলটাগুলি লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া সগর্ব্বে সর্ব্বত্র বুক ফুলাইয়া বিচরণ করিতেছে আর মূর্খ জনসাধারণ তাহাদিগকে পুষ্পমাল্য দিয়া বন্দনা করিতেছে। চরিত্রহীন জাতির আদর্শভ্রষ্ট নেতাদের কাছে ইহার প্রতীকার-প্রার্থনা ভুল। প্রতীকার চাহিতে হইবে ভাবী বংশধরদের কাছে।

চটকদার কোনও কর্ম্মতালিকা দিয়া নহে, ধীর প্রচেষ্টায়, ধারাবাহিক বিক্রমে, অবিরাম পরিশ্রমে, নিষ্ঠা-সহকৃত সুদীর্ঘ পুরুষকারে আমাদের সকল দুরবস্থা সমূলে উৎখাত করিতে হইবে। দুর্জ্জয় সাহস লইয়া তোমরা ছোট-বড় প্রত্যেকটী কাজে হাত দাও। মরিব তবু ছাড়িব না, এই পণ কর।

যুদ্ধে নামিয়া পরাজয় বরণ আমার রীতি নহে। এজন্য তাহার প্রস্তুতিপর্ব্ব সুদীর্ঘ সহিষ্ণুতা সহকারে চলে। আমি আগামী যুগের বালক-বালিকাদের ভিতরে দেশব্যাপী দুঃখের প্রতীকার খুঁজিতেছি।

এই জন্যই আমি বলিতেছি, পিতামাতারা শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধমনে নিষ্পাপ অন্তরে নিষ্কলুষ অনুশীলনে পুত্রকন্যার জনক-জননী হইতে চেষ্টা কর, দাম্পত্য জীবনটীকে সর্ব্বপ্রকার পঙ্কিল দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত কর, সন্তানের আবির্ভাবকে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া নিজেদের প্রতিটি মনস্তরঙ্গ এবং আচরণ নিয়ন্ত্রিত কর, যে আসিতেছে, তাহাকে যোগ্য ভাবে অভিনন্দন দিয়া ভূ-পৃষ্ঠে দেবতার যোগ্য সিংহাসনে উপবেশন করাও, তাহার প্রকৃষ্ট আত্ম-বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি কর, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের সমারোহ লাগাইয়া দাও।

সংকর্ম্মে লাগিতে দিয়া নিজেদের বিবেকবলে নিজেদের দোষ সংশোধনের সুযোগ দাও। কেবল নিন্দা-চর্চ্চা আর দোষ-ধরার চেষ্টা দ্বারা কাহারও সংশোধন হয় না। অপরের দোষের প্রতি অত্যধিক লক্ষ্য দিতে গিয়া তুমি নিজেও নিজের অজ্ঞাতসারে দোষদুষ্ট হইয়া পড়িতে পার।

নিজেদের জীবনের কর্ম্ম দ্বারা আদর্শ প্রচার করিবে। কেবল বচন-চাতুরী দ্বারা সে কাজ হয় না। তোমরা প্রতিজনে প্রতিক্ষণ কোনও না কোনও সর্ব্বজনহিতকর সংকর্ম্ম অথবা আত্মোৎকর্ষ-বিধায়ক সাধন, স্বাধ্যায়, কীর্ত্তনাদিতে মগ্ন হইয়া থাক। কুচিন্তাকে মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ফাঁক দিও না। মানবজীবন সুদুর্ল্লভ বস্তু। হাতের মুঠায় থাকিতে থাকিতে ইহাকে কাজে লাগাইয়া লও। জীবনের যে পরমায়ুটুকু বৃথা বিতাইয়া গেল, হাজার মাথা-কপাল কুটিলেও তাহাকে কি আর ফেরৎ পাইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

বারাণসী

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে যে সকল কথা পড়িলাম, তাহা আমরা যেখানে যখন যাইতেছি, সেখানেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই অর্থ নৈতিক দুরবস্থা, এই খাদ্যাভাব ও মানুষের নানা ভাবের লাঞ্ছনা তাহার চরিত্রকে কি যে অধঃপথে নিয়া যাইতেছে, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়।

দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা আমাদের আত্মকৃত। আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যেন চলিয়াছে। সন্তানদের খাইতে দিতে না পারিয়া জননীরা প্রত্যহ মৃত্যু কামনা করিতেছেন।

সংসার প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইয়া গৃহপতিরা অর্দ্ধোন্মাদ হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ছাত্ররা দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারী ঘুষ ছাড়া কথা কওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সেবাপ্রতিষ্ঠান সমূহ দুর্নীতির, দুষ্ক্রিয়ার, দুশ্চরিত্রতার আড্ডায় পরিণত হইয়াছে। অসতী কুলটাগুলি লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া সগর্ব্বে সর্ব্বত্র বুক ফুলাইয়া বিচরণ করিতেছে আর মূর্খ জনসাধারণ তাহাদিগকে পুষ্পমাল্য দিয়া বন্দনা করিতেছে। চরিত্রহীন জাতির আদর্শভ্রষ্ট নেতাদের কাছে ইহার প্রতীকার-প্রার্থনা ভুল। প্রতীকার চাহিতে হইবে ভাবী বংশধরদের কাছে।

চটকদার কোনও কর্ম্মতালিকা দিয়া নহে, ধীর প্রচেষ্টায়, ধারাবাহিক বিক্রমে, অবিরাম পরিশ্রমে, নিষ্ঠা-সহকৃত সুদীর্ঘ পুরুষকারে আমাদের সকল দুরবস্থা সমূলে উৎখাত করিতে হইবে। দুর্জ্জয় সাহস লইয়া তোমরা ছোট-বড় প্রত্যেকটী কাজে হাত দাও। মরিব তবু ছাড়িব না, এই পণ কর।

যুদ্ধে নামিয়া পরাজয় বরণ আমার রীতি নহে। এজন্য তাহার প্রস্তুতিপর্ব্ব সুদীর্ঘ সহিষ্ণুতা সহকারে চলে। আমি আগামী যুগের বালক-বালিকাদের ভিতরে দেশব্যাপী দুঃখের প্রতীকার খুঁজিতেছি।

এই জন্যই আমি বলিতেছি, পিতামাতারা শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধমনে নিষ্পাপ অন্তরে নিষ্কলুষ অনুশীলনে পুত্রকন্যার জনক-জননী হইতে চেষ্টা কর, দাম্পত্য জীবনটীকে সর্ব্বপ্রকার পঙ্কিল দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত কর, সন্তানের আবির্ভাবকে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া নিজেদের প্রতিটি মনস্তরঙ্গ এবং আচরণ নিয়ন্ত্রিত কর, যে আসিতেছে, তাহাকে যোগ্য ভাবে অভিনন্দন দিয়া ভূ-পৃষ্ঠে দেবতার যোগ্য সিংহাসনে উপবেশন করাও, তাহার প্রকৃষ্ট আত্ম-বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি কর, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের সমারোহ লাগাইয়া দাও।

এই জন্যই বলিতেছি, শৈশবেই এই দেবশিশুকে পূতিগন্ধে অনাদর করিয়া ধূপসুরভি উপাসনা-মন্দিরের প্রতি আকর্ষণ-পর কর।

এই জন্যই বলিতেছি, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার নাগপাশ ছেদন করিয়া স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে আত্মবলের মহিমায় বিকশিত করিয়া তুলিবার আয়োজন কর।

এই জন্যই বলিতেছি, ছাত্রদিগকে তপস্বী করিয়া গড়িয়া তোল, তপস্বীদিগকে ছাত্র রূপে গ্রহণ কর এবং তাহাদের জীবন-নদীর গতিপথ জনকল্যাণের খাতে প্রবাহিত করাইয়া সমগ্র জগৎ জুড়িয়া জনসেবার মহোৎসব লাগাইয়া দাও।

এ কাজ কঠিন কিন্তু অসম্ভব নহে। মানব-জাতির প্রতি যদি তোমাদের প্রেম থাকে, তাহা হইলে এ কাজ তোমাদের দ্বারাই হইবে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

বারাণসী

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি এবং কল্যাণীয়া মা আমার একটী বিশেষ উপদেশ অবধান পূর্ব্বক শুনিও। সন্তানের প্রতি ক্ষমাহীন আক্রোশ মাতাপিতার পক্ষে সঙ্গত নহে। সন্তান ভুল করিয়াছে, অপরাধ করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, সবই সত্য কিন্তু তাহার মনে অনুতাপ আসিয়াছে, পিতামাতাকে সুখী করিবার জন্য সে আগ্রহী হইয়াছে জানিবার বা বুঝিবার পরেও সে কেন

বাহ্যতঃ ক্ষমা প্রার্থনার একটা আড়ম্বর করিয়া পাড়ার লোক আনিয়া তোমাদের পদপ্রান্তে জড় করিল না, এই ছুতাতে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জিদ পিতৃজনোচিতও নহে, মাতৃজনোচিতও নহে। সন্তানের প্রতি ক্ষমাহীন ক্রোধ পোষণ করিয়া করিয়া তোমরাও অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া যাইতেছ। তোমাদের পুত্রও পিতামাতার চরণ-সমীপে আসিতে পারিতেছে না বলিয়া মনে মনে জ্বলিয়া মরিতেছে। তোমাদের উভয় পক্ষের এই অশেষ অশান্তি বিদূরণের ঔষধ ক্ষমা। ক্ষমা দ্বারা অমানুষ সন্তানকে মানুষ হইবার পথে টানিয়া আন। স্নেহ এবং ক্ষমা চরিত্র-সংশোধনে যাহা করিতে পারে, শাসন এবং আক্রোশ তাহা পারে না।

মানিলাম তোমার পুত্র আমার নাম শুনিতে পারে না, সে তোমাদের গুরুর প্রতি বিদ্বেষী। কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? আমাকে যাহারা দ্বেষ করে, তাহারা যে প্রকারান্তরে আমার ধ্যান করে, এই কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছ? পুত্র ধর্ম্মসম্পর্কে একটা অভিনব ধারণা পোষণ করে বা আজিকালিকার যুবকদের মধ্যে যে সকল মত ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহার অনুবর্ত্তন করে। এই স্বাধীনতা তোমরা দিতে নারাজ কিন্তু আমি দিতে প্রস্তুত। পুত্র আমাকে অবিশ্বাসই করুক, তবু তার নিজের সত্যে সুস্থির থাকুক। সে একটা মতবাদ বা জীবনাদর্শকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছে এবং তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। সেই অনুরাগের প্রভাবে স্বভাবতই সে এমন পথে চলিতেছে, যাহা তোমার আমার সকলের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ। কিন্তু সে তাহার ধর্ম্মমত বা কর্ম্মপথ দিয়া যতক্ষণ সমাজের ও দেশের অপর দশজনের কোনও ক্ষতিসাধন না করিতেছে, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু ভাবা, বলা বা করা আমাদের কাহারও উচিত নহে।

বিবাহ-ব্যাপারে সে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা হতবুদ্ধিকর।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

এই জন্যই বলিতেছি, শৈশবেই এই দেবশিশুকে পূতিগন্ধে অনাদর করিয়া ধূপসুরভি উপাসনা-মন্দিরের প্রতি আকর্ষণ-পর কর।

এই জন্যই বলিতেছি, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার নাগপাশ ছেদন করিয়া স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে আত্মবলের মহিমায় বিকশিত করিয়া তুলিবার আয়োজন কর।

এই জন্যই বলিতেছি, ছাত্রদিগকে তপস্বী করিয়া গড়িয়া তোল, তপস্বীদিগকে ছাত্র রূপে গ্রহণ কর এবং তাহাদের জীবন-নদীর গতিপথ জনকল্যাণের খাতে প্রবাহিত করাইয়া সমগ্র জগৎ জুড়িয়া জনসেবার মহোৎসব লাগাইয়া দাও।

এ কাজ কঠিন কিন্তু অসম্ভব নহে। মানব-জাতির প্রতি যদি তোমাদের প্রেম থাকে, তাহা হইলে এ কাজ তোমাদের দ্বারাই হইবে।

আশীর্ব্বাদক

ইতি—

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

বারাণসী

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি এবং কল্যাণীয়া মা আমার একটী বিশেষ উপদেশ অবধান পূর্ব্বক শুনিও। সন্তানের প্রতি ক্ষমাহীন আক্রোশ মাতাপিতার পক্ষে সঙ্গত নহে। সন্তান ভুল করিয়াছে, অপরাধ করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, সবই সত্য কিন্তু তাহার মনে অনুতাপ আসিয়াছে, পিতামাতাকে সুখী করিবার জন্য সে আগ্রহী হইয়াছে জানিবার বা বুঝিবার পরেও সে কেন

বাহ্যতঃ ক্ষমা প্রার্থনার একটা আড়ম্বর করিয়া পাড়ার লোক আনিয়া তোমাদের পদপ্রান্তে জড় করিল না, এই ওজুহাতে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জিদ পিতৃজনোচিতও নহে, মাতৃজনোচিতও নহে। সন্তানের প্রতি ক্ষমাহীন ক্রোধ পোষণ করিয়া করিয়া তোমরাও অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া যাইতেছ। তোমাদের পুত্রও পিতামাতার চরণ-সমীপে আসিতে পারিতেছে না বলিয়া মনে মনে জ্বলিয়া মরিতেছে। তোমাদের উভয় পক্ষের এই অশেষ অশান্তি বিদূরণের ঔষধ ক্ষমা। ক্ষমা দ্বারা অমানুষ সন্তানকে মানুষ হইবার পথেই টানিয়া আন। স্নেহ এবং ক্ষমা চরিত্র-সংশোধনে যাহা করিতে পারে, শাসন এবং আক্রোশ তাহা পারে না।

মানিলাম তোমার পুত্র আমার নাম শুনিতে পারে না, সে তোমাদের গুরুর প্রতি বিদ্বেষী। কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? আমাকে যাহারা দ্বেষ করে, তাহারা যে প্রকারান্তরে আমার ধ্যান করে, এই কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছ? পুত্র ধর্ম্মসম্পর্কে একটী অভিনব ধারণা পোষণ করে বা আজিকালিকার যুবকদের মধ্যে যে সকল মত ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহার অনুবর্ত্তন করে। এই স্বাধীনতা তোমরা দিতে নারাজ কিন্তু আমি দিতে প্রস্তুত। পুত্র আমাকে অবিশ্বাসই করুক, তবু তার নিজের সত্যে সুস্থির থাকুক। সে একটা মতবাদ বা জীবনাদর্শকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছে এবং তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। সেই অনুরাগের প্রভাবে স্বভাবতই সে এমন পথে চলিতেছে, যাহা তোমার আমার সকলের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ। কিন্তু সে তাহার ধর্ম্মমত বা কর্ম্মপথ দিয়া যতক্ষণ সমাজের ও দেশের অপর দশজনের কোনও ক্ষতিসাধন না করিতেছে, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু ভাবা, বলা বা করা আমাদের কাহারও উচিত নহে।

বিবাহ-ব্যাপারে সে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা হতবুদ্ধিকর।

বেদে যম ও যমীর গল্প আছে। যম যমীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বিবাহ-ব্যাপারে কতকগুলি স্থল একেবারেই অলঙ্ঘনীয়। সে তাহা লঙ্ঘন করিয়া নিদারুণ কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই দৃষ্টান্তের কুফল অন্যকে স্পর্শ করুক আর না করুক, একদা তাহার পুত্রকন্যাগুলিকে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে বা করিতে পারে। এইটুকু দূরদৃষ্টির যে তাহার অভাব হইয়া পড়িল, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু এই ব্যাপারের জন্য জনসমাজ বা আত্মীয়-পরিজনেরা যে যাহা করিবার করুক, তোমরা পিতা এবং মাতা হইয়া তাহাকে ক্ষমা না করিয়া পার না। সাংসারিক সংস্রবে তাহাকে না আসিতে দাও, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করিতে না পারার দরুণে প্রাণে যে দারুণ ক্লেশ অবিরাম বহন করিয়া বেড়াইতেছ, তাহা হইতে তোমাদের মুক্তি প্রয়োজন।

বলিবে, ক্ষমাই যদি করিলাম, তাহা হইলে তাহার শাসন হইল কোথায়? কিন্তু বাবা, ক্ষমার শাসন বড় শক্ত শাসন। সত্য সত্য ক্ষমা করিতে পারিলে সেই শাসন শাসিত ব্যক্তির অন্তরে আমৃত্যু লগ্ন হইয়া থাকে। যাহাতে সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া পুত্রকে ক্ষমা করিতে পার, তার জন্য অবিরাম ভগবচ্চরণে প্রার্থনা কর। ক্ষমা প্রেম দেয়, প্রেমে শান্তি আসে। আক্রোশ দ্বেষ বাড়ায়, দ্বেষ কেবলই অশান্তির অনল প্রবল হইতে প্রবলতর করিতে থাকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

—ঃ ঊনবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ঃ—

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মুলোচ্ছেদ"**, প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য-পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

পত্র লিখিলেই মূল্য-তালিকা পাঠান হয়।

অযাচক আশ্রম, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ"**, প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য-পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

পত্র লিখিলেই মূল্য-তালিকা পাঠান হয়।

অযাচক আশ্রম, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী